ভূমি মন্ত্রণালয়

ভূমি সেবা ডিজিটাল
বদলে যাচ্ছে দিনকাল

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর
জন্মশতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন

“সরকারি কর্মচারী ভাইয়েরা আপনাদের জনগণের সেবায় নিজেদের উৎসর্গ করতে হবে এবং জাতীয় স্বার্থকে সব কিছুর উর্ধ্বে স্থান দিতে হবে।”

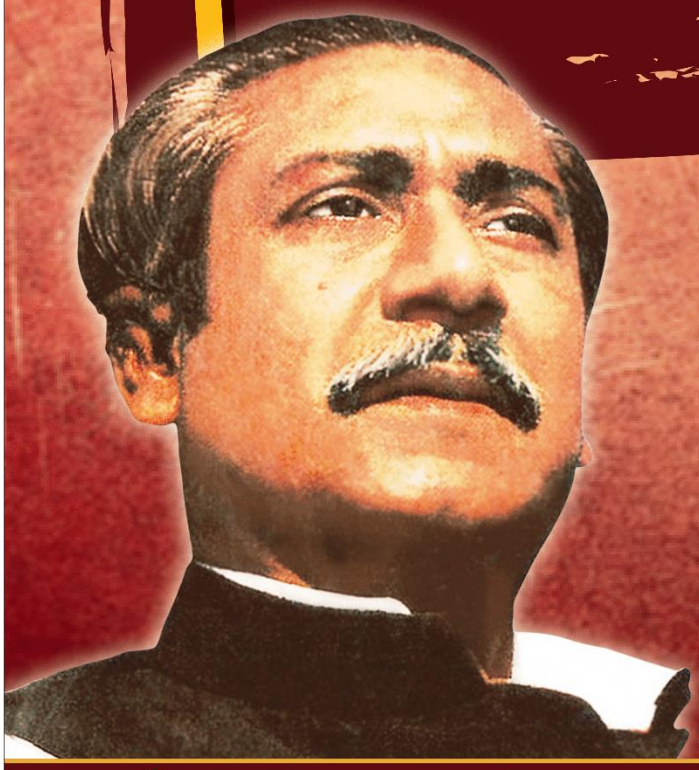

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর রহমান

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় কমিটি

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বঙ্গভবন, ঢাকা

বাণী

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

মন্ত্রী
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

সভাপতি
ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটি
বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বাণী

সচিব
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

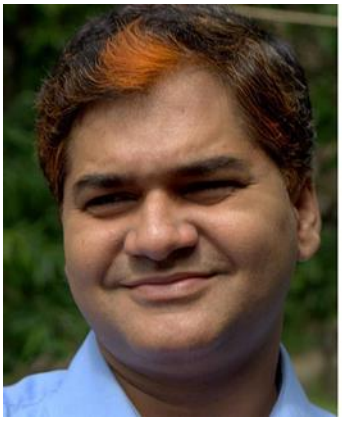

অতিরিক্ত সচিব (আইন)
ভূমি মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মুখবন্ধ

বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশনা তথ্য

ভূমি মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান উপদেষ্টা

সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি

মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়

নির্দেশনায়

মোঃ মাক্‌ছুদুর রহমান পাটওয়ারী

সচিব, ভূমি মন্ত্রণালয়

সহযোগিতায়

ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থাসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

সম্পাদনা পরিষদ

১। মো: মাসুদ করিম, অতিরিক্ত সচিব (আইন)	-	সভাপতি
২। মোঃ ইসমাইল হোসেন, এনডিসি, অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)	-	সদস্য
৩। প্রদীপ কুমার দাস, অতিরিক্ত সচিব (মাঠ প্রশাসন)	-	সদস্য
৪। মোঃ আব্বাছ উদ্দিন, যুগ্ম সচিব (বাজেট ও অডিট)	-	সদস্য
৬। মোঃ তাজুল ইসলাম মিয়া, উপ সচিব (সায়রাত - ১)	-	সদস্য
৭। মোঃ আসাদুজ্জামান, উপ সচিব (অধিগ্রহণ - ১)	-	সদস্য
৮। অরুন কুমার মন্ডল, উপ সচিব (এপিএ)	-	সদস্য
১০। ইশরাত জাহান, উপসচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন)	-	সদস্য
১১। সৈয়দ মোঃ আব্দুল্লাহ আল নাহিয়ান, জনসংযোগ কর্মকর্তা	-	সদস্য সচিব

সাচিবিক সহযোগিতায়

প্রশাসন শাখা, ভূমি মন্ত্রণালয়

প্রকাশকাল

২৮ অক্টোবর, ২০২০

মুদ্রণ

-- ----, **২০২০**

প্রকাশনায়

ভূমি মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান I
মহামান্য রাষ্ট্রপতির বাণী II
মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বাণী III
মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর বাণী IV
ভূমি মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতির বাণী V
ভূমি সচিবের বাণী VI
মুখবন্ধ VII
বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৯-২০ প্রকাশনা তথ্য VIII
সূচীপত্র IX
চার্ট ও টেবিল XII
ছবি XIV
বিশেষ অধ্যায় XVI
ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ অর্জন XVI
প্রথম অধ্যায় ১
এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ ১
১.১ ভূমিকা ১
১.২ মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি: ২
১.৩ মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন ২
১.৩.১ রূপকল্প (Vision) ২
১.৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission) ২
১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives) ৩
১.৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ৩
১.৪.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ ৩
১.৪.৩ কার্যাবলি ৩
১.৬ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার দায়িত্ব/ কার্যাবলী: ৬
১.৬.১ খাসজমি ৬
১.৬.২ প্রশাসন- ৬
১.৬.৩ সায়রাত- ৭
১.৬.৪ আইন- ৭
১.৬.৫ বাজেট ও নিরীক্ষা ৮
১.৬.৬ জরিপ ৯
১.৬.৭ অধিগ্রহণ- ৯
১.৬.৮ উন্নয়ন ৯
১.৬.৯ অন্যান্য ১১
১.৭ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা ১২
দ্বিতীয় অধ্যায় ১৪
২০১৯-২০ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি ১৪
২.১ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন ১৪

২.২ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা.....২৫
তৃতীয় অধ্যায়..... ২৮
বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি..... ২৮
৩.১ ভূমিকা..... ২৮
৩.২ ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রতিবেদন ৩০
চতুর্থ অধ্যায়.....৪৫
ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও শাখার কার্যক্রম ৪৫
৪.১ খাসজমি ৪৫
৪.১.২ ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত.....৪৫
৪.১.২ চা বাগান.....৪৬
৪.২ প্রশাসন ৫০
৪.২.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে): ৫০
৪.২.২ শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ:.....৫০
৪.২.৩ ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার অডিট আপত্তি (২০১৯-২০ অর্থবছর):৫১
৪.২.৪ মাঠ প্রশাসন (ভূমি ব্যবস্থাপনা):.....৫১
৪.২.৫ প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা..... ৫৩
৪.৩ সায়রাত মহল ৫৪
৪.৩.১ হাট-বাজার.....৫৫
৪.৩.২ বালুমহাল..... ৫৬
৪.৩.৩ চিংড়িমহাল.....৫৭
৪.৩.৪ লবণ মহাল..... ৫৮
৪.৪ আইন ৬০
৪.৪.১ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন শাখার কার্যক্রম..... ৬০
৪.৫ বাজেট ৭৪
৪.৬ জরিপ.....৭৫
৪.৭ অধিগ্রহণ.....৭৮
৪.৮ উন্নয়ন ৮৮
৪.৮.১ অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা..... ৮৯
৪.৮.১ ২০২০-২১ অর্থ বছরে একনেকে অনুমোদিত প্রকল্প:.....৯০
৪.৮.২ প্রকল্পওয়ারী বিস্তারিত কার্যক্রম ও অগ্রগতি ৯৩
পঞ্চম অধ্যায়.....১১১
ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তর ১১১
৫.১ ভূমি সংস্কার বোর্ড.....১১১
৫.১.১ ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংক্ষিপ্ত পটভূমি ১১১
৫.১.২ ভূমি সংস্কার বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১১১
৫.১.৩ কার্যাবলি ১১১
৫.১.৪ জনবল ১১২
৫.১.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন.....১১৩
৫.১.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম.....১১৩
৫.১.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: ১১৫
৫.১.৮ অডিট আপত্তি..... ১১৫
৫.২ ভূমি আপীল বোর্ড ১১৮
৫.২.১ ভূমি আপীল বোর্ডের পটভূমি..... ১১৮
৫.২.২ ভূমি আপীল বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য..... ১১৯
৫.২.৩ কার্যাবলী ১১৯
৫.২.৪ জনবল ১১৯
৫.২.৫ মানব সম্পদ ১২০
৫.২.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম.....১২০
৫.২.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ১২১

৫.২.৮ অডিট আপত্তি..... ১২১
৫.৩ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ১২৩
৫.৩.১ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পটভূমি.....১২৩
৫.৩.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১২৩
৫.৩.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):.....১২৩
৫.৩.৪ কার্যাবলী ১২৩
৫.৩.৫ জনবল..... ১২৪
৫.৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন ১২৪
৫.৩.৬ ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের কার্যক্রম ও অর্জন ১২৫
৫.৩.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা.....১২৬
৫.৩.৮ অডিট আপত্তি ১২৬
৫.৪ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি) ১৩০
৫.৪.১ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পটভূমি.....১৩০
৫.৪.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য.....১৩০
৫.৪.৩ কার্যাবলী ১৩০
৫.৪.৪ জনবল ১৩১
৫.৪.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন.....১৩২
৫.৪.৬ ২০১৯-২০ কার্যক্রম ১৩২
৫.৪.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা ১৩৩
৫.৪.৮ অডিট আপত্তি.....১৩৪
৫.৫ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর..... ১৩৬
৫.৫.১ পটভূমি ১৩৬
৫.৫.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য ১৩৬
৫.৫.৩ কার্যাবলী..... ১৩৬
৫.৫.৪ জনবল ১৩৬
৫.৫.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন.....১৩৭
৫.৫.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম.....১৩৭
৫.৫.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা.....১৩৭
৫.৫.৮ অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি.....১৩৮
বিবিধ কার্যক্রমের **ফটোগ্যালারি**.....১৩৯
পরিশিষ্ট ক Allocation of Business of Ministry of Land..... ১৪১
পরিশিষ্ট খ Ministry Of Land in SDG Mapping ১৪৩
পরিশিষ্ট গ ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অনলাইন সেবা সমূহ..... ১৪৫

চার্ট ও টেবিল

চার্ট ১.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের অর্গানোগ্রাম ৫
চার্ট ১.২: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা ১২
টেবিল ২.১: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে 'ভূমি সেবা হটলাইন-১৬১২২' এ প্রাপ্ত কল ও নিষ্পন্ন ২৩
চার্ট ২.১ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে 'ভূমি সেবা হটলাইন-১৬১২২' এ প্রাপ্ত কল ও নিষ্পন্নের হার (হাজারে) ২৩
টেবিল ২.২: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব ২৪
চার্ট ২.২ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব (হাজারে) ২৪
চার্ট ৩.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ৮৯টি সূচকের প্রাপ্ত স্কোরের হার ২৯
টেবিল ৩.১ ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রতিবেদন ৩০
টেবিল ৪.১: বিভাগভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি খাসজমির তথ্য ৪৫
টেবিল ৪.২: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ ৪৬
টেবিল ৪.৩: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থাকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ ৪৬
টেবিল ৪.৪: সারাদেশে মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা ৪৭
চার্ট ৪.১: কৃষি ও অকৃষি জমির বরাদ্দের হার (শতাংশে) ৪৮
টেবিল ৪.৫: ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে) ৫০
টেবিল ৪.৬: শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ ৫০
টেবিল ৪.৭: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার অডিট আপত্তি ৫১
টেবিল ৪.৮: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি ৫৩
টেবিল ৪.৯: ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় / আপিল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি ৫৩
টেবিল ৪.১০: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ইজারাকৃত জলমহাল থেকে আদায়কৃত এবং সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের বিভাগওয়ারি বিবরণ ৫৫
টেবিল ৪.১১: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে হাট-বাজার ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি ৫৬
টেবিল ৪.১২: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বালুমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি ৫৬
টেবিল ৪.১৩: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে চিংড়িমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি ৫৭
টেবিল ৪.১৪: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে লবণ মহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি ৫৮
চার্ট ৪.২: বিভিন্ন ধরণের সায়রাত মহাল থেকে সরকারের রাজস্বের হার (হাজার টাকা; শতাংশে) ৫৯
টেবিল ৪.১৫: সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা ৬০
টেবিল ৪.১৬: ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন করের বিভাগভিত্তিক দাবি ও আদায় বিবরণী নিম্নরূপ: ৬১
টেবিল ৪.১৭: বিভিন্ন মামলার কার্যক্রম সংখ্যা ৬৩
চার্ট ৪.৩: বছরব্যাপী মামলার সংখ্যা ৬৩
টেবিল ৪.১৮:'ক' তালিকাভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির জেলাভিত্তিক তথ্যাবলী ৬৪
চার্ট ৪.৪: জেলাভিত্তিক 'ক' তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণের মাত্রা ৬৫
টেবিল ৪.১৯:' জেলা ভিত্তিক বিলুপ্ত "খ" তালিকাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ৬৬
চার্ট ৪.৫: জেলাভিত্তিক বিলুপ্ত 'খ' তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণের মাত্রা ৬৭
টেবিল ৪.২০: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অর্পিত সম্পত্তি হতে মোট দাবী ও আদায়ের পরিমাণ ৬৭
টেবিল ৪... অর্পিত সম্পত্তির অস্থায়ী ইজারার পুনর্নির্ধাররিত সালামির হার ৬৯
টেবিল ৪.২১: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ৭১
চার্ট ৪.৬: প্রধান খাত-ভিত্তিক ভূমি হতে সরকারের রাজস্ব আদায়ের হার (হাজার টাকা; শতাংশে) ৭২
টেবিল ৪.২২: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট ৭৪
টেবিল ৪.২৩: জমির নতুন শ্রেণিবিভাগ ৭৫
টেবিল ৪.২৪: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে অধিগ্রহণের জন্য অনুমোদনকৃত (অধিগ্রহণ ১ শাখার ব্যবস্থাপনায়) ৭৯
টেবিল ৪.২৫: কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদিত প্রস্তাব সমূহ (অধিগ্রহণ ১ শাখার ব্যবস্থাপনায়) ৮২

টেবিল ৪.২৬: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে অধিগ্রহণের জন্য অনুমোদনকৃত (অধিগ্রহণ ২ শাখার ব্যবস্থাপনায়) ৮৪
টেবিল ৪.২৭: কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদিত প্রস্তাব সমূহ (অধিগ্রহণ ২ শাখার ব্যবস্থাপনায়)..... ৮৬
টেবিল ৪.২৮: ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও প্রকল্প ব্যয় ৮৮
চার্ট ৪.৭: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও প্রকল্প ব্যয়ের তুলনা..... ৮৯
টেবিল ৪.২৯: বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়..... ৯০
চার্ট ৪.৮: বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক হার..... ৯১
টেবিল ৪.৩০: ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৯১
টেবিল ৪.৩১: ২০১৯-২০ প্রকল্পের সারসংক্ষেপ ৯৪
টেবিল ৪.৩২: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নরূপ (জুন/২০২০ পর্যন্ত) ..৯৫
টেবিল ৪.৩৩: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে ২য় পর্যায় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ..... ৯৭
টেবিল ৪.৩৪: ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনকৃত গুচ্ছগ্রাম ৯৭
টেবিল ৫.১: ভূমি সংস্কার বোর্ডের জনবল ১১৩
টেবিল ৫.২: ভূমি আপীল বোর্ডের জনবল..... ১১৯
টেবিল ৫.৩: ভূমি আপীল বোর্ডের অডিট আপত্তি ১২১
টেবিল ৫.৪: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অফিসভিত্তিক জনবল ১২৪
টেবিল ৫.৪: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের শ্রেণিভিত্তিক জনবল ১২৪
টেবিল ৫.৫: অভ্যন্তরীণ-প্রশিক্ষণের কোর্সসমূহের বিস্তারিত:..... ১২৪
টেবিল ৫.৬: বিসিএস অফিসারগণের সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ ১২৫
টেবিল ৫.৬: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি..... ১২৬
টেবিল ৫.৭: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবল ১৩১
টেবিল ৫.৮: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ অর্জন..... ১৩২
চার্ট ৫.১: বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি অনুসারে অর্জন (প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা) ১৩৩
টেবিল ৫.৯: হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের জনবল ১৩৭
টেবিল ৫.১০: ২০১৯-২০ সনে রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষার সাথে জড়িত টাকার বিভাগ ওয়ারী বিবরণ ১৩৭
টেবিল ৫.১১: হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের অডিট আপত্তি..... ১৩৮

ছবি

ছবি I: জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জনের বিষয়ে জাতিসঙ্ঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলের পত্র XVI
ছবি II: কেবিনেটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিনন্দন প্রস্তাব XVII
ছবি III: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সহ মন্ত্রণালয়ের সবাইকে অভিনন্দন .. XVIII
ছবি IV: জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জন উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনলাইন সংবাদ সম্মেলন XIX
ছবি V: জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জন উপলক্ষে মাননীয় ভূমিমন্ত্রীকে অভিনন্দন XIX
ছবি VI: জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারির অভিনন্দন XIX
ছবি ১.১: ভূমি সেবা হটলাইন ১৬১২২ উদ্বোধন ৩
ছবি ১.২: 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম' নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত ৪
ছবি ১.৩: নামজারির সক্ষমতা মূল্যায়নে গবেষণালব্ধ ফলাফল শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন ৪
ছবি ১.৪: 'ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা বিষয়ক' কর্মশালা অনুষ্ঠিত ১১
ছবি ১.৫: জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা ১৩
ছবি ২.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০১৯-২০ ..... ২২
ছবি ২.২: ঢাকা কালেক্টরেটের ভার্চুয়াল রেকর্ড রুম উদ্বোধন ২৬
ছবি ২.৩: বাংলাদেশের ভূমিমন্ত্রী এবং রুশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপমন্ত্রী ও রোজরিস্তার প্রধানের বৈঠক ২৬
ছবি ২.৪: আর এস খতিয়ান উন্মুক্তকরণ ২৭
ছবি ২.৫: সমগ্র ঢাকা জেলায় শতভাগ ই-নামজারি চালু কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন ২৭
ছবি ৩.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০১৯-২০ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র হস্তান্তর ২৮
ছবি ৩.২: জাতীয় শোক দিবস/২০১৯ উপলক্ষে স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত ৪৩
ছবি ৩.৩: - স্মৃতি জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ ৪৩
ছবি ৩.৪: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান ৪৪
ছবি ৩.৫: মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর সন্দ্বীপ উপজেলার ভাষানচর পরিদর্শন করেন ৪৪
ছবি ৪.১: ই-মিউটেশন প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি। ৪৯
ছবি ৪.২: 'সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের অনুকূলে ডাবল কেবিন পিক-আপ হস্তান্তর অনুষ্ঠান ৫২
ছবি ৪.৩: ২০ একরের উর্ধ্বে সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির ৬১ তম সভা ৫৯
ছবি ৪.৪: কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত রাজস্ব সংক্রান্ত বিশেষ মাসিক সভা ৬১
ছবি ৪.৫: 'সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে দেওয়ানি মামলার রায়ের ভিত্তিতে রেকর্ড সংশোধনসহ সরকারি সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ' শীর্ষক কর্মশালা ৭৩
ছবি ৪.৬: 'ভূমি জরিপ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণে করনীয়' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত ৭৭
ছবি ৪.৭: অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বাড়ি বাড়িতে গিয়ে এল-এ চেক হস্তান্তর ৭৮
ছবি ৪.৮: গোবিন্দশ্রী গুচ্ছগ্রাম, মদন, নেত্রকোনা ৯৩
ছবি ৪.৯: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন ৯৮
ছবি ৪.১০: ভূমিমন্ত্রী কর্তৃক গুচ্ছ গ্রামের পরিবারের মাঝে জমির দলিল হস্তান্তর ৯৮
চিত্র ৪.১১: কোট ভাজনী বালাসুতী, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড় ৯৯
চিত্র ৪.১২ সুন্দরপুর, কাহারোল, দিনাজপুর ৯৯
চিত্র ৪.১৩: লপ্তে সরকারের চর-১, শিবচর, মাদারীপুর ৯৯
চিত্র ৪.১৪: বেতারা-১, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ৯৯
চিত্র ৪.১৫: মাদেবপুর, মাগুরা সদর, মাগুরা ৯৯
চিত্র ৪.১৬: লক্ষীরচর, জামালপুর সদর, জামালপুর ৯৯
চিত্র ৪.১৭: ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্পের কার্যক্রম ১০০
ছবি ৪.১৮: নবনির্মিত উপজেলা ভূমি অফিস, টাঙ্গাইল সদর ১০৩
ছবি ৪.১৯: মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী কর্তৃক নির্মাণাধীন ভূমি ভবন পরিদর্শন ১০৪
ছবি ৪.২০: ভূমি ভবন ১০৫

ছবি ৪.২১: ভূমি সচিব কর্তৃক নির্মাণাধীন ভূমি ভবনের নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন.....১০৬
ছবি ৪.২২: নবনির্মিত ইউনিয়ন ভূমি অফিস, টাঙ্গাইল ১০৬
ছবি ৫.১: 'ভূমি সংস্কার বোর্ড এর প্রধান কার্যালয়ে মাননীয় ভূমি মন্ত্রীর মতবিনিময় সভা.....১১৬
ছবি ৫.২: 'ভূমি সেবায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ই-নামজারির ভূমিকা' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালা.....১১৬
ছবি ৫.৩: ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজিত ভূমি সংস্কার বোর্ডের সমন্বয় সভা..... ১১৭
ছবি ৫.৪: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি আপীল বোর্ডের মাঝে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর..... ১২১
ছবি ৫.৫: ভূমি ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান নেত্রকোণা জেলা প্রশাসনে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্ব করছেন। ১২২
ছবি ৫.৬: সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী ১২৭
ছবি ৫.৭: বাংলাদেশ-ভারত ৩য় যৌথ সীমান্ত সম্মেলনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষর.....১২৮
ছবি ৫.৮: নভেম্বর ২০১৯ খ্রি. মাসে রৌমারী, কুড়িগ্রাম সীমান্তে যৌথ পরিদর্শন.....১২৯
ছবি ৫.৯: সার্ভে 'ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)'-এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত ভবন উদ্বোধন ১৩৪
ছবি ৫.১০: বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন ১৩৫
ছবি ৫.১১: এলএটিসি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দের ইন্দোনেশিয়ার ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শন.....১৩৫
ছবি ৫.১২: ভূমি মন্ত্রণালয় ও হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মাঝে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর ১৩৮
ছবি ৬.১: মিনিস্টার-ইন-ওয়েটিং হিসেবে দায়িত্ব পালন ভূমিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন.....১৩৯
চিত্র ৬.২: ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিমন্ত্রীর যোগদান ১৩৯
চিত্র ৬.৩: কুয়েতের জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী..... ১৪০
চিত্র ৬.৪: ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতার বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী..... ১৪০
চিত্র ৬.৫: যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ ১৪০
চিত্র ৬.৬: দক্ষিণ কোরীয় রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ ১৪০
চিত্র ৬.৭: শুদ্ধাচার ও উত্তমচর্চা বিষয়ক সেমিনার ১৪০
চিত্র ৬.৮: শুদ্ধাচার ও উত্তমচর্চা বিষয়ক মতবিনিময় সভা..... ১৪০

বিশেষ অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০ অর্জন

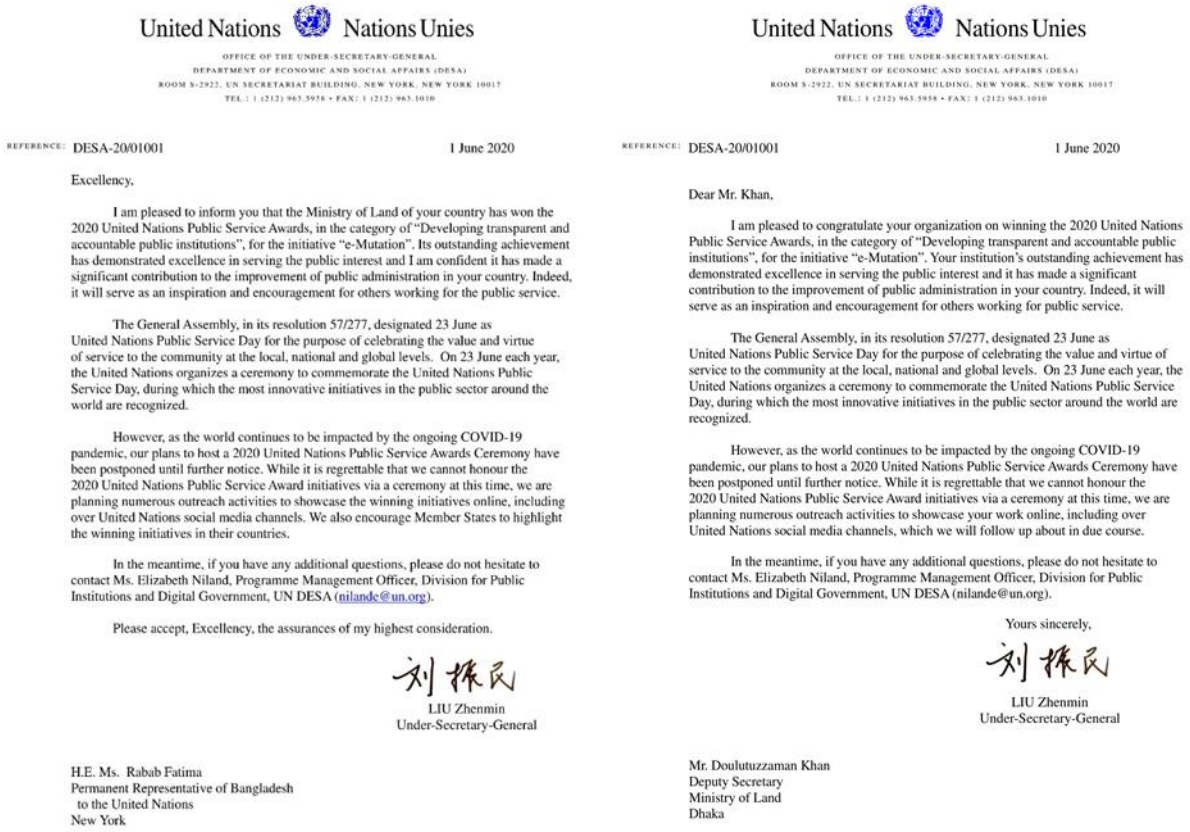

United Nations Nations Unies

OFFICE OF THE UNDER-SECRETARY-GENERAL
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS (DESA)
ROOM S-2922, UN SECRETARIAT BUILDING, NEW YORK, NEW YORK 10017
TEL.: 1 (212) 963.5958 • FAX: 1 (212) 963.1010

REFERENCE: DESA-20/01001 1 June 2020

Excellency,

I am pleased to inform you that the Ministry of Land of your country has won the 2020 United Nations Public Service Awards, in the category of "Developing transparent and accountable public institutions", for the initiative "e-Mutation". Its outstanding achievement has demonstrated excellence in serving the public interest and I am confident it has made a significant contribution to the improvement of public administration in your country. Indeed, it will serve as an inspiration and encouragement for others working for the public service.

The General Assembly, in its resolution 57/277, designated 23 June as United Nations Public Service Day for the purpose of celebrating the value and virtue of service to the community at the local, national and global levels. On 23 June each year, the United Nations organizes a ceremony to commemorate the United Nations Public Service Day, during which the most innovative initiatives in the public sector around the world are recognized.

However, as the world continues to be impacted by the ongoing COVID-19 pandemic, our plans to host a 2020 United Nations Public Service Awards Ceremony have been postponed until further notice. While it is regrettable that we cannot honour the 2020 United Nations Public Service Award initiatives via a ceremony at this time, we are planning numerous outreach activities to showcase the winning initiatives online, including over United Nations social media channels. We also encourage Member States to highlight the winning initiatives in their countries.

In the meantime, if you have any additional questions, please do not hesitate to contact Ms. Elizabeth Niland, Programme Management Officer, Division for Public Institutions and Digital Government, UN DESA (nilande@un.org).

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

LIU Zhenmin
Under-Secretary-General

H.E. Ms. Rabab Fatima
Permanent Representative of Bangladesh
to the United Nations
New York

United Nations Nations Unies

OFFICE OF THE UNDER-SECRETARY-GENERAL
DEPARTMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL AFFAIRS (DESA)
ROOM S-2922, UN SECRETARIAT BUILDING, NEW YORK, NEW YORK 10017
TEL.: 1 (212) 963.5958 • FAX: 1 (212) 963.1010

REFERENCE: DESA-20/01001 1 June 2020

Dear Mr. Khan,

I am pleased to congratulate your organization on winning the 2020 United Nations Public Service Awards, in the category of "Developing transparent and accountable public institutions", for the initiative "e-Mutation". Your institution's outstanding achievement has demonstrated excellence in serving the public interest and it has made a significant contribution to the improvement of public administration in your country. Indeed, it will serve as an inspiration and encouragement for others working for public service.

The General Assembly, in its resolution 57/277, designated 23 June as United Nations Public Service Day for the purpose of celebrating the value and virtue of service to the community at the local, national and global levels. On 23 June each year, the United Nations organizes a ceremony to commemorate the United Nations Public Service Day, during which the most innovative initiatives in the public sector around the world are recognized.

However, as the world continues to be impacted by the ongoing COVID-19 pandemic, our plans to host a 2020 United Nations Public Service Awards Ceremony have been postponed until further notice. While it is regrettable that we cannot honour the 2020 United Nations Public Service Award initiatives via a ceremony at this time, we are planning numerous outreach activities to showcase your work online, including over United Nations social media channels, which we will follow up about in due course.

In the meantime, if you have any additional questions, please do not hesitate to contact Ms. Elizabeth Niland, Programme Management Officer, Division for Public Institutions and Digital Government, UN DESA (nilande@un.org).

Yours sincerely,

LIU Zhenmin
Under-Secretary-General

Mr. Doulutuzzaman Khan
Deputy Secretary
Ministry of Land
Dhaka

ছবি I: জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জনের বিষয়ে জাতিসঙ্ঘের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেলের পত্র

ভূমি মন্ত্রণালয়ের ই-নামজারি (ই-মিউটেশন) কার্যক্রমটি দেশে-বিদেশে প্রশংসিত হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক মহলে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত 'Developing Transparent and Accountable Public Institutions' ('স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ') ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ 'United Nations Public Service Award 2020' ('জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০') অর্জন করেছে।

৫ জুন, ২০২০ তারিখে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ল্যু ঝেনমিন কর্তৃক জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত রাবাব ফাতিমাকে প্রদত্ত এক চিঠির বরাত দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে ভূমি মন্ত্রণালয়কে জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জনের বিষয়টি জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এরপর, ১৬ জুন, ২০২০ তারিখে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে বিজয়ী ৭টি দেশের ৭টি প্রতিষ্ঠান কিংবা উদ্যোগের নাম ঘোষণা করে। ২৩ জুন ২০২০ তারিখ বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭টায় (যুক্তরাষ্ট্র ইএসটি সময় সকাল ৯টা) জাতিসংঘ ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস দিবস' উদ্‌যাপন করে; এই অনুষ্ঠানে আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল ল্যু ঝেনমিন বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে অভিনন্দন জানান।

ছবি II: কেবিনেটে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিনন্দন প্রস্তাব

৮জুন, ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদ ভবনের কেবিনেট কক্ষে মন্ত্রিপরিষদের বৈঠকে ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে একটি অভিনন্দন প্রস্তাব গৃহীত হয়।

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ২৫ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৭ / ০৮ জুন ২০২০

'ই-মিউটেশন' উদ্যোগ বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ 'স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ' ক্যাটেগরিতে বাংলাদেশ সরকারের ভূমি মন্ত্রণালয়কে সম্প্রতি জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০'-এ ভূষিত করা হয়েছে। ১ জুন ২০২০ তারিখে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধিকে এই বিষয়ে অবহিত করেন। আন্ডার সেক্রেটারি বলেন— 'ই-নামজারি একটি অসামান্য অর্জন, উদ্যোগ হিসাবে জনস্বার্থে যা সেবার উৎকর্ষ প্রতিপাদন করে।' তিনি আরও বলেন, 'দেশের জনপ্রশাসনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে এই উদ্যোগপ্রসূত অবদান তাৎপর্যপূর্ণ এবং তা জনপ্রশাসনে কর্মরত অন্যান্য সকলকে জনসেবায় ব্রতী হতে অনুপ্রেরণা ও উৎসাহ জোগাবে।'

উল্লেখ্য স্থানীয়, জাতীয় ও বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের জন্য প্রদত্ত সেবার ক্ষেত্রে গুণগতমান, উৎকর্ষ, সৃজনশীল উদ্যোগ উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ রিজোল্যুশন ৫৭/২৭৭ গ্রহণের মাধ্যমে ২৩ জুন তারিখকে 'জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস ডে' নির্ধারণের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতি বছর যথাযোগ্য আনুষ্ঠানিকতার সাথে দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়। এই সময় বিশ্বজুড়ে সরকারি খাতে গৃহীত সর্বোত্তম উদ্ভাবনী উদ্যোগগুলোকে পুরস্কৃত করে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ এ বছর উক্ত সম্মাননা অর্জন করেছে। বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারির প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ এই বছর পাবলিক সার্ভিস পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠান স্থগিত করেছে। তবে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এবং বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে জাতিসংঘ পুরস্কারের বিষয়টি প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

মন্ত্রিসভা মনে করে যে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বশৈলী, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, প্রয়োজনানুগ ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে দেশে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে, দ্রুত গতিতে দেশ এখন এগিয়ে চলেছে এবং বৈশ্বিক পরিমন্ডলে এক অনন্য অবস্থানে সুস্থিত হতে পেরেছে। তাঁর 'ডিজিটাল বাংলাদেশ' বিনির্মাণের দূরদর্শী উদ্যোগেরই ফসল হিসাবে মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কার অর্জন সম্ভব হয়েছে। উল্লেখ্য গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক প্রয়াস এবং প্রত্যক্ষ ও কার্যকর তত্ত্বাবধানে ভূমি ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনয়ন করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটিয়ে প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামোতে সরকারি সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হচ্ছে। বর্তমানে সকল ভূমিসেবা ডিজিটাল প্রক্রিয়ায় রূপান্তরের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভূমিব্যবস্থাপনায় রেকর্ড হালনাগাদকরণের ক্ষেত্রে নামজারি একটি আবশ্যকীয় প্রক্রিয়া। ভূমি সেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি এবং সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ অর্জন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-নামজারি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

ছবি III: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সহ মন্ত্রণালয়ের সবাইকে অভিনন্দন

২৯ জুন ২০২০ তারিখে জাতীয় সংসদে প্রস্তাবিত ২০২০-২১ অর্থবছরের বাজেটের ওপর সাধারণ আলোচনায় অংশ নিয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করার জন্য ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি, ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাভুক্ত দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত গণকর্মচারী সহ ই-মিউটেশন কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জাতীয় সংসদে বলেন,

“ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি অর্জিত হয়েছে। গত ১ জুলাই ২০১৯ হতে দেশব্যাপী নামজারির প্রচলিত পদ্ধতির পরিবর্তে ই-নামজারি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ফলে জনগণ ডিজিটাল পদ্ধতিতে ঘরে বসেই নামজারি করতে পারছেন। এ কাজের স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো জাতিসংঘের সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড ন্যাশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করেছে। আমি ভূমিমন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকলকে এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা তাঁদের সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আমি আশাকরি সকল মন্ত্রণালয় এটা অনুসরণ করবে”।

ছবি IV: জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জন উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনলাইন সংবাদ সম্মেলন

১০ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি জুম ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি V: জাতিসংঘ পুরস্কার অর্জন উপলক্ষে মাননীয় ভূমিমন্ত্রীকে অভিনন্দন

৭ জুন, ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরীর সাথে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন উপলক্ষে সচিবালয়ে মন্ত্রীর দপ্তরে ভূমি সচিব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারীর নেতৃত্বে মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। এসময় ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত সকলের পক্ষ থেকে মাননীয় ভূমিমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানান ভূমি সচিব।

ছবি VI: জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারির অভিনন্দন

২৩ জুন ২০২০ তারিখে ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস দিবস ভার্চুয়াল ইভেন্টে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল লিউ জেনমিন 'ইউএন পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০' অর্জন করার জন্য বাংলাদেশ সহ বিজয়ী দেশগুলোকে অভিনন্দন জানান। এ বছর দক্ষিণ কোরিয়ার বুসানে 'ইউনাইটেড নেশনস পাবলিক সার্ভিস ফোরাম' ও 'পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড' বিতরণ অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল, যা জাতিসংঘ বিশ্বব্যাপী কোভিড-১৯ মহামারী-এর প্রাদুর্ভাবের প্রেক্ষাপটে পরবর্তী ঘোষণা না দেওয়া পর্যন্ত স্থগিত করেছে। তাই এবার ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রথম অধ্যায়

এক নজরে ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর দপ্তর ও অধিদপ্তরসমূহ

১.১ ভূমিকা

বাংলাদেশ কৃষি প্রধান দেশ। কৃষি এ দেশের জাতীয় আয়ের অন্যতম খাত এবং দেশের প্রায় ৪১ শতাংশ মানুষের জীবিকার অবলম্বন (২০১৫-১৬ অর্থবছর অনুযায়ী)। তাই এ দেশের ভূমি ও পানি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। ভূমি দেশের একটি মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য, শিল্পপণ্য, ভোগ-বিলাস, স্বাস্থ্য রক্ষার উপকরণ ইত্যাদির মূল উৎস। জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে আমাদের কৃষি জমির পরিমাণ দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে। অর্থনৈতিক অগ্রগতির কারণে নগরায়ণের প্রবণতা বাড়ছে, শিল্পায়নের পরিধি ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে, রাস্তাঘাট, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্রমাগত সম্প্রসারণের ফলে মাথাপিছু কৃষি জমির পরিমাণ ক্রমেই সংকুচিত হচ্ছে। গুরুত্বপূর্ণ এ সম্পদের কার্যকর ব্যবহার সঠিক পরিকল্পনার উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। তাই একটি যথাযথ পরিকল্পনা ও নীতির মাধ্যমে এ প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার তথা সীমিত ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার সুনিশ্চিত করা সম্ভব। ইতোমধ্যে এ বিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে ভূমি ব্যবহার নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বর্তমানে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর ভূমি মন্ত্রণালয় এর অধীনে কাজ করছে। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রেভিনিউ ডেপুটি কমিশনার, ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি), ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা (তহশিলদারগণ) ভূমি সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পাদনে নিয়োজিত রয়েছেন। সামগ্রিকভাবে ভূমি মন্ত্রণালয় এর কার্যক্রমকে চারভাগে ভাগ করা যায়। এগুলো হচ্ছে:

১। নীতি নির্ধারণী কার্যক্রম;

২। সংস্কারমূলক কার্যক্রম;

৩। উন্নয়নমূলক কার্যক্রম; এবং

৪। মাঠ পর্যায়ে মনিটরিং কার্যক্রম।

এছাড়াও ভূমি উন্নয়ন কর ও রাজস্ব আদায়, খাস জমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ এবং ভূমি সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ ইত্যাদি বিষয় মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত কার্যক্রম হিসেবে গণ্য। ভূমি আইন ও বিধি প্রণয়ন, ভূমিহীন ছিন্নমূল জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন, ভূমি জোনিং কার্যক্রম, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ ও মেরামত, ভূমি রেকর্ড আধুনিকীকরণ, জনসাধারণকে স্বল্পতম সময়ে ভূমি সংক্রান্ত তথ্যাদি সরবরাহ কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক সম্পাদিত হয়। ২০২০ সালে ই-মিউটেশন কার্যক্রমের সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে বাংলাদেশ প্রথমবারের মত

'Developing Transparent and Accountable Public Institutions' ('স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সরকারি প্রতিষ্ঠানের বিকাশ') ক্যাটাগরিতে জাতিসংঘের মর্যাদাপূর্ণ United Nations Public Service Award 2020' ('জাতিসংঘ পাবলিক সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড-২০২০) অর্জন করেছে।

১.২ মন্ত্রণালয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি:

১৯৫০ সনে রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ এবং প্রজাস্বত্ব আইন পাশের মাধ্যমে জমিদারী প্রথার বিলুপ্তির পর ভূমি রাজস্ব আদায় ও ভূমির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য সরকার রাজস্ব বিভাগ (Revenue Department) সৃষ্টি করে। তৎকালীন রাজস্ব বিভাগকে সহায়তা করার জন্য প্রাদেশিক সরকারের অধীনে বোর্ড অব রেভিনিউ নামে একটি উচ্চ পর্যায়ের বোর্ড গঠন করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভূমি সংক্রান্ত সকল কার্যাদি সম্পাদনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়। বিভাগীয় পর্যায়ে কমিশনার, জেলা পর্যায়ে কালেক্টর (জেলা প্রশাসক), মহকুমা পর্যায়ে মহকুমা প্রশাসক, থানা পর্যায়ে সার্কেল অফিসার (রাজস্ব) ও ইউনিয়ন পর্যায়ে তহসিলদারগণ ভূমি সংক্রান্ত কাজ করতেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সনে এ মন্ত্রণালয়ের নামকরণ করা হয় "ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার" মন্ত্রণালয়।

১৯৭৫ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুনঃনামকরণ করে রাখা হয় আইন ও সংস্কার মন্ত্রণালয় যার দুইটি বিভাগ ছিল যথা:

(ক) আইন এবং সংসদ বিষয়ক বিভাগ।
(খ) ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার বিভাগ।

১৯৭৬ সনে এই মন্ত্রণালয়ের পুন নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। ১৯৭৮ সনে পুনরায় পরিবর্তন করে নামকরণ করা হয় ভূমি প্রশাসন এবং ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়। ১৯৮২ সনে এই মন্ত্রণালয়ের নাম নতুনভাবে রাখা হয় ভূমি সংস্কার, আইন ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়। ১৯৮৪ সালে পুনরায় এই মন্ত্রণালয়কে নামকরণ করা হয় "ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়"। পরবর্তীতে ১লা মার্চ ১৯৮৭ সালে নামকরণ করা হয় "ভূমি মন্ত্রণালয়" যা এখনো বলবৎ আছে।

১.৩ মন্ত্রণালয়ের মিশন-ভিশন

১.৩.১ রূপকল্প (Vision)

দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা।

১.৩.২ অভিলক্ষ্য (Mission)

(১) স্বচ্ছ, দক্ষ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার এবং ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধব সেবা নিশ্চিতকরণ।
(২) বিজ্ঞানভিত্তিক ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়ন।
কৃষি জমি সুরক্ষা,পরিবেশ উন্নয়ন, খাদ্য নিরাপত্তা সুরক্ষা ও দারিদ্র বিমোচনের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।
(৩) অকৃষি জমির সুপরিকল্পিত ব্যবহারের মাধ্যমে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ জনগোষ্ঠীর বাসোপযোগী পরিবেশ সৃষ্টি ও জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি হ্রাস এবং ভূমি বিষয়ক সমস্যার সমাধান।

১.৪ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives)

১.৪.১ মন্ত্রণালয়/বিভাগের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. সুষ্ঠু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা;
২. দক্ষ ও কার্যকর ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাপনা;
৩. ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পুনর্বাসন;
৪. ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ।

১.৪.২ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

১. কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন;
২. আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন;
৩. জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ;
৪. বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ।

১.৪.৩ কার্যাবলি

১. ভূমিস্বত্ব ও মালিকানা সংরক্ষণ;
২. ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়;
৩. খাস, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা;
৪. ভূমি জরিপ, ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত করণ;
৫. সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা;
৬. অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সমস্যা নিষ্পত্তি, সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ;
৭. ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল;
৮. আইনসমূহ যুগোপযোগীকরণ;
৯. ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ।

ছবি ১.১: ভূমি সেবা হটলাইন ১৬১২২ উদ্বোধন

১০ অক্টোবর, ২০১৯ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী রাজধানীর ঢাকার সিরডাপ আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ভূমি সেবা হটলাইন ১৬১২২ উদ্বোধন করেন।

ছবি ১.২: 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম' নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক লক্ষ্মীপুর জেলার রামগতি উপজেলার পোড়াগাছা গুচ্ছগ্রাম এলাকার নির্ধারিত স্থানে 'বঙ্গবন্ধু স্মৃতিস্তম্ভ ও আপগ্রেডেড গুচ্ছগ্রাম নির্মাণের লক্ষ্যে গঠিত কমিটি' কর্তৃক উপস্থাপিত সুপারিশমালা, প্রকল্পের মাস্টার প্ল্যান, ত্রিমাত্রিক নকশা এবং স্বতন্ত্র বাড়ির নকশা বাস্তবায়নের বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন। বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের সাবেক মন্ত্রী এ. কে. এম. শাহজাহান কামাল, এমপি (লক্ষ্মীপুর-৩) ও সাবেক পাট ও বস্ত্র প্রতিমন্ত্রী মেজর (অব.) আবদুল মান্নান, এমপি (লক্ষ্মীপুর-৪) উক্ত সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ১.৩: নামজারির সক্ষমতা মূল্যায়নে গবেষণালব্ধ ফলাফল শীর্ষক সংবাদ সম্মেলন

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি ও মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক, এমপি বাংলাদেশ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত 'ই-নামজারির সক্ষমতা মূল্যায়নে গবেষণালব্ধ ফলাফল' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ভূমি মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
অর্গানোগ্রাম

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীঃ

(১) সরকারের পক্ষে ভূমির অধিকার ও স্বত্ব সংরক্ষণ।
(২) ভূমি রাজস্ব নির্ধারণ ও আদায়।
(৩) খাস জমি, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা।
(৪) ভূমি জরিপ এবং ভূমির নক্সা ও রেকর্ড প্রণয়ন, প্রকাশ এবং সংরক্ষণ।
(৫) অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক সীমানা চিহ্নিতকরণ এবং সীমানা পিলার মেরামত ও সংরক্ষণ।
(৬) সায়রাত মহাল (জলমহাল, বালুমহাল, পাথরমহাল, চিংড়ীমহাল ইত্যাদি) ব্যবস্থাপনা।
(৭) ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল সংক্রান্ত কার্যক্রম।
(৮) ভূমি প্রশাসন পরিচালনা ও তত্ত্বাবধায়ন।
(৯) কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ।

জনবল সংখ্যা				
পদের নাম	বিদ্যমান	প্রস্তাবিত	মোট	অতিরিক্ত জনবল
মন্ত্রী	০১	-	০১	-
মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
মন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
জনসংযোগ কর্মকর্তা	০১	-	০১	-
মোট	০৪	-	০৪	-
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী	-	০১	০১	০১
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব	-	০১	০১	০১
প্রতিমন্ত্রী/উপমন্ত্রী মহোদয়ের সহকারী একান্ত সচিব	-	০১	০১	০১
মোট	-	০৩	০৩	০৩
		১ম শ্রেণী		
সচিব	০১	-	০১	-
সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব	০১	-	০১	-
অতিরিক্ত সচিব	০১	-	০১	-
যুগ্ম-সচিব	০৩	-	০৩	-
উপ-সচিব	০৮	-	০৮	-
উপ-প্রধান	০১	-	০১	-
সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব	১৭	-	১৭	-
সিনিয়র সহকারী প্রধান/সহকারী প্রধান	০৪	-	০৪	-
প্রোগ্রামার	০১	-	০১	-
লাইব্রেরীয়ান	০১	-	০১	-
হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা	০১	-	০১	-
মোট	৩৯	-	৩৯	-
		২য় শ্রেণী		
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	১৬	২	১৬	০২
ব্যক্তিগত কর্মকর্তা	১৬	০২	১৬	-
অফিস সহকারী কাম-মুদ্রাক্ষরিক	০৭	৩য় শ্রেণী	০৭	-
সাট মুদ্রাক্ষরিক	১৭	-	১৭	-
হিসাব রক্ষক	০১	-	০১	-
সহকারী হিসাবরক্ষক	০১	-	০১	-
ক্যাশিয়ার	০১	-	০১	-
কম্পিউটার অপারেটর	০২	-	০২	-
ক্যাশ সরকার	০১	-	০১	-
গাড়ী চালক	০৩	-	০৩	-
ফটোকপি মেশিন অপারেটর	০১	-	০১	-
বার্তা বাহক	-	-	-	-
মোট	৬৬	০২	৩৯	০২
		৪র্থ শ্রেণী		
এম,এল,এস,এস	৪১	০২	৪৩	০২
মোট	৪১	০২	৪৩	০২

সরঞ্জামাদি			
বিবরণ	বিদ্যমান	মোট	মন্তব্য
জীপ	০২	-	০২
মাইক্রোবাস	০৩	-	০৩
কম্পিউটার	৫১	০৩	৫৪
ফটোকপিয়ার	১০	০১	১১
ফ্যাক্স	০৪	০১	০৫
রেফ্রিজারেটর	০২	০১	০৩

১.৬ ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন শাখার দায়িত্ব/ কার্যাবলী:

১.৬.১ খাসজমি

(ক) খাসজমি-১

- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত নীতি/আইন সংক্রান্ত কাজ;
- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত (ঢাকা, খুলনা, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- পি ও ৯৮ এবং পি ও ১৩৫/৭৩ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- পাহাড়ি খাস জমি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- আন্তঃমন্ত্রণালয় খাস জমি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- বনায়নের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত (ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- চা বাগানের জমি বন্দোবস্ত ও চা বাগান সংক্রান্ত নীতিমালা;
- অকৃষি খাসজমি ও চা বাগান বিষয়ক আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।

(খ) খাসজমি-২

- অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত (রাজশাহী, চট্টগ্রাম, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ);
- কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত জাতীয় নির্বাহী কমিটি গঠন ও সভা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূসম্পত্তি জবর দখল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
- বনায়নের জন্য খাস জমি বন্দোবস্ত (রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও রংপুর বিভাগ);
- কৃষি খাসজমি বিষয়ক আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন;

১.৬.২ প্রশাসন-

(ক) প্রশাসন-১

- মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব এবং পদায়নকৃত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের চাকরি, ছুটি, বেতন ভাতাদি, এসিআর সংরক্ষণ;
- সংস্থাপন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- সেবামূলক কার্যাবলী;
- চিঠিপত্র ব্যবস্থাপনা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, অফিস ষ্টেশনারী, প্রটোকল এবং ক্রয় সংক্রান্ত কাজ;
- মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় সভা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় থেকে কর্মকর্তাদের পদায়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- মন্ত্রণালয়ের স্টোর ও রেকর্ড-রুম ব্যবস্থাপনা।

(খ) প্রশাসন-২ (মাঠ প্রশাসন)

- মাঠ পর্যায়ে সকল দপ্তরের সংস্থাপন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মাঠ পর্যায়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট সাইডের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলী সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- মাঠ প্রশাসনে সকল দপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামো / নিয়োগবিধি সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- ভূমি সংস্কার বোর্ডের প্রশাসনিক বিষয়াদি;

- কোর্ট অব ওয়ার্ডস, দেবোত্তর সম্পত্তি, ওয়াকফ ও ট্রাস্টি সম্পত্তির ব্যবস্থাপনা;
- মাঠ পর্যায়ের পরিদর্শন প্রতিবেদনের উপর ব্যবস্থা গ্রহণ;
- ভূমি সংস্কার কর্মসূচি সংক্রান্ত কার্যাবলী।

(গ) প্রশাসন-৩ (প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও ভূমি সংস্কার বোর্ড):

- স্থানীয় ও বৈদেশিক প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত;
- মন্ত্রণালয় ও মাঠ প্রশাসনের ১ম শ্রেণী (নন ক্যাডার), ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম;
- হিসাব নিয়ন্ত্রক ও মাঠ প্রশাসনের ১ম শ্রেণী (নন ক্যাডার) ও ২য় কর্মকর্তা/কর্মচারীদের শৃঙ্খলাজনিত কার্যক্রম
- ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।

(ঘ) লাইব্রেরী:

- লাইব্রেরী সংক্রান্ত কার্যক্রম।

১.৬.৩ সায়রাত-

(ক) সায়রাত-১

- জলমহাল নীতি ও এর আওতাধীন সকল কার্যাবলী;
- জলমহাল হস্তান্তর সংক্রান্ত বিষয়ে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় বৈঠক;

(খ) সায়রাত-২

- লবণমহাল/পাথরমহাল ও বোটমহাল সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়াদি;
- লবণ চাষের জমি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- হাটবাজার ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- চিংড়ী মহাল ও অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- বালুমহল সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- সায়রাত সংক্রান্ত আইন বিধি ও নীতিমালা সংশোধন।

১.৬.৪ আইন-

(ক) আইন-১

- মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়;
- সরকারি কৌঁসুলি/আইন অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ);
- সলিসিটর উইং ও এটর্নি জেনারেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ;
- নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত কাজ (ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও ময়মনসিংহ বিভাগ)।

(খ) আইন-২

- মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);
- প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনাল সংক্রান্ত বিষয়;
- সরকারি কৌঁসুলি/আইন অফিসার নিয়োগ সংক্রান্ত (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);

- সলিসিটর উইং ও এটর্নি জেনারেল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ;
- নামজারি ও জমাভাগ সংক্রান্ত কাজ (রাজশাহী, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম বিভাগ);
- আইন/বিধি/নীতিমালা/ম্যানুয়াল প্রণয়ন ও সংশোধন।

(গ) আইন-৩

- ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- সার্টিফিকেট মামলা সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি ব্যবহার নীতি / আইন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- মাঠ পর্যায়ে অফিসের জন্য ফরম সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি আপীল বোর্ডের প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক আইন/বিধি/নীতির প্রণয়নের বিষয়ে মতামত।

(ঘ) আইন-৪

- অর্পিত সম্পত্তি/পরিত্যক্ত সম্পত্তি/ বিনিময় সম্পত্তি সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- অর্পিত সম্পত্তির বাজেট থেকে অর্থ ছাড়করণ ও অর্থব্যয়;
- অর্পিত সম্পত্তি সেল এবং যাবতীয় কার্যাবলী;
- ভি, পি কৌসুলী নিয়োগ সংক্রান্ত কার্যক্রম;
- মামলা সংক্রান্ত ডাটাবেজ প্রণয়ন।

১.৬.৫ বাজেট ও নিরীক্ষা

(ক) বাজেট ও অডিট শাখা

- ভূমি মন্ত্রণালয় ও সংযুক্ত সকল দপ্তর/অধিদপ্তরের বাজেট সংক্রান্ত বিষয়াদি;
- ভূমি মন্ত্রণালয় এবং মন্ত্রণালয়াধীন দপ্তর সমূহের উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন বাজেট প্রণয়ন সংক্রান্ত;
- গৃহ নির্মাণ/ মটর সাইকেল / মটর কার / কম্পিউটার অগ্রিম সম্পর্কিত যাবতীয় বিষয়;
- মন্ত্রণালয়ের ও মাঠ পর্যায়ের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি সংক্রান্ত;
- ইউনিয়ন ভূমি অফিস মেরামত সংক্রান্ত বাজেট বরাদ্দ-করণ;
- হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের প্রশাসনিক বিষয়াদি।

(খ) কাউন্সিল ও সমন্বয় শাখা

- জাতীয় সংসদ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যাবলী;
- জাতীয় সংসদের কাউন্সিল অফিসারের যাবতীয় দায়িত্ব;
- পাবলিক একাউন্টস কমিটির যাবতীয় দায়িত্ব;
- সংসদীয় স্থায়ী কমিটি সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়;
- মন্ত্রিসভা বৈঠক, জেলা প্রশাসক সম্মেলন, বিভাগীয় কমিশনারদের সমন্বয় সভা;

(গ) হিসাব শাখা

- মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের সকল প্রকার বিল প্রস্তুতকরণ;
- ৩য় এবং ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের ডিডিও, আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা, সার্ভিস বুক হালনাগাদ করণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী;
- সিজিএ অফিসের সাথে হিসাব মিল করণ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

১.৬.৬ জরিপ

(ক) জরিপ - ১

- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রশাসনিক কার্যাবলী;
- সহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার/উপসহকারী সেটেলমেন্ট অফিসার কর্মকর্তাসহ অন্যান্য প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিষয়াদি;
- জরিপ বিভাগের কর্মচারীদের শৃঙ্খলা সংক্রান্ত কাজ;
- সেটেলমেন্ট নীতিমালা নির্ধারণ বিষয়ক কার্যাবলী;
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের বাজেট ও অর্থ বরাদ্দ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী।

(খ) জরিপ - ২

- জরিপ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী (জরিপ কর্মসূচি অনুমোদন, পূর্বের জরিপের সাথে বর্তমান জরিপের তুলনা, জরিপ কার্যক্রমে অর্থ বরাদ্দ চলমান জরিপের মনিটরিং ইত্যাদি;
- আন্তঃজেলা সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- আন্তর্জাতিক সীমানা নির্ধারণ সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- পার্বত্য চট্টগ্রামের ভূমি কমিশন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সেটেলমেন্ট নীতিমালা বাস্তবায়ন সংক্রান্ত কার্যাবলী;
- সেটেলমেন্ট প্রেসের মূদ্রণ সংক্রান্ত সকল কার্যাবলী।

১.৬.৭ অধিগ্রহণ-

(ক) অধিগ্রহণ-১

- ভূমি হুকুম দখল/বাড়ি রিকুইজিশন (ঢাকা, রাজশাহী, ময়মনসিংহ এবং রংপুর বিভাগ);
- এল এ কন্টিজেন্সী থেকে যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়;
- কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- অধিগ্রহণ/হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।

(খ) অধিগ্রহণ-২

- ভূমি হুকুম দখল/ বাড়ি রিকুইজিশন (চট্টগ্রাম, বরিশাল, খুলনা ও সিলেট বিভাগ);
- এল এ কন্টিজেন্সী থেকে যাবতীয় ব্যয় সংক্রান্ত বিষয়;
- কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটি সম্পর্কিত বিষয়াদি;
- অধিগ্রহণ/হুকুমদখল সম্পর্কিত আইন/বিধি/নীতিমালা প্রণয়ন ও সংশোধন।
-

১.৬.৮ উন্নয়ন

পরিকল্পনা - ১ ও ২

- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি-জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ-প্রকল্প (১ম পর্যায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian Project);
- গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প;
- চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রকল্প (সিডিএসপি)-৪;
- ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প;

- ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প;
- উপজেলা পর্যায়ে পুকুর সংস্কার ও সৌন্দর্য বর্ধন প্রকল্প;
- ২০টি জোনাল/রিভিশনাল সেটেলমেন্ট অফিসের ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প;
- বাজেট প্রণয়ন ও আইবাস ডাটা এন্ট্রি;
- এডিপি, আরএডিপি প্রণয়ন এবং বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি পর্যালোচনা (এডিপি) সভা;
- সংসদরে প্রশ্নোত্তর;
- জেলা প্রশাসকদের সম্মেলনের তথ্য প্রদান;
- এসডিজি (Sustainable Developments Goals);
- বার্ষিক প্রতিবেদন;
- ভূমিহীন ও গৃহহীন লোকদের তথ্যাদি ও বিবিধ বিষয়াদি;
- বর্তমান সরকাররে উল্লেখযোগ্য অর্জন;
- অর্থনৈতিক সমীক্ষার তথ্যাদি প্রেরণ;
- মহামান্য রাষ্ট্রপতি ভাষণ;
- জাইকা-এর অধীন যাবতীয় প্রকল্পের কাজ;
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয় হতে চাহিত বিষয়াদির উপর মতামত প্রেরণ;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ এবং প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

পরিকল্পনা - ৩ ও ৪

- সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প;
- উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব);
- Establishing Integrated Digital Network in the Case Application Management System(CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh;
- ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প;
- মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প;
- ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প;
- বাংলাদেশ সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ একাডেমী স্থাপন প্রকল্প;
- বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প;
- ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প;
- ব্লু ইকোনমি সংক্রান্ত তথ্যাদি প্রদান;
- মাস্টার প্ল্যান;
- ডেল্টা প্ল্যান ২১০০ (খসড়া);
- ইস্তাম্বুল প্রোগ্রাম অব একশন;
- Ease of Doing Business;

- ডিজিটাল মেলা;
- উন্নয়ন মেলা;
- ই-মিউটেশন সফটওয়্যার;
- পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা;
- সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের ১ম শ্রেণির কর্মকর্তা পদে নিয়োগ, কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের পদ সংরক্ষণ এবং প্রকল্পের জনবল রাজস্ব খাতে স্থানান্তর সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম।

১.৬.৯ অন্যান্য

এপিএ

- উন্নয়ন শাখার আওতায় বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক কার্যক্রম।

তথ্য প্রযুক্তি

- উন্নয়ন শাখার আওতায় মন্ত্রণালয়ের আইটি সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম।

জনসংযোগ

- মাননীয় মন্ত্রীর দপ্তরের আওতায় মাননীয় মন্ত্রী ও মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ ও প্রচার-প্রচারনা সংক্রান্ত সকল কার্যক্রম।

ছবি ১.৪: 'ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা বিষয়ক' কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী বাংলাদেশ সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে দুইদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত 'ভূমি মন্ত্রণালয়ের সার্বিক কার্যক্রম পর্যালোচনা বিষয়ক' কর্মশালার দ্বিতীয় দিন বক্তব্য রাখছেন।

১.৭ বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা

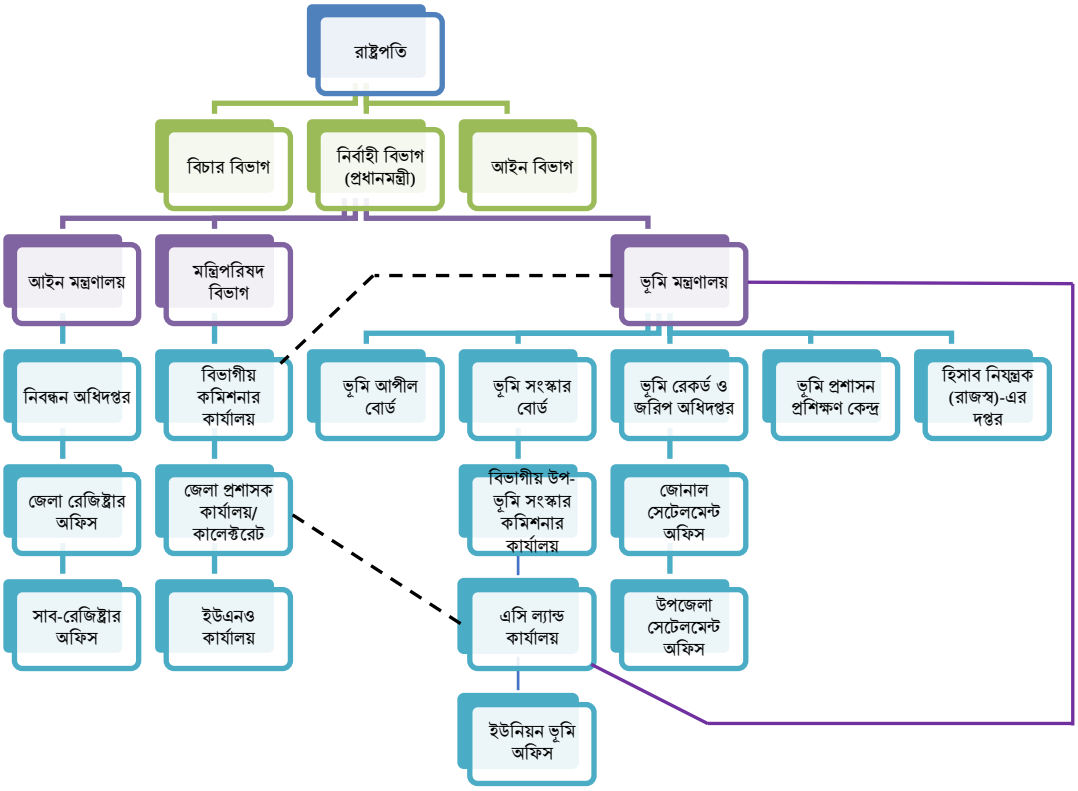

চার্ট ১.২: বাংলাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনার দপ্তর-ভিত্তিক রূপরেখা

- নিবন্ধন অধিদপ্তর সম্পূর্ণভাবে আইন ও বিচার বিভাগ, 'আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়'-এর আওতায় কাজ করে।
- বিভাগীয় কমিশনার, অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব) ও সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক (কালেক্টর হিসেবে)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে ভূমি ব্যবস্থাপনা তদারকি করেন। প্রশাসনিক ভাবে বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসক মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আওতাভুক্ত এবং ভূমি বিষয়ক ব্যাপারে তাঁরা ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাছে দায়বদ্ধ।
- জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণাধীন ভূমি বিষয়ক বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তাগণ হলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর (আরডিসি), ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা (এলএও), জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার (জিসিও) এবং রেকর্ড রুম কর্মকর্তা।
- উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) সরাসরি ভূমি বিষয়ক কাজে সম্পৃক্ত নন। তবে সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর কর্মকান্ড তিনি তদারকি করেন এবং সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অনুপস্থিতিতে তিনি সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করেন।
- ল্যান্ড কমিশন - ৩টি পার্বত্য জেলায় শান্তিপূর্ণভাবে ও সহ অবস্থানের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতির সঙ্গে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যা পার্বত্য শান্তি চুক্তি নামে পরিচিত। এ চুক্তির ৪ ধারা অনুযায়ী ল্যান্ড কমিশন গঠন করা হয়। ল্যান্ড কমিশনের উদ্দেশ্য হচ্ছে জমাজমি বিষয়ক বিরোধ নিস্পত্তি। মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একজন অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতির নেতৃত্বে ৫ জন সদস্য নিয়ে এই কমিশন গঠিত হয়। এতে আঞ্চলিক পরিষদের প্রতিনিধি, সার্কেল চিফ, একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান কমিশনের অন্তর্ভুক্ত। এই

কমিশনকে যাবতীয় সহায়তা দেয়া ভূমি মন্ত্রণালয় দায়িত্ব। ২০০১ সালে ল্যান্ড কমিশন আইন প্রণীত হয়েছে এবং কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

- সরকারি সার্ভে ইন্সটিটিউটগুলো কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক পরিচালিত হয় (চার্টে দেখানো হয়নি)।
- 'বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তর', প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল, জিওডেটিক্যাল কন্ট্রোল সার্ভে ও টপোগ্রাফিক্যাল সার্ভে করে থাকে এবং ম্যাপ প্রস্তুত করে থাকে (চার্টে দেখানো হয়নি)। উল্লেখ্য, ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর মূলত ক্যাডাস্ট্রাল সার্ভে করে।

ছবি ১.৫: জাতির পিতার জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা

২৩ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ মন্ত্রণালয়ের গৃহীত কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য সভার সভাপতিত্ব করেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

২০১৯-২০ অর্থ-বছরে সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ/উল্লেখযোগ্য কার্যাবলি

২.১ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জন

(১) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের মেয়াদকালে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত নীতি, কৌশল ও সময় উপযোগী পদক্ষেপের কারণে দেশের অবকাঠামোগত পরিবর্তন, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচনসহ জনমানুষের জীবনমান ও সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছে। বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার তথা রূপকল্প ২০২১ এবং রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে এবং ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্বচ্ছ, দক্ষ, জবাবদিহিমূলক, গতিশীল ও জনবান্ধব ভূমি-সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে ইতোমধ্যে বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত উদ্যোগের মধ্যে এটুআই-এর সহায়তায় ই-মিউটেশন, অনলাইনে আর, এস খতিয়ান, মুসলিম আইন অনুযায়ী উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর, মৌজা ম্যাপ অনলাইনে প্রকাশ অন্যতম। 'হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা' স্লোগান সামনে রেখে ভূমিসেবার সকল ক্ষেত্রে ডিজিটাল প্রযুক্তির অধিক ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। যার ফলে ই-মিউটেশন বাস্তবায়নের স্বীকৃতিস্বরূপ 'Developing transparent and accountable public institutions' ক্যাটাগরিতে বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘ কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়কে 'United Nations Public Service Award-2020'-এ ভূষিত করা হয়েছে। এই বিশাল সাফল্যে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি আরও উজ্জ্বল এবং সুসংহত হয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে দূরদর্শী উদ্যোগ এবং মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয়-এর পরিকল্পনা ও নির্দেশনার ফসল হিসাবে অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ এ পুরস্কার অর্জন সম্ভব হয়।

(২) দেশি-বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিনিয়োগকারীদেরকে ০৭ কর্মদিবসে নামজারির জন্য পরিপত্র জারি করা হয়েছে। প্রবাসী বাংলাদেশিদের মহানগর ও অন্যান্য এলাকায় যথাক্রমে ৯ এবং ১২ কর্মদিবসে নামজারি নিষ্পত্তি করার জন্য প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সাধারণ নামজারির সময়সীমা কমিয়ে আনা হয়েছে। এসকল পরিবর্তনের ফলে ভূমি সেবার মানবৃদ্ধি হয়েছে এবং দেশে সৃষ্টি হয়েছে বিনিয়োগ ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ।

(৩) ভূমি ব্যবস্থাপনায় রেকর্ড হালনাগাদকরণে নামজারি সেবা একটি গুরুত্বপূর্ণ জনবান্ধব সেবা। ভূমিসেবায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ভিশন-২০২১ অর্জন তথা ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে ই-মিউটেশনের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এটুআই-এর সহায়তায় ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাসে ৭টি উপজেলায় পাইলটিং হিসাবে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ই-মিউটেশন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ কার্যক্রম শুরু হয়। ই-নামজারির কার্যক্রম দেশে বিদেশে প্রশংসিত হওয়ায় ২০২০ সালে জাতিসংঘের সর্বোচ্চ পদক United Nations Public Service Award (UNPSA), 2020 পুরস্কার অর্জন করেছে।

(৪) ই-নামজারি পদ্ধতির সুবিধা এবং অর্জনসমূহ:

- ই-নামজারি সিস্টেম থেকে নামজারি বা রেকর্ড হালনাগাদকরণ বিষয়ক কার্যক্রম মনিটরিং করা সম্ভব;
- নির্ধারিত সময়ে নির্ধারিত পদ্ধতির সেবা প্রদান করা হচ্ছে কিনা তা জানা যায়;
- পেন্ডিং কার্যক্রম বিষয়ে কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটর করার সুবিধা;
- ভুয়া নামজারি কাগজ তৈরি করা অসম্ভব, ই-নামজারি সিস্টেমে নামজারি কার্যক্রম যাচাই করা যায়;
- সারাদেশে ১ জুলাই ২০১৯ থেকে শতভাগ ই-নামজারি বাস্তবায়ন শুরু হয় (তিনটি পার্বত্য জেলা বাদে);

(৫) ই-নামজারি সিস্টেমের সৃজনশীলতা:

- www.land.gov.bd-এর মাধ্যমে নাগরিক ঘরে বসেই অথবা নিকটস্থ ডিজিটাল সেন্টারের মাধ্যমে নামজারির আবেদন করতে পারেন;
- ভূমি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে মনিটরিং করা যায়;
- ভূমি অফিস কর্তৃক সহজে, দ্রুততম সময়ে ও নির্ভুলভাবে অনলাইনে নামজারি নিষ্পত্তি করা যায়;
- উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটরের সঙ্গে সমন্বিত থাকায় নির্ভুলভাবে সম্পত্তির হিসাব বণ্টন করা যায়।

(৬) টেকসইকরণে গৃহীত উদ্যোগ:

- ইউনিয়ন পর্যায়ে ইনফো সরকারের ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের ন্যাশনাল ডাটা সেন্টারে Cloud service হোস্টিং করা হয়েছে;
- মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা জারি এবং বাস্তবায়ন;
- ১ জুলাই ২০১৯ থেকে শতভাগ ই-মিউটেশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক পত্র জারি;
- ৮৭০ জনকে হাতে কলমে প্রশিক্ষক-প্রশিক্ষণ প্রদান ৮,৫০০+ জনকে ব্যবহারকারী-প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

(৭) নাগরিক সেবায় প্রভাব:

- সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা, ভোগান্তি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস;
- নথি হারিয়ে যাওয়া ও নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা;
- নাগরিকের সময়, খরচ ও যাতায়াত হ্রাস;
- প্রস্তাব ও খতিয়ানের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি;
- একই জমি একাধিক ব্যক্তির নামে রেজিস্ট্রেশন রোধ;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত;
- সরকারি ও ভিপি সম্পত্তি সুরক্ষা;

(৮) ই-নামজারি নিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- NID সিস্টেমের সঙ্গে নামজারি আবেদন ইন্টিগ্রেশন কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন;
- অনলাইনে নামজারি ফি প্রদানের কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে;
- অনলাইন রেকর্ডের সঙ্গে ই-নামজারির আন্তঃসংযোগ স্থাপন;
- অনলাইনে ই-নামজারি সিস্টেমে সৃজিত খতিয়ান অনলাইনে প্রাপ্তির সুযোগ তৈরি;
- ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ই-নামজারি সিস্টেমের আন্তঃসংযোগ স্থাপন;

- বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের One Stop Service (OSS)-এর সঙ্গে আন্তঃসংযোগস্থাপন করা হয়েছে;
- পারস্পরিক যাচাই-বাছাইয়ের সুবিধার্থে ভূমি নিবন্ধনের কার্যক্রমের সঙ্গে ই-নামজারির প্রবেশগম্যতা নিশ্চিতকরণ।

(৯) ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ড (www.eporcha.gov.bd): 'হাতের নাগালে ভূমি-সেবা' এই স্লোগানে ভূমি মালিকানা সম্পর্কিত তথ্য প্রকাশ এবং হালনাগাদকরণে গৃহীত উদ্যোগ। ভূমি রেকর্ড নাগরিকের জন্য সোনার হরিণ ছিল। ডিজিটাল বাংলাদেশের বর্তামান প্রেক্ষাপটে সেই ভূমি রেকর্ড এখন নাগরিকের হাতের নাগালে পৌছিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(১০) ভূমি রেকর্ডের নাগরিকের সেবা সহজীকরণের পদক্ষেপ হিসাবে ভূমি রেকর্ড নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত করা হয়েছে। ফলে ভূমিসেবা প্রদানের সময়, খরচ, যাতায়াত কমানো ও হয়রানি বন্ধ করা হয়েছে।

(১১) ডিজিটাল ভূমি রেকর্ডের ফলে নাগরিকদের নিম্নরূপ সুবিধাসমূহ সৃষ্টি হয়েছে:

- www.eporcha.gov.bd অথবা land.gov.bd অথবা rsk.land.gov.bd অথবা মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে ঘরে বসে অথবা নিকটস্থ ডিজিটাল সেন্টারে অথবা পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে খতিয়ানের কপি প্রাপ্তি;
- অফিসে উপস্থিত না হয়েই অনলাইনে সার্টিফাইড কপির জন্য আবেদনের সুযোগ;
- প্রয়োজনে অনলাইনে তাৎক্ষণিক খতিয়ানের কপি প্রাপ্তির সুযোগ;
- একই স্থানে থেকে খাতিয়ান ও মৌজা ম্যাপের জন্য আবেদনের সুযোগ;
- অনলাইনে পেমেন্ট (ইউক্যাশ/বিকাশ/রকেট/সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ে/মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস/ই-চালানের সঙ্গে সমন্বিত)করার সুযোগ;
- ভূমি মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য কর্তৃপক্ষের ড্যাশবোর্ডের মাধ্যমে মনিটরিং করার সুবিধা;
- RS-K সিস্টেম (বর্তমানে এক কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ আর.এস. খতিয়ান/পর্চা)- এর মাধ্যমে রেকর্ড যাচাই করার সুযোগ;
- মোবাইল অ্যাপ-এর মাধ্যমে খতিয়ান/পর্চার তথ্য দেখা ও অনলাইনে আবেদন করার সুযোগ।

(১২) দেশে সকল খতিয়ানের তথ্য একটি প্লাটফর্মে আনার মহাপরিকল্পনার অংশ হিসাবে প্রাথমিক পর্যায়ে সকল আর এস খতিয়ানসমুহ একটি সিস্টেমের মাধ্যমে জনগণের নিকট অবমুক্ত করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যে কোন নাগরিক মোবাইল অ্যাপ ব্যবহার করে অথবা অনলাইনের মাধ্যমে তারা কাঙ্ক্ষিত খতিয়ান এবং খতিয়ানের জন্য আবেদন করতে পারে। এই প্লাটফরমে প্রায় ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ খতিয়ান অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে যার মধ্যে-সিএস খতিয়ান ৯০,২১,৪০৬টি; এসএ খতিয়ান ১,২০,৮২,৭৮১টি; আরএস খতিয়ান প্রায় ২ কোটি ৬ লক্ষটি; এবং দিয়ারা খতিয়ান ১৩,২৫,৫৩৬টি।

(১৩) অনলাইনে খতিয়ান কপি/সার্টিফাইড কপি প্রদানের ফলে নাগরিক সেবায় নিম্নবর্ণিত প্রভাব পড়েছে:

- সামাজিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত, দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা, ভোগান্তি ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাচ্ছে;
- রেকর্ড বা নথি হারিয়ে যাওয়া ও নষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা;
- নাগরিক সময়, খরচ ও যাতায়াত হ্রাস;
- নামজারি প্রস্তাব ও খতিয়ান টেম্পারিং রোধ হচ্ছে;
- স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে;
- সরকারি সম্পত্তি সুরক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে;

- সাধারণ নাগরিক প্রতারকের হাত থেকে রক্ষা পাবে। ফলে নাগরিক ভোগান্তি কমে যাচ্ছে;
- মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য হ্রাস পাচ্ছে; এবং
- নাগরিকগণ ইউনিয়ন ডিজিটাল সেন্টার (ইউডিসি) থেকে জেলা রেকর্ডরুমে পর্চার জন্য আবেদন করতে পারছেন। ফলে এখন মাত্র ৫/৭ দিনের মধ্যে ইউডিসির মাধ্যমে নাগরিকগণ খতিয়ানের সত্যায়িত নকল পাচ্ছেন।

(১৪) মৌজা ম্যাপ: মৌজা ম্যাপ নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত একটা যুগান্তকারী পদক্ষেপ। মৌজা ম্যাপ নাগরিকের জন্য প্রাপ্তি সহজ ছিল না। অনেক সময় এই মৌজা ম্যাপ প্রাপ্তির জন্য নাগরিককে ভোগান্তির স্বীকার থেকে হয়েছে। নাগরিক ভোগান্তির শূন্যে নামিয়ে আনার মানসে মৌজা ম্যাপ প্রাপ্তি সহজ করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়। তারই ফল হিসাবে ঢাকা জেলার সিটি জরিপের সকল মৌজা ম্যাপ নাগরিকের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। অন্যান্য জেলার আরএস জরিপের মৌজা ম্যাপের কপি পর্যায়ক্রমে অনলাইনে প্রকাশ করার কার্যক্রম হাতে নেওয়া হয়েছে। ইতোমধ্যে ১১টি জেলার ২০,৪৯৪টি মৌজা ম্যাপ অনলাইনে প্রকাশ করা হয়েছে। অনলাইনে ফি প্রদান সাপেক্ষে কপি প্রাপ্তির সুযোগ দেওয়া হয়েছে।

(১৫) হটলাইন (১৬১২২): ভূমি মন্ত্রণালয় ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নে বদ্ধ পরিকর। ভূমি মন্ত্রণালয়ের প্রতিটি সদস্য তা বাস্তবায়নে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। 'হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা' প্রদান নিশ্চিতকরণে ভূমিসংক্রান্ত সকল সেবা ডিজিটাল সেবায় রূপান্তরের উদ্যোগ বাস্তবায়নে অনেক দুর এগিয়ে গেছে। ইতোমধ্যে কিছু সেবা ডিজিটালাইজড করা হয়েছে এবং পাইলটিং বাস্তবায়নের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। নাগরিকের সঙ্গে ভূমি মন্ত্রণালয়ের যোগসূত্র স্থাপন এবং মাঠ পর্যায়ে ভূমিসেবা প্রাপ্তিতে নাগরিকের সন্তুষ্টি এবং অসন্তুষ্টি নির্ণয় এবং দ্রুত সমাধানের লক্ষ্যে হটলাইন স্থাপন করা হয়েছে। হটলাইনে প্রাপ্ত অভিযোগ ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা সিস্টেমে সংযুক্ত করা হয় এবং উক্ত অভিযোগসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নিষ্পন্ন হচ্ছে কিনা তাও তদারকি করা হয়ে থাকে।

(১৬) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮,৩০১টি কল হটলাইন থেকে পাওয়া গেছে যার মধ্যে ৭,৫১৪টি কল নিষ্পন্ন করা হয়েছে।

(১৭) হটলাইনের কার্যক্রম সম্প্রসারণ এবং নাগরিকের নিকট উপস্থাপনের জন্য লিফলেট তৈরি করা হয়েছে। মাঠ পর্যায়ে এই লিফলেট বিতরণ করা হয়েছে। হটলাইন (১৬১২২)-কে আরও বেশি জনবান্ধব করার জন্য বিভিন্নমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমিসেবা গ্রহণে নাগরিক যাতে হটলাইনে ফোন করেই প্রয়োজনীয় অনলাইনে সেবা নেবার জন্য আবেদন সম্পন্ন এবং সেবা গ্রহণ করতে পারেন সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।

(১৮) উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর: বাংলাদেশে পিতা-মাতা বা উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির হিসাব বিবরণী তৈরির জন্য এই ক্যালকুলেটর তৈরি করা হয়েছে। উত্তরাধিকারের হিসাব বিবরণী বের করা বাংলাদেশের আইনে বেশ জটিল একটি প্রক্রিয়া। এজন্য সাধারণ নাগরিককে এই হিসাব বিবরণী তৈরির জন্য কোনো না কোনো ভাবে অ্যাডভোকেট বা আইন জানা কোনো মানুষের কাছে যেতে হয়। অনেক সময় সেই হিসাব তৈরিতে অনেকে ভুল করে থাকেন। এই ক্যালকুলেটরের সাহায্যে এক মুহূর্তে কারো সহায়তা ছাড়াই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তির একটি নির্ভুল হিসাব বিবরণী এই ক্যালকুলেটরের মাধ্যমে তৈরি করা যায়। এই ক্যালকুলেটর তৈরিতে একসেস-টু-ইনফরমেশন প্রকল্প কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয় এবং বিচারকের সহায়তায় তৈরি করা হয়। বর্তমানে এই উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটরে শুধু মুসলিম পারিবারিক আইন মোতাবেক সম্পত্তির হিসাব বের করা যায়।

(১৯) www.uttoradhikar.gov.bd বা উত্তরাধিকার বাংলা সাইটে গেলেই উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর পাওয়া যাবে। এটিই বাংলাদেশের প্রথম ডট বাংলা ডোমেইন। এছাড়াও উত্তরাধিকার ক্যালকুলেটর নামে মোবাইল অ্যাপেও এটা পাওয়া যাবে।

(২০) হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা মোবাইল অ্যাপ: সকল ডিজিটাল ভূমিসেবা পর্যায়ক্রমে মোবাইল সার্ভিসে রূপান্তর করা হবে। এরই অংশ হিসাবে ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য নিজস্ব একটি মোবাইল প্লাটফর্ম তৈরি করা হয়েছে। এই একটি মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমেই সকল ভূমিসেবার তথ্য এবং ডিজিটাল সেবা পাওয়া যাবে। নতুন নতুন সকল ডিজিটাল ভূমিসেবা এই মোবাইল অ্যাপের যুক্ত করা হবে। এই অ্যাপ মাঠপর্যায়ে ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনার সঙ্গে জড়িত সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মোবাইল নাম্বার ছবিসহ এখানে পাওয়া যাবে। নাগরিকের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্যই এই ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(২১) ই-বুক: মন্ত্রণালয়/বিভাগ পর্যায়ে ভূমি মন্ত্রণালয় প্রথম ই-বুক তৈরি করেছে। যেখানে মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল সংস্থা ও দপ্তরের সকল আইন, বিধি, ম্যানুয়াল ও নির্দেশিকা এই একটি প্লাটফর্মে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ebook.land.gov.bd সাইটে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল আইন, বিধি, ম্যানুয়াল এবং নির্দেশিকা এই সিস্টেমে আপলোড করা হয়েছে। যাতে নাগরিক একটি স্থানে বসেই ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল আইন, বিধি, ম্যানুয়াল এবং নির্দেশিকা দেখা সম্ভব।

(২২) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian) প্রকল্প: ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ কার্যক্রম-এর আওতায় পর্যায়ক্রমে সারাদেশের ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও ব্যবস্থাপনার জন্য ডিজিটাল পদ্ধতি প্রবর্তনের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক প্রাথমিকভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্প (প্রথম পর্যায়: Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian) শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৯,২৭৭.৭৩ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় সিএস, এসএ ও আরএস জরিপের ৪,৫৮,৪৩,৪০৪টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রায় ৫৮,০০,০০০ খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত সর্বমোট ৪,০৭,০০০০০টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮৮.৭৮ শতাংশ।

(২৩) গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিক্টিমস রিহ্যাবিলিটেশন) (১ম সংশোধিত) প্রকল্প: ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিক্টিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ২৫৪টি গুচ্ছগ্রামে ১০,৭০৩টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৫০ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিক্টিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পটি মোট ৯৪,১৮১.৩০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে অক্টোবর ২০১৫ থেকে জুন ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮,১০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা ছিল। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৭,৯২২টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে (৯৭.৮০ শতাংশ)। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১,২০০টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ১,১৫৬টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। এছাড়া, গুচ্ছগ্রামে প্রতিটি পরিবারকে ৪-৮ শতক খাসজমির কবুলিয়াত সম্পাদন, ৩০০ বর্গফুটের দুই কক্ষবিশিষ্ট ঘর প্রদান, নলকূপ স্থাপন, মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ, পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ, বিধবাদের ক্ষেত্রে নারীর নামে কবুলিয়ত সম্পাদন এবং আয়বর্ধক প্রশিক্ষণ শেষে প্রতিটি পরিবারকে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পের শুরু থেকে জুন ২০২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৪.৬১ শতাংশ এবং বাস্তব অগ্রগতি ৬০ শতাংশ।

(২৪) ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প: ভূমি মন্ত্রণালয়ের সকল দপ্তর/সংস্থাকে একই ছাদের নীচে এনে জনগণকে সহজতর 'One Stop Service' প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকার তেজগাঁও এলাকায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কম্পাউন্ডে ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ১৪৭২৯.৮২ লক্ষ টাকা। ২টি বেইজমেন্টসহ মোট ২০তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ১৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। এতে ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, গুচ্ছগ্রাম-২য় (সিভিআরপি) প্রকল্প, ঢাকা বিভাগের উপভূমি সংস্কার, কোট অব ওয়ার্ডস ভাওয়াল রাজ এস্টেট, ঢাকা নওয়াব এস্টেট, তেজগাঁও

সার্কেল ভূমি অফিস এর জন্য এই ভবনে স্পেস বরাদ্দ রাখা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৮টি ফ্লোর ঢালাই করার লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ৮টি ফ্লোর ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে (৮৫ শতাংশ)। জুন ২০১৯ পর্যন্ত ২টি বেইজমেন্ট ও ১১টি ফ্লোর ঢালাইয়ের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা ভবনের পুরা কাঠামো নির্মাণসহ ৬টি তলা ব্যবহার উপযোগী করা। জুন ২০২০-এর মধ্যে ভবনের পুরা কাঠামো নির্মাণ করা সম্ভব হলেও ৬টি তলা ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব হয়নি। তবে ৬টি তলার টাইলস এবং ফিনিসিং কাজ চলমান আছে।

(২৫) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প (১ম সংশোধিত): উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৫ম পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৯৬টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ২০৭টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। দেশের জরাজীর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহের ভবন নির্মাণ এবং দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পাদনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস ও ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৭৪,৬৭৮.০২ লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৩২০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ২২৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে (৭০.৩১ শতাংশ)। জুন ২০১৯ পর্যন্ত সর্বমোট ৪৭৮টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। । জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর মধ্যে ৪৯৫টি ভবন সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস এর মধ্যে ৫০টি ভবনের কাঠামো সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ভবনের নির্মাণকাজ চলমান আছে। বৈশ্বিক COVID-19 পরিস্থিতির কারণে প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

(২৬) সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প: সারাদেশের আরও ১,০০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পের মাধ্যমে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৭৩,১৮৬.০০ লক্ষ টাকা। জুন ২০১৮ পর্যন্ত ৬৪৬টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ১৫০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০১৯ পর্যন্ত ৪৫টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণকাজ সমাপ্ত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৪০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ৩২০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং অবশিষ্ট ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নির্মাণকাজ চলমান আছে।

(২৭) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প: দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা Economic Development Cooperation Fund (EDCF)-এর আর্থিক সহযোগিতায় 'Establishment of Digital Land Management System (DLMS) through Digital Survey and Settlement Operations of 3 (three) City Corporations, 1 (one) Prourasava and 2 (two) Rural Upazilla of Bangladesh' শীর্ষক প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রবর্তনের লক্ষ্যে রাজশাহী, চট্টগ্রাম ও নারায়গঞ্জ সিটি কর্পোরেশন, মানিকগঞ্জ পৌরসভা এবং কুষ্টিয়া সদর ও ধামরাই উপজেলায় এর কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুমোদিত মোট ব্যয় ৩৫১৮৬.২২ লক্ষ টাকা এর মধ্যে জিওবি ৭০৮২.৯৬ লক্ষ টাকা ও প্রকল্প সাহায্য ২৮১০৩.২৬ লক্ষ টাকা এবং বাস্তবায়ন মেয়াদকাল ১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২১ পর্যন্ত। বৈশ্বিক COVID-19 পরিস্থিতির কারণে প্রকল্পের ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় অর্জন করা সম্ভব হয়নি।

(২৮) চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-ব্রিজিং) (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ): চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট (সিডিএসপি-৪)-এর আওতায় ১৪ হাজার ভূমিহীন পরিবারকে ২০ হাজার একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত ১৭,৫৬০

একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের মাধ্যমে সর্বমোট ১৩,৫০৮টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খতিয়ান বিতরণ করা হয়েছে। প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০১৮-তে সম্পন্ন হয়েছে। ৬ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৯ থেকে জুন ২০২২ মেয়াদে 'চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-বি) (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ)' শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ৪,৩০০ একর ভূমির প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৬০টি ভূমিহীন পরিবার বাছাই করা হয়েছে। কিন্তু উন্নয়ন সহযোগীর নিকট থেকে প্রকল্প সাহায্য অর্থ না পাওয়ায় প্রকল্প সাহায্যের অর্থ ব্যয় করাও সম্ভব হয়নি। ফলে প্রকল্পের মূল কার্যক্রম এখনও শুরু করা সম্ভব হয়নি।

(২৯) ১৪২৭-১৪৩২ বাংলা সন মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্পে ১৪০টি সরকারি জলমহাল ইজারার মাধ্যমে ৯ কোটি ৭৯ লক্ষ ৮৮ হাজার ৭২০ টাকা রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছে।

(৩০) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৭,৫০৪টি হাটবাজার ইজারা প্রদানের মাধ্যমে ৪৮১ কোটি ২৬ লক্ষ ৫০৬ টাকা, ৩৪৩টি বালুমহাল ইজারা বাবদ ৯১ কোটি ১ লক্ষ ২৪ হাজার ১০৮ টাকা, ১৫৪টি লবণ মহাল ইজারা বাবদ ২২,৬৮১ টাকা এবং ১,৩৭৮টি চিংড়িমহাল ইজারা বাবদ ২ কোটি ৯৬ লক্ষ ৬১৯ টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে।

(৩১) গৃহহীন, ভূমিহীন ১,১৫৯টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য মাঠ পর্যায়ে অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে।

(৩২) কৃষি এবং অকৃষি খাসজমি বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৭-এর আলোকে সারাদেশে ২০০৯ থেকে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে ৩,০৮,৯৬৫টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ১,৫৪,৬৬৫.৮০৯৪ একর কৃষি খাসজমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৫,৯২১টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ২,৫৭৭.১৮ একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পুনর্বাসনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক পরিবারকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে এ সকল কৃষক পরিবার স্বনির্ভরতা অর্জনসহ দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অবদান রাখছে।

(৩৩) অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা, ১৯৯৫-এর আওতায় দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি-আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বৃদ্ধিতে এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপনে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অনুকূলে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে মোট ১,৮৬৪.৪২৫২ একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

(৩৪) সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ চা বাগানের মালিক সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়। চা ভূমির লিজ প্রদান, লিজ নবায়ন, উপযুক্ত জমিতে নতুন চা বাগান সৃজন ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত দায়িত্ব। বর্তমানে সরকারি চা বাগানের সংখ্যা ১৬০টি। ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা ২১টি এবং ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা ১৩৯টি। চা বাগান ইজারা প্রদান ও ইজারা নবায়ন এবং নতুন ভূমিতে চা বাগান সৃজন বিষয়ক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়া ইজারা বহির্ভূত বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসার কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উপরোক্ত ১৬০টি চা বাগান ছাড়াও পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ব্যক্তিগত জমিতে ২৬টি চা বাগান সৃজিত হয়েছে। চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০১৭ পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

ভূমি সংস্কার বোর্ড:

(৩৫) সরকারের ভিশন ২০২১ রূপকল্প ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মাণে লক্ষ্যে উন্নত ভূমি সেবা ও সহজে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড-এর ব্যবস্থাপনায় ই-নামজারি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। ৩০ জুন ২০২০ তারিখ পর্যন্ত ৪৮৮টি উপজেলা অনলাইনে নামজারি বাস্তবায়িত হয়। এ পর্যন্ত ই-মিউটেশন সিস্টেমে ২৪,৪৯,৪৮৩টি মিউটেশনের আবেদন পাওয়া যায়। এর মধ্যে ২০,৫৮,৫৬৪টি আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়। ২০২১ সালের জুন মাসের মধ্যে সারাদেশের উপজেলা ভূমি অফিসে ই-নামজারি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে মর্মে আশা করা যায়।

(৩৬) ডিজিটাল পদ্ধতির কার্যক্রমকে তরান্বিত করার লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের দপ্তরসহ সারা দেশের ইউনিয়ন ভূমি অফিস, উপজেলা ভূমি অফিস, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়ে Land Information Management System (LIMS) Software-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(৩৭) ২০১৯-২০ অর্থবছরে ই-নামজারি বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ১,৪৪৯টি ল্যাপটপ, ৪৫৩টি প্রিন্টার, ৪৫৩টি স্ক্যানার ক্রয়ের লক্ষ্যে অর্থ ছাড় করা হয়েছে।

(৩৮) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে Land Information Management System (LIMS) সফটওয়্যারের (ক) ই-মিউটেশন System (খ) Budget Management System (গ) Employee Information Management System সকল উপজেলা/সার্কেল/ইউনিয়ন ভূমি অফিসে চালু রয়েছে। অন্যান্য মডিউলসমূহের মধ্যে (ক) Land Development Tax Management System (খ) Mutation Review Management System (গ) Rent Certificate Management System ও (ঘ) Misc. Case Management System-এর Development এবং TOT প্রশিক্ষণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, যা বাস্তবায়নের পর্যায়ে আছে।

(৩৯) LIMS-এর বিভিন্ন Module সার্বক্ষণিক চালু রাখার লক্ষ্যে Support Maintenance Service ক্রয়ের লক্ষ্যে ভূমি সংস্কার বোর্ডের সাথে Mysoftheaven (BD) Ltd.-এর ০৩ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে Annual Maintenance contract (AMC) for Customization, Enhancement and Maintenance service ৩ বছরের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী Mysoftheaven (BD) Ltd. Software-এর Enhancement, Customization, Support & Maintenance service-এর কার্যক্রম চলমান আছে।

(৪০) ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম অন্যতম। জমির শ্রেণি ও ব্যবহারভিত্তিক বাস্তবতার নিরিখে সরকারি রাজস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর সরকারি রাজস্ব আয়ের একটি অন্যতম উৎস। ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধির জন্য মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর উদ্যোগে ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়েছে সাধারণ ৪৮৬,৯৫,৩৫,৬৭০ টাকা আদায়ের হার ৯০.৪৩ শতাংশ এবং সংস্থা ১১৮,৫৭,২৯,২৩২ টাকা আদায়ের হার ১৩.৬৪ শতাংশ।

(৪১) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থবছরে নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়:

- খতিয়ান চূড়ান্ত প্রকাশনা- মৌজা সংখ্যা-২,২০০, খতিয়ান সংখ্যা ২,৪৭,০৭৬ কপি;
- খতিয়ান হস্তান্তর মৌজা সংখ্যা- ২,৯২০, খতিয়ান সংখ্যা ৪,৭৬,২৪৫ কপি;
- আর এস খতিয়ান ওয়েবসাইটে আপলোড ও উন্মুক্তকরণ ৬৬৯ মৌজা;
- ভবিষ্য তহবিল থেকে অগ্রিম উত্তোলন সংক্রান্ত অনলাইন সিস্টেম উদ্ভাবন;
- তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্য ধারণ ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত MIS প্রবর্তন;
- জিওডেটিক পিলারের স্থানাংক নির্ণয় (সংখ্যা) ১১১টি;
- যৌথ সীমানা পরিদর্শন-১২টি;

- বাংলাদেশ-ভারত আন্তর্জাতিক সীমানায় সীমানা পিলার নির্মাণ/ পুনর্নির্মাণ/মেরামত (সংখ্যা) ৫৪০টি;
- যৌথ সীমানা সম্মেলন-০১টি;
- মৌজা ম্যাপ উৎপাদন/ছাপানো- মৌজা সংখ্যা- ৬১২টি এবং মুদ্রিত ম্যাপের সংখ্যা (শিট)-২,২২৭টি;
- খতিয়ান মুদ্রণ- ২,২৭,০০ কপি এবং খতিয়ান হস্তান্তর- ২,৯২০ মৌজা।

ছবি ২.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের 'উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০১৯-২০

মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, 'ভার্চুয়াল রেকর্ড রুম' ও 'হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা মোবাইল অ্যাপ'-এর জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপসচিব মো: দৌলতুজ্জামান খাঁনকে (বামে) 'উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০১৯-২০' এর প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার এবং 'অনলাইন ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনা'-এর জন্য রাখার জন্য ঢাকার জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার মো: মোমিনুর রশীদকে (ডানে) 'উদ্ভাবনী পুরস্কার ২০১৯-২০' এর তৃতীয় পুরস্কার-এর ক্রেস্ট প্রদান করছেন

টেবিল ২.১: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে 'ভূমি সেবা হটলাইন-১৬১২২' এ প্রাপ্ত কল ও নিষ্পন্ন

	মোট কল	নিষ্পন্ন কল	মোট অনিষ্পন্ন
বরিশাল	৩৪১	২৩৪	১০৭
খুলনা	৪৭৪	৩৬১	১১৩
ময়মনসিংহ	৫১৯	৩৯৯	১২০
রংপুর	৫৫৮	৪৪৭	১১১
সিলেট	২২৮	১৮৫	৪৩
ঢাকা	১৬২১	১৪০৯	২১২
রাজশাহী	৫৩৩	৪৭১	৬২
চট্টগ্রাম	১৬০৪	১৪৯৩	১১১
মোট	**৫৮৭৮**	**৪৯৯৯**	**৮৭৯**

***উপর্যুক্ত চার্টের তথ্য ১ জুলাই, ২০১৯ থেকে ৩০ জুন, ২০২০ তারিখ অনুযায়ী প্রদত্ত।**
***পৃষ্ঠা:১৭, ক্রমিক: ১৬-এ উল্লেখিত '২০১৯-২০ অর্থবছরে ৮,৩০১টি কল হটলাইন থেকে পাওয়া গেছে যার মধ্যে ৭,৫১৪টি কল নিষ্পন্ন করা হয়েছে।'-এর তথ্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অগ্রগতি প্রেরণের সময় উক্ত তারিখের সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী করা হয়েছে বলে প্রতীয়মান।**

চার্ট ২.১ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে 'ভূমি সেবা হটলাইন-১৬১২২' এ প্রাপ্ত কল ও নিষ্পন্নের হার (হাজারে)

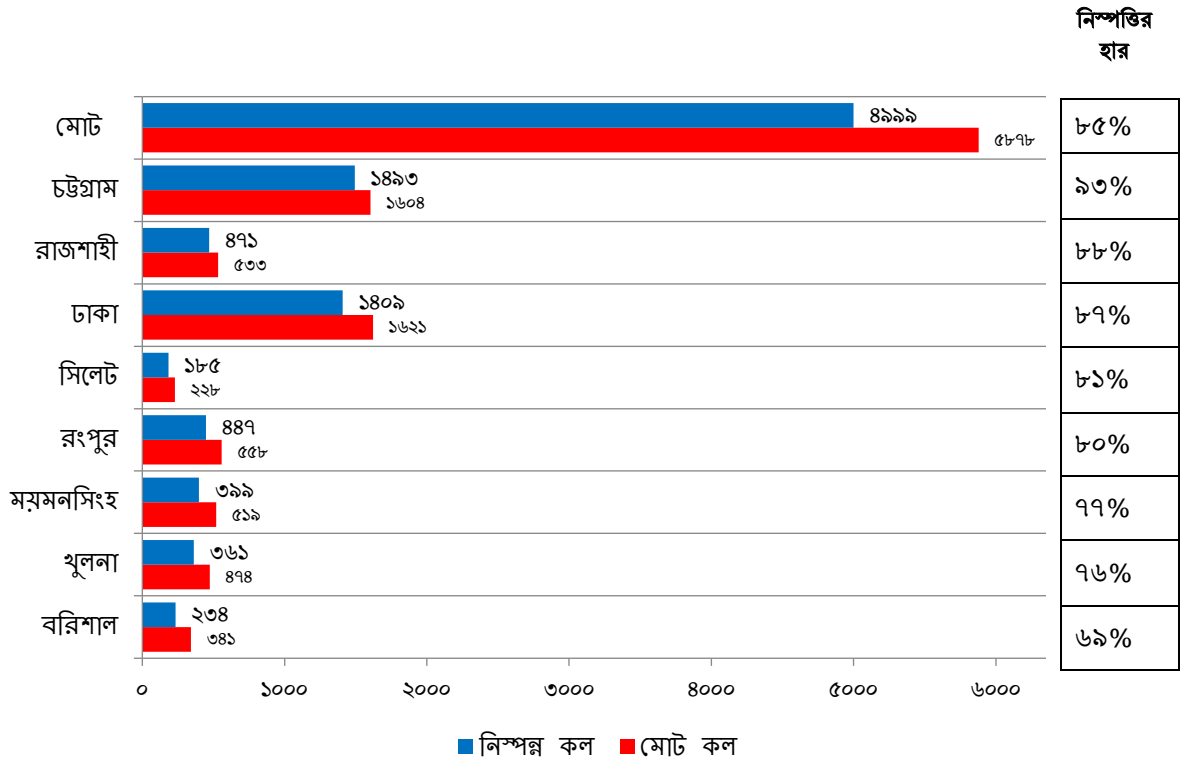

নোট: বিভাগ-ভিত্তিক প্রতি শতাংশে নিষ্পত্তির হারের উপর

টেবিল ২.২: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব

	ডিভিশন	মোট আবেদন (চলমান – ডান পাশের কলামের যোগফল নয়)	মঞ্জুর আবেদন	না-মঞ্জুর আবেদন	অপেক্ষমাণ আবেদনসমূহ	বাতিল আবেদন	সৃজিত খতিয়ান
১	ঢাকা	৪৭৮৪৭৫	২৬৫২১৬	১০১৩৮৮	৫৫১৫৮	৮৭০১৯	**১৫৯৮৭০**
২	রাজশাহী	২৫৮১৬৩	১৪৮৪৪৫	৫১৭০৮	১৩৪৩৩	৫৬৩৯২	**১৩৩৪৫৪**
৩	রংপুর	১৪২৬৩৫	৭৯৮৩১	২৭৮৯৭	৭৬১৮	৩৪১৩১	**৭১৪৭৬**
৪	সিলেট	৮৯৬২০	৫০২৫৯	১৯৬০২	৪৩৫৬	১৯৩৩০	**৪৩৮৭৮**
৫	বরিশাল	৭৫১৫৪	৪৮৫৬৪	১৮৯৬৪	৪৪৬১	৭২৯৪	**৪২৯৯১**
৬	চট্টগ্রাম	২৫৯৫৩০	১৭৭১৭১	৪৭৫০১	১৮১৩৬	৩৩০৭২	**১৫১৭২৪**
৭	খুলনা	২৫২১২০	১৩৭৮৩৬	৫২৬৫০	১৪৪৩৬	৫৮৪৮৭	**১২১৮৪৮**
৮	ময়মনসিংহ	৯০৯৫৬	৫৭৭১৫	১৮৫৩৪	৭৫৭৪	১২৯৭০	**৪৯৩৮০**

চার্ট ২.২ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ই-নামজারি আবেদন ও নিষ্পন্নের বিভাগ ওয়ারী হিসাব (হাজারে)

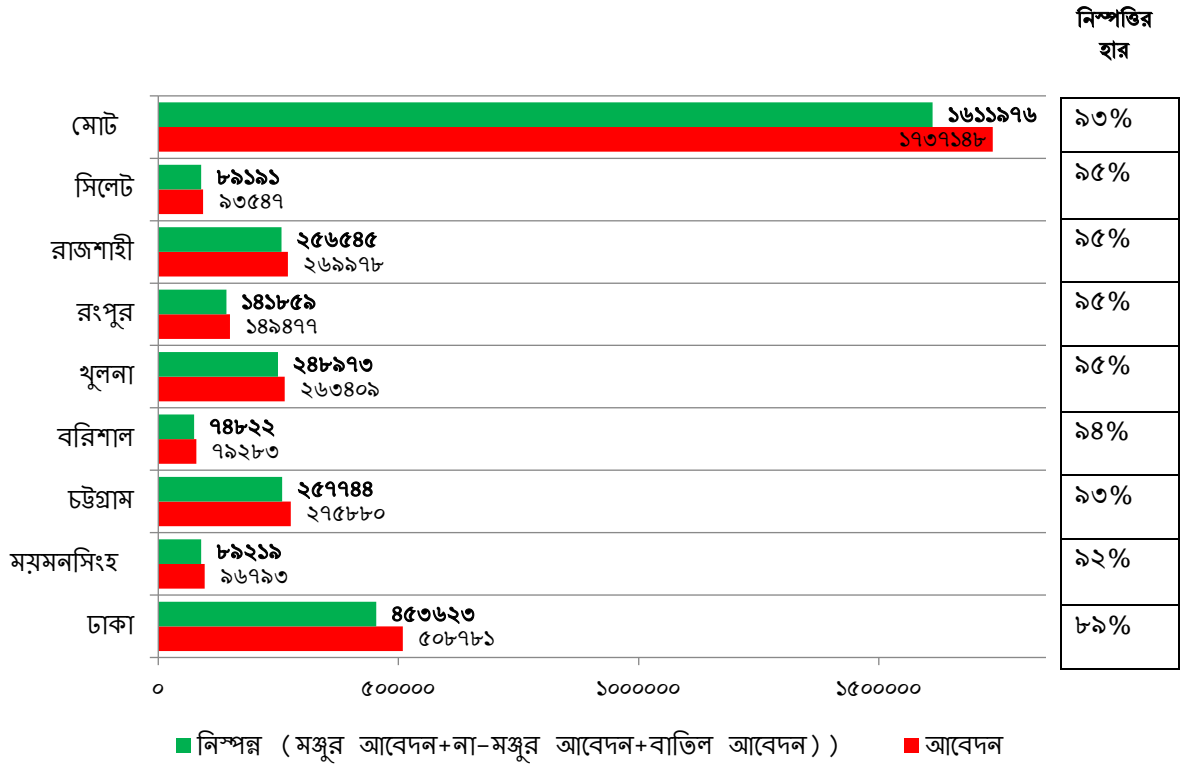

নোট: বিভাগ-ভিত্তিক প্রতি শতাংশে নিষ্পত্তির হারের উপর

২.২ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

(১) ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্পের মাধ্যমে ১৭টি বিভিন্ন ধরণের ভূমি সেবা এপ্লিকেশন সফটওয়্যার তথা - ই-মিউটেশন, রিভিউ ও আপীল মামলা ব্যবস্থাপনা, অনলাইন ভূমি উন্নয়ন কর, রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা ব্যবস্থাপনা, মিউটেটেড খতিয়ান, ডিজিটাল ল্যান্ড রেকর্ড, মৌজা ম্যাপ ডেলিভারি সিস্টেম, মিস মামলা ব্যবস্থাপনা, কৃষি ও অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা, দেওয়ানি মামলা তথ্য ব্যবস্থাপনা, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা, জলমহাল ব্যবস্থাপনা, বালু মহাল ব্যবস্থাপনা, চা-বাগান ব্যবস্থাপনা, ভিপি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা, ভূমি অধিগ্রহণ ব্যবস্থাপনা ও অভ্যন্তরীণ বাজেট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি - 'ল্যান্ড ইনফরমেশন সার্ভিস ফ্রেমওয়ার্ক' সিস্টেম সফটওয়্যার-এর মাধ্যমে একই কাঠামোয় নিয়ে এসে আন্তঃপরিচালনযোগ্য (Interoperable) ডেটাবেজ তৈরি করে ভূমি নিবন্ধন সহ সরকারের অন্যান্য সব সেবার সাথে সমলয় (Synchronize) করা হবে। সকল পর্যায়ের ভূমি সম্পর্কিত অফিসের জন্য বাস্তবায়ন করা হবে, ফলে Online Smart Land Management প্রবর্তন সম্ভব হবে।

(২) ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ' প্রকল্পের মাধ্যমে স্যাটেলাইট ও ড্রোনের মাধ্যমে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে অপেক্ষাকৃত স্বল্প সময়ে, নির্ভুলভাবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতীত সারাদেশের ৪৭০টি উপজেলার মৌজা পর্যায়ে জিওডেটিক সার্ভের মাধ্যমে ২,৬০,৩১০টি জিও-রেফারেন্সিং পয়েন্ট নির্ধারণ করা হবে ও ১,৩৩,১৮৮টি মৌজা ম্যাপের ডাটাবেজ ডাটাবেজ প্রস্তুত করা হবে। এছাড়া, পটুয়াখালী ও বরগুনা জেলায় এসএ জরিপের পর আরএস জরিপ সম্পন্ন না হওয়ায় উক্ত দুটি জেলার ১৪ টি উপজেলায় ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ সম্পন্ন করা হবে। এ প্রকল্পের আওতায় নির্ধারিত জিও-রেফারেন্স-কৃত মৌজা ম্যাপ উপর্যুক্ত 'ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন' প্রকল্পে সরবরাহ করা হবে।

(৩) জেলা রেকর্ড রুমকে ডিজিটাল রেকর্ড রুম বা ভার্চুয়াল রেকর্ড রুমে রূপান্তর করা হবে। সেজন্য ইতোমধ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা ও ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পর্যায়ক্রমে সারাদেশে সম্পন্ন করা।

(৪) ভূমির সকল আইন ও বিধি-বিধানকে একত্রীত করে ই-বুক তৈরি করা।

(৫) মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের অফিসে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিতকরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় হতে অনলাইন হাজিরা পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়ন করা।

(৬) ভূমি সংক্রান্ত সকল সেবা মোবাইল সার্ভিস হিসেবে রূপান্তরের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। নাগরিকগণ যাতে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ভূমি সেবা এক স্থান হতে পেতে পারে তার কার্যক্রম গ্রহণ করা।

ছবি ২.২: ঢাকা কালেক্টরেটের ভার্চুয়াল রেকর্ড রুম উদ্বোধন

০২ জানুয়ারি ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি, ঢাকা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হতে, 'হাতের মুঠোয় ভূমিসেবা' প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ঢাকা কালেক্টরেটের ভার্চুয়াল রেকর্ড রুম উদ্বোধন করেন।

ছবি ২.৩: বাংলাদেশের ভূমিমন্ত্রী এবং রুশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপমন্ত্রী ও রোজরিস্তার প্রধানের বৈঠক

২০ জুন ২০১৯ তারিখে রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে অবস্থিত রোজরিস্তার সদর দপ্তরে, ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে বাংলাদেশ-রাশিয়ার মধ্যে আনুষ্ঠানিক এক দ্বিপক্ষীয় বৈঠকে বক্তব্য রাখছেন ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি। পাশে উপবিষ্ট রুশ অর্থনৈতিক উন্নয়ন উপমন্ত্রী ভিক্টোরিয়া আব্রামচেঙ্কো।

ছবি ২.৪: আর এস খতিয়ান উন্মুক্তকরণ

২৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে 'হাতের মুঠোয় খতিয়ান' এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত দেশব্যাপী আর এস খতিয়ান অনলাইনে অবমুক্তকরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি। অনুষ্ঠানে প্রায় ৩২ হাজার জরিপ-কৃত মৌজার ১ কোটি ৪৬ লক্ষ আর এস খতিয়ানের জনসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

ছবি ২.৫: সমগ্র ঢাকা জেলায় শতভাগ ই-নামজারি চালু কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন

১২ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে, ঢাকা জেলা প্রশাসন কার্যালয়ে ঢাকা মহানগরসহ সমগ্র ঢাকা জেলায় শতভাগ ই-নামজারি চালু কার্যক্রম শুভ উদ্বোধন করেন ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

তৃতীয় অধ্যায়

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

৩.১ ভূমিকা

সরকার ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত রাষ্ট্র হিসেবে বিনির্মাণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং সুশাসন সুসংহত-করণে সচেষ্ট। সে লক্ষ্য বাস্তবায়নে একটি কার্যকর, দক্ষ এবং গতিশীল প্রশাসনিক ব্যবস্থা একান্ত অপরিহার্য। ফলশ্রুতিতে, সরকারি কর্মকাণ্ডে দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে আধুনিক কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ২০১৪-১৫ অর্থবছর থেকে ৪৮টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাথে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি চালু করা হয়। এ পদ্ধতিতে মূলত সরকারি কার্যক্রমকে 'পদ্ধতি নির্ভর' হতে 'ফলাফল নির্ভর' করা হয়েছে। এ চুক্তি কোন কার্যালয়ের প্রধানের সঙ্গে তার পরবর্তী উর্ধ্বতন কার্যালয়ের প্রধানের মধ্যে স্বাক্ষরিত এক বছর মেয়াদী একটি চুক্তি যাতে উভয় পক্ষ চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়। অর্থবছর শেষে ১০০ নম্বরের ভিত্তিতে চুক্তির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের বিষয়টি মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

ছবি ৩.১: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট ২০১৯-২০ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র হস্তান্তর

১৩ জুলাই ২০১৯ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিকট তাঁর কার্যালয়ে ভূমি সচিব মোঃ মাক্ছুদুর রহমান পাটওয়ারী ২০১৯-২০ অর্থবছরের স্বাক্ষরিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিপত্র হস্তান্তর করেন।

চার্ট ৩.১: ভূমি মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত ৮৯টি সূচকের প্রাপ্ত স্কোরের হার

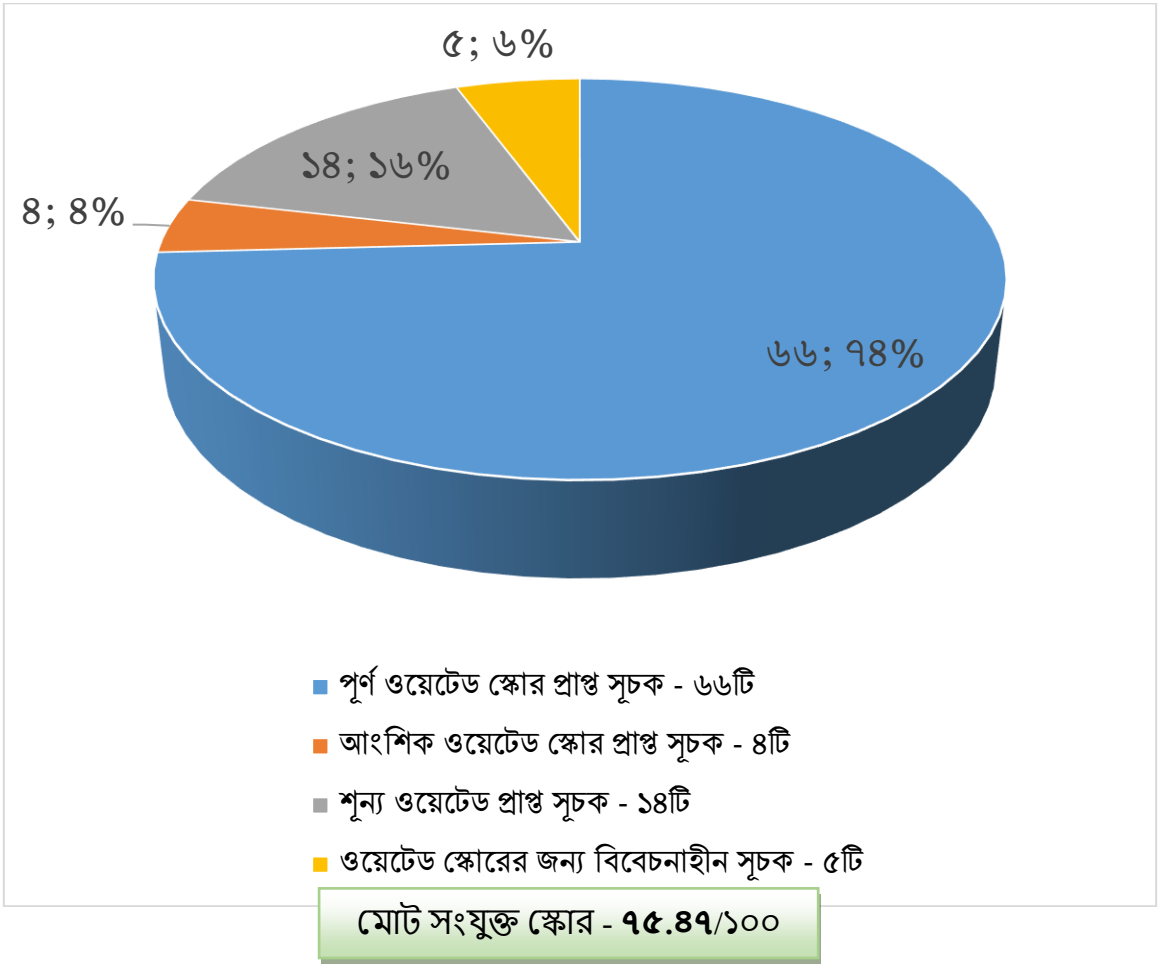

৩.২ ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন প্রতিবেদন

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
১	সুষ্ঠু ভূমি ও ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থাপনা	৪৫.৫	[১.১] খতিয়ান হালনাগাদকরণ	[১.১.১] ই-মিউটেশনের মাধ্যমে নিষ্পত্তিকৃত নামজারী ও জমাখারিজের আবেদন	%	২	৮৪	৮৩	৮২	৮১	৭৯	৮৪	১০০	২
				[১.১.২] ই-মিউটেশনের অগ্রগতি সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা	সংখ্যা	২	৪	৩	২			৪	১০০	২
				[১.১.৩] উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসে ই-নামজারী চালু	সংখ্যা	১	২০০	১৯০	১৮৫	১৭৫	১৬৫	৪৮৮	১০০	১
				[১.১.৪] জেলা রেকর্ড রুমে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১	৬৮	৬৬	৬৪	৬২	৫৮	৬৯	১০০	১
				[১.১.৫] উপজেলা ভূমি অফিসে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১	৮০	৭৮	৭৬	৭৪	৭২	৮০	১০০	১
				[১.১.৬] ইউনিয়ন ভূমি অফিসে হালনাগাদকৃত খতিয়ান	%	১	৮২	৮০	৭৯	৭৬	৭৪	৮২	১০০	১
			[১.২] ভূমি রাজস্ব আদায়	[১.২.১] ভূমি উন্নয়ন করের দাবি নির্ধারণের জন্য প্রস্তুতকৃত রিটার্ন-৩	%	২	৮০	৭৮	৭৬	৭৫	৭০	৮০	১০০	২

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[১.২] ভূমি রাজস্ব আদায়	[১.২.২] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সাধারণ)	কোটি টাকা	১	৪৫২	৪৫০	৪৪৮	৪৪৬	৪৪৪	৪৮৬.৯৫	১০০	১
				[১.২.৩] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর (সংস্থা)	কোটি টাকা	১	১০৬	১০৪	১০২	১০০	৯৮	১১৮.৫৭	১০০	১
				[১.২.৪] আদায়কৃত ভূমি উন্নয়ন কর সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক পর্যালোচনা সভা	সংখ্যা	১	৪	৩	২			৪	১০০	১
			[১.৩] কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায়	[১.৩.১] আদায়কৃত কর বহির্ভূত রাজস্ব	টাকা (কোটি)	১	১১৬	১১৪	১১২	১১০	১০০	১১৯	১০০	১
			[১.৪] সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা	[১.৪.১] ইজারাকৃত জলমহাল	%	১	৯৭	৯৬	৯৫	৯৪	৯৩	২৫	০	০
				[১.৪.২] ইজারাকৃত বালুমহাল	%	১	৭৫	৭২	৭০	৬৮	৬৫	৫৯	০	০
				[১.৪.৩] ইজারাকৃত হাটবাজার	%	১	৯৫	৯৪	৯২	৯০	৮৫	৭৬	০	০

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[১.৪] সায়রাত মহাল ব্যবস্থাপনা	[১.৪.৪] ইজারাকৃত লবণমহাল	%	১	৯৮	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০	১
			[১.৫] ভূমি ব্যবস্থাপনা ও জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি	[১.৫.১] এলএটিসিতে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২	১৮০০	১৬২০	১৪৪০	১২৬০	১০৮০	১৯৪৭	১০০	২
				[১.৫.২] ভূমি সংস্কার বোর্ডে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২	১৬৬০	১৬০০	১৫৫০	১৫০০	১৪৫০	২৯০৩	১০০	২
				[১.৫.৩] ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারী	সংখ্যা	২	৬৩০	৬২০	৬১০	৬০০	৫৮০	১২৪০	১০০	২
				[১.৫.৪] ভূমি মন্ত্রণালয় হতে সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের প্রশিক্ষণের জন্য জিও জারীকরণ	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০	১
			[১.৬] সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ	[১.৬.১] সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত কর্মকর্তা	সংখ্যা	২	১৭০	১৬০	১৫০	১৪০	১২০	৩৮৪	১০০	২
			[১.৭] ভূমি অধিগ্রহণ	[১.৭.১] মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত প্রস্তাব	%	২	৮০	৭৫	৭২	৭০	৬৮	৩৩	০	০

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[১.৭] ভূমি অধিগ্রহণ	[১.৭.২] সি এল এসি কর্তৃক অনুমোদিত অধিগ্রহণ প্রস্তাব	%	১	৯৫	৯০	৮০	৮০	৭৮	১০০	১০০	১
			[১.৮] ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি	[১.৮.১] সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক মিস কেস নিষ্পত্তিকরণ	%	২	৬৬	৬৪	৬৩	৬২	৬০	৬৯	১০০	২
				[১.৮.২] অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রা:) কর্তৃক মিসকেস (আপীল) নিষ্পত্তিকরণ	%	১	৬৬	৬৪	৬৩	৬২	৬০	৬৮	১০০	১
			[১.৯] সার্টিফিকেট কেস নিষ্পত্তি	[১.৯.১] সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক নিষ্পত্তিকৃত রেন্ট সার্টিফিকেট মোকদ্দমা	%	২	৭৭	৭৬	৭৫	৭৪	৭২	৭৮	১০০	২
			[১.১০] নিরীক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা	[১.১০.১] নিরীক্ষাকৃত অফিস	সংখ্যা	১	৪৯৮৮	৪৯৮০	৪৯৭৬	৪৯৭১	৪৯৭০	৪০৬৬	০	০
				[১.১০.২] নিষ্পত্তিকৃত অডিট (রাঃ) আপত্তি	%	১	৩২	৩১	৩০.৫	৩০	২৯	৪	০	০
			[১.১১] ইউনিয়ন ভূমি অফিস স্থাপন, পদসৃজন ও নির্মাণ	[১.১১.১] নির্মাণকৃত ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সংখ্যা	সংখ্যা	১.৫	২০০	১৯৫	১৯০	১৮৫	১৮০	৫৯৪	১০০	১.৫

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[১.১১] ইউনিয়ন ভূমি অফিস স্থাপন, পদসৃজন ও নির্মাণ	[১.১১.২] নির্মাণকৃত উপজেলা ভূমি অফিসের সংখ্যা	সংখ্যা	১	২০	১৮	১৬	১৪	১৩	৭৫	১০০	১
				[১.১১.৩] ইউনিয়ন ভূমি অফিসের ২৬২০টি পদ সৃজনের প্রস্তাব অর্থ বিভাগে প্রেরণ	তারিখ	১	৩১-০৫-২০২০	০৭-০৬-২০২০	১৪-০৬-২০২০	২১-০৬-২০২০	৩০-০৬-২০২০	১১-০৯-২০১৯	১০০	১
			[১.১২] উন্নয়ন পরিকল্পনা	[১.১২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) দাখিল	সংখ্যা	১	১	১	১			৩	১০০	১
				[১.১২.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	সংখ্যা	০.৫	১	১	১			৩	১০০	০.৫
			[১.১৩] পরিবীক্ষণ ও তদারকি	[১.১৩.১] ভিডিও কনফারেন্স আয়োজিত	সংখ্যা	২	১৮	১৭	১৬	১৫	১৪	৩৪	১০০	২
				[১.১৩.২] পরিদর্শনকৃত অফিস (ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক)	সংখ্যা	১	৬০	৫৮	৫৬	৫৪	৫২	৫১	০	০
				[১.১৩.৩] পরিদর্শনের সুপারিশ বাস্তবায়িত	%	০.৫	৫০	৪৮	৪৬	৪৪	৪০	১৩	০	০

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
২	দক্ষ ও কার্যকর ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থাপনা	১৪	[২.১] মৌজা জরিপকরণ	[২.১.১] মৌজা জরিপকৃত	সংখ্যা	২	৯০	৮৫	৮০			১৩১	১০০	২
				[২.১.২] স্বত্বলিপির (খতিয়ানের) শুদ্ধকপি প্রস্তুতকৃত	সংখ্যা (লক্ষ)	২	৫.০০	৪.৯০	৪.৭৫	৪.৫৬	৪.৪০	৪.৮	৮৩.৫	১.৬৭
				[২.১.৩] মৌজা ম্যাপ প্রস্তুতকৃত	মৌজা সংখ্যা	১	৬৭০	৬৬০	৬৫০	৬০০	৫৫০	১১৩৮.৯১	১০০	১
			[২.২] স্বত্বলিপি কম্পিউটারে সংরক্ষণ ও মুদ্রণ	[২.২.১] খতিয়ান মুদ্রিত	সংখ্যা (লক্ষ)	২	৮.৯০	৮.৪০	৭.৯০	৭.৪২	৬.৫০	২৪.৮৬	১০০	২
				[২.২.২] ম্যাপ মুদ্রিত	সংখ্যা (লক্ষ)	২	৩.৯০	৩.৭০	৩.৪৮	৩.২৬	২.৮০	৬.৯৭	১০০	২
			[২.৩] স্বত্বলিপি হস্তান্তর	[২.৩.১] স্বত্বলিপি চূড়ান্ত প্রকাশিত	মৌজা সংখ্যা	১	২৭৫০	২৫০০	২২৫০	২০০০	১৮৫০	৩৬৯৯	১০০	১
				[২.৩.২] স্বত্বলিপির গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত ও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত	মৌজা সংখ্যা	১	৩৬৫০	৩৬০০	৩৫৫০	৩৫০০	৩৪০০	৫২৪২	১০০	১
			[২.৪] অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তিকরণ ও আন্তর্জাতিক সীমানা সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তি	[২.৪.১] নিষ্পত্তিকৃত অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ	সংখ্যা	১	২	২	২	২		৪	১০০	১
				[২.৪.২] সীমানা পিলার মেরামতকৃত	সংখ্যা	১	৫৪০	৫১০	৪৮০	৪৫০	৪০০	৫৪০	১০০	১
				[২.৪.৩] যৌথভাবে সীমানা পরিদর্শনকৃত	সংখ্যা	০.৫	১৫	১৪	১৩	১২	১১	৩০	১০০	০.৫
				[২.৪.৪] যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত	সংখ্যা	০.৫	১	১	১	১	১	৪	১০০	০.৫

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
৩	ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণ	৮	[৩.১] আইন ও বিধি বিধানসমূহ যুগোপযুগিকরণ	[৩.১.১] “The State Acquisition & Tenancy Act, 1950” এর বাংলা অনুবাদ করত: জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাবাকোতে প্রমিতীকরণের জন্য প্রেরণ।	তারিখ	২	৩০-০৪-২০২০	১৪-০৫-২০২০	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৬-২০২০		০	
				[৩.১.২] প্রস্তাবিত ‘‘সরকার ও স্থানীয় সংস্থার ভূমি ও স্থাপনাদি(দখল পুনরুদ্ধার) আইন, ২০১৯” এর খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে সংশ্লিষ্ট কমিটির নিকট প্রেরণ।	তারিখ	২	৩০-০৪-২০২০	১৪-০৫-২০২০	৩১-০৫-২০২০	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৬-২০২০	২৮-০৮-২০১৯	১০০	২
				[৩.১.৩] প্রস্তাবিত ‘‘কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১৯” এর খসড়া প্রমিতীকরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষে প্রেরিত	তারিখ	২	৩০-০৪-২০২০	১৪-০৫-২০২০	৩১-০৫-২০২০	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৬-২০২০		০	
			[৩.১] আইন ও বিধি বিধানসমূহ যুগোপযুগিকরণ	[৩.১.৪] প্রস্তাবিত ‘‘ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০১৯” এর খসড়া মন্ত্রিসভায় নীতিগত অনুমোদনের জন্য প্রেরণ।	তারিখ	২	৩০-০৪-২০২০	১৪-০৪-২০২০	৩১-০৫-২০২০	১৫-০৬-২০২০	৩০-০৬-২০২০		০	

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
৪	ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের পুনর্বাসন	৭.৫	[৪.১] কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৪.১.১] বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাস জমি চিহ্নিত	একর	২	৩০০০	২০০০	১৫০০			৩৮৯৫.২৬	১০০	২
				[৪.১.২] বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাস জমি	একর	১	২০০০	১৯৫০	১৯০০	১৮৫০	১৮৪০	৬৮৫৫.৪৬	১০০	১
				[৪.১.৩] শনাক্তকৃত ভূমিহীন পরিবার	সংখ্যা	১	৫০০০	৪৯৫০	৪৯০০	৪৮৫০	৪৮০০	৪৫৮৯৭	১০০	১
				[৪.১.৪] নিষ্পত্তিকৃত বন্দোবস্ত মোকদ্দমা	সংখ্যা	১	৪০০০	৩০৫০	৩৯০০	৩৮০০	৩৭৫০	৬৬৬২	১০০	১
			[৪.২] অকৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান	[৪.২.১] বন্দোবস্তকৃত অকৃষি খাস জমি	একর	১	৬০০	৫৮০	৫৭০	৫৬০	৫৫০	১৫৬৯.৬৭১৬	১০০	১
			[৪.৩] গুচ্ছগ্রাম সৃজন	[৪.৩.১] ভূমি ও গৃহহীনদের জন্য নির্মাণকৃত ঘর	সংখ্যা	১.৫	২৫০০	২৩০০	২১০০	১৯০০	১৭০০	১১৫৯	০	০

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.১	কর্মসম্পাদনে গতিশীলতা আনয়ন ও সেবার মান বৃদ্ধি	১১	[এম.১.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগে ই-ফাইলিং পদ্ধতি বাস্তবায়ন	[এম.১.১.১] ই-ফাইলে নথি নিষ্পত্তিকৃত	%	২	৭০	৬৫	৬০	৫৫	৫০	৪৯.২৫	০	০
				[এম.১.১.২] সকল শাখায় ই-নথি ব্যবহার	%	১	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	৮৬	৮৬	০.৮৬
			[এম.১.২] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃকডিজিটাল সেবা চালু করা	[এম.১.২.১] ন্যূনতম একটি নতুন ডিজিটাল সেবা চালুকৃত	তারিখ	১	১৫-০২-২০২০	১৫-০৩-২০২০	৩১-০৩-২০২০	৩০-০৪-২০২০	৩০-০৫-২০২০		০	
			[এম.১.৩] মন্ত্রণালয়/বিভাগ কর্তৃক উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন	[এম.১.৩.১] ন্যূনতম একটি নতুন উদ্ভাবনী উদ্যোগ/ক্ষুদ্র উন্নয়ন প্রকল্প চালুকৃত	তারিখ	১	১১-০৩-২০২০	১৮-০৩-২০২০	২৫-০৩-২০২০	০১-০৪-২০২০	০৮-০৪-২০২০	২৭-০৯-২০১৯	১০০	১
			[এম.১.৪] প্রতিটি শাখায় বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণয়ন ও বিনষ্ট করা	[এম.১.৪.১] বিনষ্টযোগ্য নথির তালিকা প্রণীত	তারিখ	০.৫	১০-০১-২০২০	১৭-০১-২০২০	২৪-০১-২০২০	২৮-০১-২০২০	৩১-০১-২০২০	১২-০১-২০২০	৯৮	০.৪৯
				[এম.১.৪.২] প্রণীত তালিকা অনুযায়ী বিনষ্টকৃত নথি	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০		০	
			[এম.১.৫] সেবা সহজিকরণ	[এম.১.৫.১] ন্যূনতম একটি সেবা সহজিকরণ প্রসেস ম্যাপসহ সরকারি আদেশ জারিকৃত	তারিখ	০.৫	১৫-১০-২০১৯	২০-১০-২০১৯	২৪-১০-২০১৯	২৮-১০-২০১৯	৩০-১০-২০১৯	১৫-১০-২০১৯	১০০	০.৫

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[এম.১.৫] সেবা সহজিকরণ	[এম.১.৫.২] সেবা সহজিকরণ অধিক্ষেত্রে বাস্তবায়িত	তারিখ	০.৫	১৫-০৪-২০২০	৩০-০৪-২০২০	১৫-০৫-২০২০	৩০-০৫-২০২০	১৫-০৬-২০২০	১১-০৯-২০১৯	১০০	০.৫
			[এম.১.৬] পিআরএল শুরুর ১ মাস পূর্বে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীর পিআরএল ও ছুটি নগদায়নপত্র জারী করা	[এম.১.৬.১] পি আর এল আদেশ জারিকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০			১০০	১০০	০.৫
				[এম.১.৬.২] ছুটি নগদায়ন পত্র জারিকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০			১০০	১০০	০.৫
			[এম.১.৭] শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদান	[এম.১.৭.১] নিয়োগ প্রদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি জারিকৃত	%	০.৫	৮০	৭০	৬০	৫০		১০০	১০০	০.৫
				[এম.১.৭.২] নিয়োগ প্রদানকৃত	%	০.৫	৮০	৭০	৬০	৫০		১০৫	১০০	০.৫
			[এম.১.৮] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি	[এম.১.৮.১] বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকৃত	%	১	৫০	৪৫	৪০			৭.০১	০	০
			[এম.১.৯] তথ্যবাতায়ন হালনাগাদকরণ	[এম.১.৯.১] মন্ত্রণালয়/বিভাগের সকল তথ্যহালনাগাদকৃত	%	১	১০০	৯০	৮০			১০০	১০০	১

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
এম.২	দাপ্তরিক কর্মকান্ডে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি ও জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ	৮	[এম.২.১] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন	[এম.২.১.১] সরকারি কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজিত	জনঘন্টা	১	৬০					৩৯.০১	০	০
				[এম.২.১.২] বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির সকল প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ে অনলাইনে দাখিলকৃত	সংখ্যা	১	৪					৫	১০০	১
				[এম.২.১.৩] এপিএ টিমের মাসিক সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০			১০০	১০০	০.৫
				[এম.২.১.৪] দপ্তর/সংস্থার ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অর্ধবার্ষিক মূল্যায়ন প্রতিবেদন পর্যালোচনান্তে ফলাবর্তক (feedback) প্রদত্ত	তারিখ	০.৫	৩১-০১-২০২০	০৭-০২-২০২০	১০-০২-২০২০	১১-০২-২০২০	১৪-০২-২০২০	৩১-০১-২০২০	১০০	০.৫
			[এম.২.২] জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন	[এম.২.২.১] জাতীয় শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫		১০০	১০০	১
				[এম.২.২.২]২০১৮-১৯অর্থ বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন ওয়েবসাইটে প্রকাশিত	তারিখ	১	১৫-১০-২০১৯	১৫-১১-২০১৯	১৫-১২-২০১৯	১৫-০১-২০২০	৩১-০১-২০২০	১৫-১০-২০১৯	১০০	১
			[এম.২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[এম.২.৩.১] নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অভিযোগ নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	১০০	৯০	৮০	৭০		১০০	১০০	০.৫

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[এম.২.৩] অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা বাস্তবায়ন	[এম.২.৩.২] অভিযোগ নিষ্পত্তি সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	১২	১১	১০	৯		১১	৯০	০.৪৫
			[এম.২.৪] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকরণ ও বাস্তবায়ন	[এম.২.৪.১] সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি হালনাগাদকৃত	%	১	৯০	৮০	৭০	৬০		১০০	১০০	১
				[এম.২.৪.২] নির্ধারিত সময়ে ত্রৈমাসিক বাস্তবায়ন প্রতিবেদন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৩	২			৪	১০০	০.৫
				[এম.২.৪.৩] সেবাগ্রহীতাদের মতামত পরিবীক্ষণ ব্যবস্থা চালুকৃত	তারিখ	০.৫	৩১-১২-২০১৯	১৫-০১-২০২০	০৭-০২-২০২০	১৭-০২-২০২০	২৮-০২-২০২০	১০-১০-২০১৯	১০০	০.৫
এম.৩	আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন	৬	[এম.৩.১] বাজেট বাস্তবায়নে উন্নয়ন	[এম.৩.১.১] বাজেট বাস্তবায়ন পরিকল্পনা প্রণীত	তারিখ	০.৫	১৬-০৮-২০১৯	২০-০৮-২০১৯	২৪-০৮-২০১৯	২৮-০৮-২০১৯	৩০-০৮-২০১৯	১৬-০৮-২০১৯	১০০	০.৫
				[এম.৩.১.২] ত্রৈমাসিক বাজেট বাস্তবায়ন প্রতিবেদন দাখিলকৃত	সংখ্যা	০.৫	৪	৩				৪	১০০	০.৫
			[এম.৩.২] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়ন	[এম.৩.২.১] বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) বাস্তবায়িত	%	২	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৭১.১০	০	০

							পরিমাপের মান							
ক্রমিক নম্বর	কৌশলগত উদ্দেশ্য	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান	কার্যক্রম	কর্মসম্পাদন সূচক	একক	কর্মসম্পাদন সূচকের মান	অসাধারণ	অতি উত্তম	উত্তম	চলতি মান	চলতি মানের নিম্নে	বার্ষিক অর্জন	খসড়া স্কোর	ওয়েটেড স্কোর
							১০০%	৯০%	৮০%	৭০%	৬০%			
			[এম.৩.৩] বার্ষিক ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়ন	[এম.৩.৩.১] ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়িত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	৪০০	১০০	০.৫
			[এম.৩.৪] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি কার্যক্রমের উন্নয়ন	[এম.৩.৪.১] ত্রিপক্ষীয় সভায় নিষ্পত্তির জন্য উপস্থাপিত অডিট আপত্তি	%	০.৫	৬০	৫৫	৫০	৪৫	৪০	১০০	১০০	০.৫
				[এম.৩.৪.২] অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকৃত	%	০.৫	৫০	৪৫	৪০	৩৫	৩০	২.৪৩	০	০
			[এম.৩.৫] টেলিফোন বিল পরিশোধ	[এম.৩.৫.১] টেলিফোন বিল পরিশোধিত	%	০.৫	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০	০.৫
			[এম.৩.৬] বিসিসি/বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট বিল পরিশোধ	[এম.৩.৬.১] ইন্টারনেট বিল পরিশোধিত	%	১	১০০	৯৫	৯০	৮৫	৮০	১০০	১০০	১
													মোট সংযুক্ত স্কোর:	৭৫.৪৭

*সাময়িক (provisional) তথ্য

ছবি ৩.২: জাতীয় শোক দিবস/২০১৯ উপলক্ষে স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

১৮ আগস্ট ২০১৯ তারিখে স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৪তম শাহাদাত বার্ষিকী ও জাতীয় শোক দিবস/২০১৯ উপলক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিলে বক্তব্য রাখছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

ছবি ৩.৩: - স্মৃতি জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ

১৭ মার্চ, ২০২০ তারিখে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মাননীয় মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমপির নেতৃত্বে ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন সকল দপ্তর/সংস্থার কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ ভূমি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে রাজধানীর ধানমন্ডির ৩২ নম্বর রোডে বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

ছবি ৩.৪: মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে অনুদান

০৫ মে, ২০২০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব ড. আহমদ কায়কাউসের নিকট মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলে করোনা মোকাবেলায় ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাধীন সকল কর্মকর্তা-কর্মচারিদের এক দিনের বেতন অনুদান হিসেবে প্রদানের চেক হস্তান্তর করেন ভূমি সচিব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী

ছবি ৩.৫: মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর সন্দ্বীপ উপজেলার ভাষানচর পরিদর্শন করেন

০৪ মার্চ, ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী সন্দ্বীপ উপজেলার ভাষানচর পরিদর্শন করেন। আশ্রয়ণ-৩ প্রকল্প পরিচালক কমোডর এ এ মামুন চৌধুরী এ সময় মন্ত্রীকে ভাষানচরে স্বাগত জানান এবং ব্রিফ করেন। এসময় স্থানীয় সংসদ সদস্য মাহফুজুর রহমান মিতা ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী উপস্থিত ছিলেন

চতুর্থ অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অনুবিভাগ ও শাখার কার্যক্রম

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রণালয়ের কার্যাবলীকে বিভিন্ন অনুবিভাগ, অধিশাখা ও শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন শাখায় সম্পাদিত কার্যাবলী নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

৪.১ খাসজমি

৪.১.২ ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত

ভূমি হচ্ছে মৌলিক প্রাকৃতিক সম্পদ, যা মানুষের নিত্য প্রয়োজনীয় সকল চাহিদার উৎস। বাংলাদেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে মাথাপিছু ভূমির পরিমাণ ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া অর্থনৈতিক অগ্রগতির সাথে সাথে দেশের শিল্পায়ন ও নগরায়ণের প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং নদী ভাঙ্গনসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ক্রমশই কৃষি ভূমির পরিমাণ সংকুচিত হচ্ছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাধীনে দু' প্রকারের খাসজমি আছে, কৃষি খাসজমি এবং অকৃষি খাসজমি। সারাদেশে মোট কৃষি খাসজমির পরিমাণ ১৮৩০৬৮৯.০০৪৯ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য কৃষি খাসজমির পরিমাণ ৪৮১৪৩২.৫৮৮৮ একর। সারাদেশে অকৃষি খাসজমির পরিমাণ ২৩৬৩৭১০.১৫৬০ একর। এর মধ্যে বন্দোবস্তযোগ্য অকৃষি খাসজমির পরিমাণ ১২৫১৫৯.১৬৫০ একর।

টেবিল ৪.১: বিভাগভিত্তিক কৃষি ও অকৃষি খাসজমির তথ্য

বিভগের নাম	মোট খাসজমি (একরে)			বন্দোবস্তযোগ্য খাসজমি (একরে)		মোট খাসজমি (একরে)
	কৃষি	অকৃষি	কৃষি/অকৃষি মোট	কৃষি	অকৃষি	কৃষি/অকৃষি মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ঢাকা	১৬৮৯৫০.৯৮৯৯	২৮৫৯২৯.৭১৩	৪৫৪৮৮০.৭০২৯	৮১৫০০.৮৮৩৪	১১১৯০.৪৩৮৪	৯২৬৯১.৩২১৮
চট্টগ্রাম	৮৪৬৪৬৯.১৫৬৭	১৩৫০৫৭৯.৭২৭৫	২১৯৭০৪৮.৮৮৪২	১৫৩৩০৮.৭৩৪৫	৮৯৮২৩.১১২০	২৪৩১৩১.৮৪৬৫
রাজশাহী	১১১৩৪৬.৭৫৫৬	১৬৬৫৯০.৫৬৮৩	২৭৭৯৩৭.৩২৩৯	৩৭৭৭৫.৯৫৭৮	২৬৩৬.৯৬৬৬	৪০৪১২.৯২৪৪
খুলনা	৯৪৫০১.৩৫৭৬	১৩২৭৫৭.০৯৪৪	২২৭২৫৮.৪৫২	৪৯৫৮.১৮২৫	৮৬৭.২৮৯৯	৫৮২৫.৪৭২৪
ময়মনসিংহ	১১৪৮২১.৬৮৫১	৯১১৬০.৩৯	২০৫৯৮২.০৭৫১	৫৬৫৫৩.৩৪৮১	৪৩৬৫.৪৫৫১	৬০৯১৮.৮০৩২
রংপুর	১৩৭৭৯৬.৩০	১১৮২৫৮.০০	২৫৬০৫৪.৩০	৬৭৫৫২.৯৯	২০৯৪.৬৫	৬৯৬৪৭.৬৪
সিলেট	১৫৮২৯৯.৯৫	২১৬৮১৬.৯৫৬	৩৭৫১১৬.৯০৬	৬১৮৪৯.৬৫৭	১৩০৫২.৭১৩	৭৪৯০২.৩৭
বরিশাল	১৯৮৫০২.৮১	১৬১৭.৭০৭১	২০০১২০.৫১৭১	১৭৯৩২.৮৩৫৫	১১২৮.৫৪	১৯০৬১.৩৭৫৫
সর্বমোট	**১৮৩০৬৮৯.০০৪৯**	**২৩৬৩৭১০.১৫৬০**	**৪১৯৪৩৯৯.১৬১২**	**৪৮১৪৩২.৫৮৮৮**	**১২৫১৫৯.১৬৫**	**৬০৬৫৯১.৭৫৩৮**

ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণাধীনে খাসজমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পৃথক দুটি নীতিমালা রয়েছে। কৃষি এবং অকৃষি খাসজমি বিতরণ কার্যক্রম স্বচ্ছ ও গতিশীল করার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার কর্তৃক কৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা,১৯৯৭ এর আলোকে সারাদেশে ২০০৯ হতে ২০২০ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে ৩০৮৯৬৫ টি ভুমিহীন পরিবারকে মোট ১৫৪৬৬৫.৮০৯৪ (এক লক্ষ চুয়ান্ন হাজার ছয় শত পঁয়ষট্টি দশমিক আট শূন্য নয় চার) একর কৃষি খাসজমি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ১৫৯২১ টি ভূমিহীন পরিবারকে মোট ২৫৭৭.১৮ (দুই হাজার পাঁচশত সাতাত্তর দশমিক এক আট) একর খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে। কৃষি খাসজমি ভূমিহীনদের মধ্যে বন্দোবস্তের মাধ্যমে দেশের বেকার জনগোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য অংশের পুনর্বাসনের সাথে সাথে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃষক পরিবারকে সরাসরি সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। ফলে এ সকল কৃষক পরিবার স্বনির্ভরতা অর্জনসহ দেশের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচি বাস্তবায়নে অবদান রাখছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় খাসজমি বন্দোবস্ত প্রাপ্ত ভূমিহীন পরিবার এবং তাদের নামে বন্দোবস্ত দেয়া খাসজমির পরিমাণ (বিভাগভিত্তিক তালিকা)।

টেবিল ৪.২: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ

বিভাগের নাম	বন্দোবস্তকৃত কৃষি খাসজমি (একর)	ভূমিহীন পরিবার
ঢাকা	৩৮৯.৬৩	২০৮৮
চট্টগ্রাম	৬৭.৪০৩৮	৯৩৭
রাজশাহী	৫২.৩১	৭৯৩
খুলনা	৬২.৫৬	৬৬৩
ময়মনসিংহ	১২৪৯.৩২৯	৭৫৫২
রংপুর	২১৭.৪৫	১৪০৮
সিলেট	২১৫.৯৪২৩	১১১১
বরিশাল	৩২২.৫৫৪৫	১৩৬৯
সর্বমোট	**২৫৭৭.১৮**	**১৫৯২১**

অপরদিকে, অকৃষি খাসজমি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্ত নীতিমালা,১৯৯৫ এর আওতায় দেশের শিল্প-বাণিজ্য ও উৎপাদন বৃদ্ধিতে এবং বিভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সরকারি-আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বৃদ্ধিতে এবং গবাদি পশু ও হাঁস-মুরগির খামার স্থাপনে বিভিন্ন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নামে এবং মুক্তিযোদ্ধা সংসদের অনুকূলে অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অনুকূলে মোট ১৮৬৪.৪২৫২ (এক হাজার আটশত চৌষট্টি দশমিক চার দুই পাঁচ দুই) একর অকৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করা হয়েছে।

টেবিল ৪.৩: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন সংস্থাকে খাস জমি বরাদ্দের পরিমাণ

সরকারি দপ্তর (একরে)	বেজা (একরে)	হাইটেক পার্ক (একরে)	মুক্তিযোদ্ধা কমপ্লেক্স (একরে)	বিভিন্ন বাহিনী (একরে)	ব্যক্তি,শিক্ষা,ধর্মীয় ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান (একরে)	মোট (একরে)
২৫.৩১১৫	১৫১৪.৪৯২	৮২.৬৮	০.৩৮	১৬৩.৬৮৫	৭৬.৮৭৬৬	**১৮৬৪.৪২৫২**

<u>৪.১.২ চা বাগান</u>

সিলেট, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার ও চট্টগ্রাম জেলার অধিকাংশ চা বাগানের মালিক সরকারের পক্ষে ভূমি মন্ত্রণালয়। চা ভূমির লিজ প্রদান, লিজ নবায়ন, উপযুক্ত জমিতে নতুন চা বাগান সৃজন ভূমি মন্ত্রণালয়ের একটি নিয়মিত কার্যক্রম। বর্তমানে সরকারি চা বাগানের সংখ্যা ১৬০ টি। ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা ২১টি এবং ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা ১৩৯টি। চা বাগান ইজারা প্রদান ও ইজারা নবায়ন এবং নতুন ভূমিতে চা বাগান সৃজন বিষয়ক একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। সম্প্রতি বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করা হয়েছে। এছাড়া ইজারা বহির্ভূত বাগানগুলোকে ব্যবস্থাপনার আওতায় নিয়ে আসার কর্মসূচিও হাতে নেয়া হয়েছে।

সারা দেশে জেলাভিত্তিক মোট চা বাগানের তালিকা, ইজারাকৃত চা বাগানের তালিকা এবং ইজারাবিহীন চা বাগানের তালিকা নিম্নে "ছক" আকারে উপস্থাপন করা হলো:

টেবিল ৪.৪: সারাদেশে মোট চা বাগানের জেলাভিত্তিক তালিকা

	জেলার নাম	মোট চা বাগানের সংখ্যা	ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা	ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা
০১।	সিলেট	১৯	১৫	০৪
০২।	হবিগঞ্জ	২৪	২৩	০১
০৩।	মৌলভীবাজার	৯২	৮৪	০৮
০৪।	চট্টগ্রাম	২৩	১৭	০৬
০৫।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	০১	-	০১
০৬।	রাঙ্গামাটি	০১	-	০১
	মোট	**১৬০**	**১৩৯**	**২১**

বাংলাদেশ চা বোর্ডের তালিকা অনুযায়ী মোট চা বাগানের সংখ্যা উল্লিখিত ৬ জেলায় সর্বমোট ১৬০টি। সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন উপরোক্ত ১৬০ টি চা বাগান ছাড়াও পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় বেসরকারি উদ্যোগে ব্যক্তিগত জমিতে ২৬ টি চা বাগান সৃজন করা হয়েছে।

চা বাগান সংক্রান্ত কিছু তথ্যাদি

- ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মোট চা বাগানের সংখ্যা - ১৬০টি।
- ইজারাকৃত চা বাগানের সংখ্যা - ১৩৯টি।
- ইজারাবিহীন চা বাগানের সংখ্যা - ২১টি।
- ২০১০ সালে চা বাগান ইজারা চুক্তি/নবায়ন চুক্তির শর্তাবলী আধুনিকীকরণ করে একটি গেজেট প্রকাশিত হয়েছে।
- চা বাগানের ভূমি ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা, ২০১৭ জারি করা হয়েছে।

চার্ট ৪.১: কৃষি ও অকৃষি জমির বরাদ্দের হার (শতাংশে)

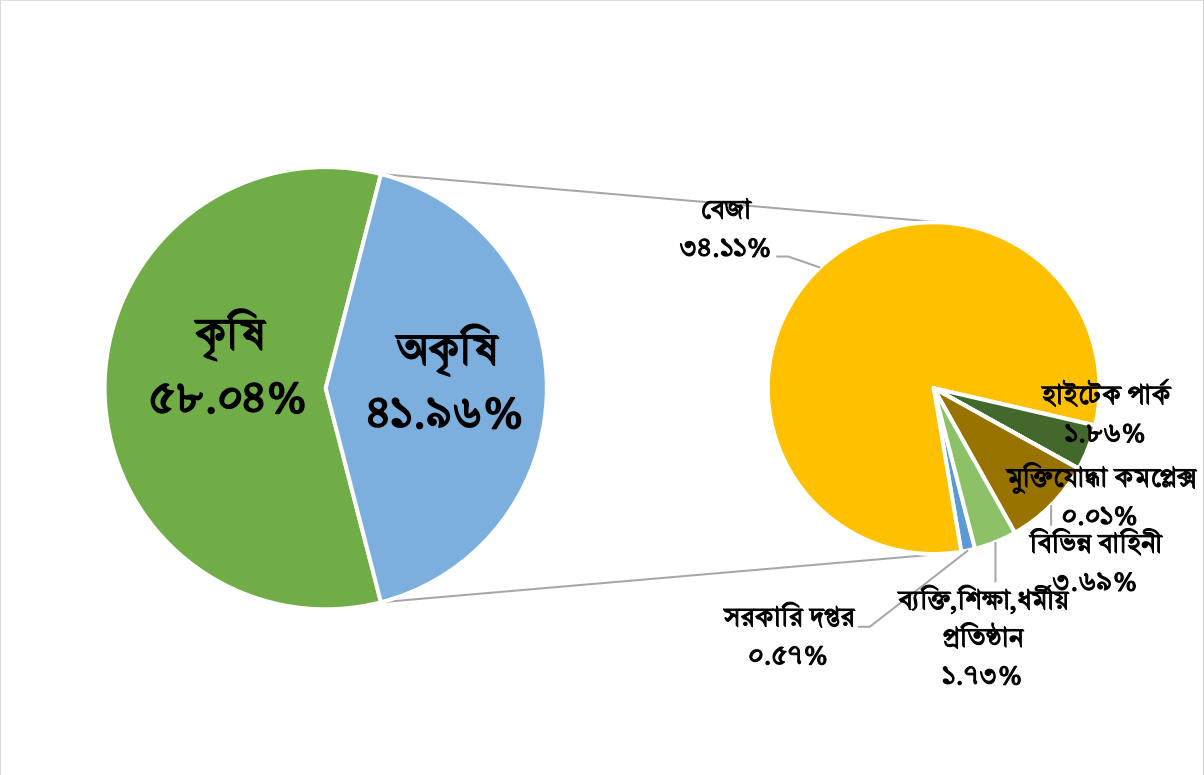

ছবি ৪.১: ই-মিউটেশন প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

১০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৯ তারিখে খুলনা বিভাগের ৭ টি জেলা - খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, কুষ্টিয়া, মাগুরা, সাতক্ষীরা, নড়াইল এবং বাগেরহাট জেলায় অনুষ্ঠিত ৪ দিন ব্যাপী ই-মিউটেশন প্রশিক্ষণ কোর্স সচিবালয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষ থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে উদ্বোধন করেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

৪.২ প্রশাসন

৪.২.১ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে):

টেবিল ৪.৫: ভূমি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা (রাজস্ব বাজেটে)

	সংস্থার স্তর	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্যপদ	বছরভিত্তিক সংরক্ষিত (রিটেনশনকৃত) অস্থায়ী পদ
	১	২	৩	৪	৫
	ভূমি মন্ত্রণালয়	১৬১	১০৩	৫৮	
	মাঠ প্রশাসন	১১,৩৬১	৭,১৭৬	৪,১৮৫	
	ভূমি আপীল বোর্ড	৫০	৪০	১০	
	ভূমি সংস্কার বোর্ড	১০৬	৮৭	১৯	
	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৭,৬৪২	২,৫৬২	৫,০৮০	০৬
	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৪২	৩৮	০৫	১৫
	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর	২৭৯	২৪৭	৩২	-
	মোট	১৯,৬৪১	১০,২৫৩	৯,৩৮৯	২১

৪.২.২ শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ:

টেবিল ৪.৬: শূন্যপদ পূরণে সমস্যার কারণ

	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	পদের নাম	শূন্যপদ	শূন্যপদ
	১	২	৩	৪
	ভূমি মন্ত্রণালয়			মহামান্য সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে ১২৩৭/২০১৭ নম্বর রিট মোকদ্দমা দায়ের হওয়ায় নিয়োগ কার্যক্রম স্থগিত করা হয়। বর্তমানে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণের জন্য রিট মোকদ্দমা নিষ্পত্তির বিষয়ে আইনী প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।
	মাঠ প্রশাসন			মহান সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগের সিভিল আপীল নং ৪৮/২০১১ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে পরিপ্রেক্ষিতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের নিয়োগ বিধিমালাসমূহ বাতিল হওয়ায় "ভূমি সহকারী কর্মকর্তা ও ভূমি উপসহকারী কর্মকর্তা নিয়োগ বিধিমালা ২০২০" এবং "ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন মাঠ পর্যায়ে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের নিয়োগ বিধিমালা ২০২০" নামে দুটি নিয়োগ বিধিমালা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নিয়োগ বিধিমালা পরীক্ষণ সংক্রান্ত উপকমিটির, প্রশাসনিক উন্নয়ন সংক্রান্ত সচিব কমিটি, বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের অনুমোদন শেষে ভেটিংয়ের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ, আইন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। নিয়োগ বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন

	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	পদের নাম	শূন্যপদ	শূন্যপদ
				হলে দ্রুত শূন্য পদ পূরণ করা যাবে।
	ভূমি আপীল বোর্ড	-	-	-
	ভূমি সংস্কার বোর্ড	-	-	-
	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	-	-	সংবিধানের ৭ম সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত ৬৯৬/২০১০ নম্বর রায়ের প্রেক্ষিতে অধিদপ্তর ও এর অধীন সেটেলমেন্ট প্রেস ও জোনসমূহের ৩টি নিয়োগবিধি অকার্যকর হওয়ায় এবং নতুন নিয়োগবিধি প্রণীত না হওয়ায় পদসমূহ শূন্য রয়েছে। নতুন নিয়োগবিধি প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।
	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	-	-	প্রকাশনা কর্মকর্তা পদে নিয়োগের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও পুলিশ ভেরিভিকেশন প্রতিবেদন প্রাপ্তিতে দীর্ঘসূত্রিতা।
	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর	-	-	রিট পিটিশন নম্বর- ৩৮২৯/২০১৮ ও ৩৮৩০/২০১৮ উচ্চতর আদালতে বিচারাধীন থাকায় ৩য় শ্রেণির ১৩ (তের) টি নিরীক্ষক (রাজস্ব) ও ০৯ (নয়) টি অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক এর শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

৪.২.৩ ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার অডিট আপত্তি (২০১৯-২০ অর্থবছর):

টেবিল ৪.৭: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর সংস্থার অডিট আপত্তি

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ভূমি মন্ত্রণালয়	৪১	.৭৮৮৮ (প্রায়)	-	-	-	৪১	.৭৮৮৮ (প্রায়)
ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাঠ পর্যায়ের (জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন)	৩৬	২.৭১ (প্রায়)	২০	১২	.০৯৮৪ (প্রায়)	২৪	২.৬১১৬ (প্রায়)
ভূমি আপীল বোর্ড	১৯	০.৪৩১৭	০৯	-	-	১৯	০.৪৩১৭
ভূমি সংস্কার বোর্ড	-	-	-	-	-	-	-
ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৩৯২	১.২৭২৮	৪১২	৩২৫	০.২৩৫৫	৮৭	১.০৩৭৩
ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	-	-	-	-	-	-	-
হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর	-	-	-	-	-	-	-
সর্বমোট	**৪৮৮**	**৫.২০৩৩**	**৪৪১**	**৩৩৭**	**.৩৩৩৯**	**১৭১**	**৪.৮৬৯৪**

৪.২.৪ মাঠ প্রশাসন (ভূমি ব্যবস্থাপনা):

ভূমি মন্ত্রণালয় এবং তার আওতাধীন দপ্তর/সংস্থায় মোট অনুমোদিত পদ ৩৫৩৮৮টি। তার তন্মধ্যে পূরণকৃত পদ ২৬৬৩০টি এবং শূন্য পদের সংখ্যা ৮৭৫৮টি। শূন্য পদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ৫৫৭টি, ২য় শ্রেণীর ৫৩৬টি এবং ৩য় শ্রেণীর ৫০৮০টি এবং ৪র্থ শ্রেণীর পদ ২৫৮৫টি। শূন্য পদের মধ্যে ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরের শূন্যপদ ৪৬০৮টি । নিয়োগবিধি চূড়ান্ত না থাকায় উক্ত শূন্যপথসমূহে নিয়োগ দেয়া সম্ভব হচ্ছেনা।

সারা দেশে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর মঞ্জুরীকৃত পদ ৫১০ টি। এর মধ্যে সহকারী কমিশনার (ভূমি) পদে কর্মরত রয়েছে মোট ৫১০ জন।

ভূমি মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগের প্রেক্ষিতে সারাদেশে সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক সকল ধরণের সরকারী ভূমি যথাযথভাবে সংরক্ষণ, মোবাইল কোর্ট, বিভিন্ন তদন্ত/পরিদর্শন এবং উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের ৪৯৪টি কার্যালয়ের সাংগঠনিক কাঠামোতে ০১ (এক)টি করে ডাবল কেবিন পিক আপ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে প্রতি ইউনিট ৫১,২৯,৫০০/-(একান্ন লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা হিসেবে ৯৬টি, ২০১৭-১৮ অর্থবছরে প্রতি ইউনিট ৫০,২৯,৫০০/-(পঞ্চাশ লক্ষ উনত্রিশ হাজার পাঁচশত) টাকা হিসেবে ১৯২টি ও ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রতি ইউনিট ৫০,০০,০০০/-(পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা হিসেবে ২০৬টি ডাবল কেবিন পিক-আপ ক্রয় করা হয় এবং ইতোমধ্যে উক্ত গাড়িসমূহ সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের অনুকূলে হস্তান্তর করা হয়।

পরবর্তীতে নতুনভাবে সৃজিত চট্টগ্রাম মহানগর এলাকার বাকলিয়া, কাট্টলী ও পতেঙ্গা রাজস্ব সার্কেল অফিস, চট্টগ্রাম জেলার কর্ণফুলী উপজেলা ভূমি অফিস, সিলেট সিটি-কর্পোরেশন এলাকার মহানগর রাজস্ব সার্কেল ভূমি অফিস ও ওসমানীনগর উপজেলা ভূমি অফিস, বান্দরবন পার্বত্য জেলার রোয়াংছড়ি, রুমা, থানচি, আলীকদম ও নাইক্ষ্যংছড়ি উপজেলা ভূমি অফিস, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার বাঘাইছড়ি, কাপ্তাই ও কাউখালী উপজেলা ভূমি অফিস, খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার পানছড়ি ও লক্ষীছড়ি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ময়মনসিংহ জেলার তারাকান্দা উপজেলা ভূমি অফিসের সাংগঠনিক কাঠামোতে ০১টি করে সর্বমোট ১৭টি ডাবল কেবিন পিকআপ সকল আনুষ্ঠানিকতা শেষে গত ১৫/১২/২০১৯ তারিখে ৯৬৭ নম্বর স্মারকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে । উক্ত গাড়িসমূহ ক্রয়ের কার্যক্রম চলমান। জেলায় রাজস্ব প্রশাসনে ১৬ গ্রেডের ৪২৭ টি ও ২০ গ্রেডের ৫৪৬টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র দেয়া হয়েছে। ভূমি সংস্কার বোর্ডের ৫টি পদে নিয়োগের ছাড়পত্র প্রদান করা হয়েছে।

সারাদেশে ০৭টি পদে ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা বর্তমানে পদায়িত রয়েছেন। রেভিনিউ ডেপুটি কালেক্টর হিসাবে কোন কর্মকর্তা পদায়ন নেই। ২৮-১২-২০১৬ তারিখ থেকে মাঠ পর্যায়ের কর্মরত কর্মকর্তাদের বিভিন্ন প্রকার ছুটি পিআরএল ও পেনশন মঞ্জুরির ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

ছবি ৪.২: 'সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের অনুকূলে ডাবল কেবিন পিক-আপ হস্তান্তর অনুষ্ঠান

১৯ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি মাঠ পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি)দের অনুকূলে ডাবল কেবিন পিক-আপ হস্তান্তর অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৪.২.৫ প্রশিক্ষণ ও শৃঙ্খলা

টেবিল ৪.৮: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্যাদি

	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রশিক্ষণ কর্মসূচির মোট সংখ্যা	মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা
	১	২	৩
	ভূমি মন্ত্রণালয়	০৮	৫৪
	ভূমি আপীল বোর্ড	-	-
	ভূমি সংস্কার বোর্ড	১৩১	৩,৮৯০
	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	২৫	৯৪৯
	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	৫১	১,৯৪৭
	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর	-	-
	মোট	**২১৫**	**৬,৮৪০**

টেবিল ৪.৯: ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় / আপিল মামলা সংক্রান্ত তথ্যাদি

	মন্ত্রণালয়/দপ্তর/অধিদপ্তর	প্রতিবেদনাধীন অর্থ-বছরে (২০১৯-২০) মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/ সংস্থাসমূহে পুঞ্জিভূত মোট বিভাগীয় মামলার সংখ্যা	প্রতিবেদনাধীন বছরে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা				অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলার সংখ্যা
			চাকুরিচ্যুতি/ বরখাস্ত	অব্যাহতি	অন্যান্য দণ্ড	মোট	
	১	২	৩	৪	৫	৬	৭
	ভূমি মন্ত্রণালয়	১১৪	০৮	১৮	১৯	৪৫	৬৯
	ভূমি আপীল বোর্ড	০২	-	-	-	০২	০২
	ভূমি সংস্কার বোর্ড	-	-	-	-	-	-
	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	২১	০২	০১	০২	০৫	১৬
	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র	-	-	-	-	-	-
	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর	-	-	-	-	-	-
	মোট	১৩৭	১০	১৯	২১	৫২	৮৭

৪.৩ সায়রাত মহল

জলমহাল, বালুমহাল, চিংড়িমহাল, লবণমহাল, হাটবাজার ব্যবস্থাপনা এবং অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের সায়রাত অনুবিভাগকে ০২টি শাখায় বিভক্ত করা হয়েছে। সায়রাত শাখা-০১ হতে জলমহাল ব্যবস্থাপনার কার্যাদি নিষ্পন্ন করা হয় এবং সায়রাত শাখা-২ হতে বালুমহাল, লবণমহাল, চিংড়িমহাল, হাটবাজার ইত্যাদি ব্যবস্থাপনা ও অন্যান্য মহাল সংক্রান্ত কার্যাদি নিষ্পন্ন করা হয়। দেশের জলমহাল ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমান সরকারের মেয়াদ শুরুর প্রাক্কালে সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি ,২০০৯ প্রণীত হয়েছে ।

(ক) সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি,২০০৯ অনুযায়ী উন্নয়ন প্রকল্পে জলমহাল ইজারার তথ্যাদি-

- ১৪২৬-১৪৩১ বাংলা সন মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর অনুকূলে ইজারাকৃত জলমহালের সংখ্যা-১৪৫টি। রাজস্বের পরিমাণ ১৪,০৩,৯৮,৭০১.০০ (চৌদ্দ কোটি তিন লক্ষ আটানব্বই হাজার সাতশত এক টাকা) ।
- ১৪২৭-১৪৩২ বাংলা সন মেয়াদে উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি লিমিটেড এর অনুকূলে ইজারাকৃত জলমহালের সংখ্যা-১৪০টি । রাজস্বের পরিমাণ ৯,৭৯,৮৮,৭২০.০০ (নয় কোটি উনআশি লক্ষ আটাশি হাজার সাতশত বিশ টাকা) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। যা আদায়ের বিষয়ে প্রক্রিয়াধীন।

(খ) জলমহালের সংখ্যা:

- জেলা প্রশাসকগণের প্রেরিত তথ্যের ভিত্তিতে ২০ একরের উর্ধ্বে ও নীচে ৩৮,০৪৪টি (আটত্রিশ হাজার চুয়াল্লিশ)

(গ) রাজস্ব আয়:

- ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে জলমহাল হতে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ১০১,১১,০৪,৮১১/- (একশত এক কোটি এগার লক্ষ চার হাজার আটশত এগার) টাকা মাত্র;

(ঘ) মাছের বংশ বৃদ্ধি এবং মা মাছ সংরক্ষণের জন্য দেশের বিভিন্ন জেলায় ঘোষিত অভয়াশ্রম::

- কামশন বিল, আউলা বিল, গলাচিপা কুম বিল, গাবতলী বিল এবং সৈয়দপুর কুম জলমহাল - গাজীপুর;
- মালিজি নদীর ধেয়ার কুর জলমহাল - শেরপুর ;
- যদুরিয়া বিল (হাইল হাওড়) ও চাপড়া মাগুরা বিল (বাইক্কা বিল) এবং হাকালুকি হাওড়, মাইছলার ডাক, টোলার বিল জলমহাল, রনচি বিল জলমহাল, কৈয়ার কোনা বিল জলমহাল - মৌলভীবাজার;
- কেন্দ্রী বিল, জলমহাল - সিলেট;
- টাংগুয়ার হাওড় - সুনামগঞ্জ ;

(ঙ) সমঝোতা স্মারকের মাধ্যমে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পে হস্তান্তরিত জলমহাল:-

- স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন হাওড় অঞ্চলের ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (হিলিপ) প্রকল্পের অধীন হস্তান্তরিত বিভিন্ন জেলার ১০টি জলমহাল।
- স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন Haor Infrastructure and Livelihood Improvement Project (হিলিপ) প্রকল্পে ১৪২৭ বাংলা সনের ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত বিভিন্ন জেলায় ১২টি জলমহাল হস্তান্তরের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের অধীন নিমগাছি সমাজভিত্তিক মৎস্য চাষ প্রকল্পে ১৪২৩-১৪২৮ বাংলা সন মেয়াদে পাবনা ও সিরাজগঞ্জ জেলায় ৭৮৩টি পুকুর হস্তান্তরিত রয়েছে।
- বরিশাল জেলার দূর্গাসাগর দিঘী।

(চ) নিম্নে বর্ণিত জলমহালগুলো মন্ত্রণালয় হতে নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে ঐতিহ্যবাহী/দর্শনীয় স্থান হিসেবে চিহ্নিত করে ইজারাবিহীন রাখা হয়েছে।:

- রামসাগর দিঘী - দিনাজপুর ;
- হুরা সাগর - সিরাজগঞ্জ ;
- কাপ্তাই লেক হ্রদ - রাঙ্গামাটি; (মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের অনুকূলে ১৪২৫-১৪৩০ বাংলা সন মেয়াদে ইজারাধীন রয়েছে। তবে দর্শনীয় স্থান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে)।
- দূর্গাসাগর দিঘী - বরিশাল।

টেবিল ৪.১০: ২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ইজারাকৃত জলমহাল থেকে আদায়কৃত এবং সরকারি কোষাগারে জমাকৃত অর্থের বিভাগওয়ারি বিবরণ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	(২০ (বিশ) একরের উপরে ও নীচে জলমহাল থেকে আদায়কৃত অর্থের পরিমাণ (টাকা)
১.	ঢাকা বিভাগ	১৯,৯৪,৯৭,৩৫৮.০০ (উনিশ কোটি চুরানব্বই লক্ষ সাতানব্বই হাজার তিনশত আটান্ন মাত্র)
২.	ময়মনসিংহ বিভাগ	৯,৬৭,০১,৭০৪.০০ (নয় কোটি সাতষট্টি লক্ষ এক হাজার সাতশত চার মাত্র)
৩.	চট্টগ্রাম বিভাগ	৪,৪১,২৭,৯৭৯.০০ (চার কোটি একচল্লিশ লক্ষ সাতাশ হাজার নয়শত উনাশি টাকা মাত্র)
৪.	সিলেট বিভাগ	৩৫,২২,০২,৭১৩.০০ (পঁয়ত্রিশ কোটি বাইশ লক্ষ দুই হাজার সাতশত তের টাকা মাত্র)
৫.	রাজশাহী বিভাগ	১৬,৭৪,৪৮,৯৬১.০০ (ষোল কোটি চুয়াত্তর লক্ষ আটচল্লিশ হাজার নয়শত একষট্টি টাকা মাত্র)
৬.	রংপুর বিভাগ	৭,১৪,৫০,১৬৪.০০ (সাত কোটি চৌদ্দ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার একশত চৌষট্টি টাকা মাত্র)
৭.	খুলনা বিভাগ	৭,৩৫,১১,৪০০.০০ (সাত কোটি পয়ত্রিশ লক্ষ এগার হাজার চারশত টাকা মাত্র)
৮.	বরিশাল বিভাগ	৬১,৬৪,৫৩২.০০ (একষট্টি লক্ষ চৌষট্টি হাজার পাচশত বত্রিশ টাকা মাত্র)
	সর্বমোট=	১০১,১১,০৪,৮১১.০০ (একশত এক কোটি এগার লক্ষ চার হাজার আটশত এগার টাকা মাত্র)।

৪.৩.১ হাট-বাজার

রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন,১৯৫০ এর ২০ ধারা মোতাবেক জমিদার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বাজারসমূহ সরকারের মালিকানায় ন্যস্ত হয়। হাট ও বাজার (স্থাপন ও অধিগ্রহণ) অধ্যাদেশ, ১৯৫৯ এর ৩ ধারা মোতাবেক (১) বর্তমানে বলবত অপর কোন আইনে যাহা কিছু বর্ণিত থাকুক না কেন সরকারী গেজেট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে সরকার ১৯৫০ সনের রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইনের আওতায় এবং উক্ত আইনের ধারা ৩৯ এ উপধারা (১) এর দফা (খ) এর আওতায় ক্ষতিপূরণ দেয়ার পর স্থাপিত যে কোন হাট ও বাজার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখ হতে অধিগ্রহণ করতে পারবে, (২) কোন হাট বা বাজার সম্পর্কিত বিষয়ে উপধারা (১) এর অধীন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করার তারিখ হতে অনুরূপ হাট বা বাজার দায়মুক্তভাবে সরকার বরাবর অর্পিত হবে, (৩)

উক্ত অধ্যাদেশের অধীন প্রণীত বিধির আলোকে নির্ধারিত পন্থায় উপধারা (১) এর অধীন প্রাপ্য ক্ষতিপূরণ কালেক্টর কর্তৃক নির্ধারিত হবে এবং স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে কালেক্টর কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে হবে।

সরকারি খাসমহালের অন্তর্ভুক্ত জমিতে স্থানীয় জনসাধারণের সুবিধার্থে কালেক্টর কর্তৃক প্রস্তাবিত হাট-বাজারসমূহ ভূমি ব্যবস্থাপনা ম্যানুয়াল, ১৯৯০-এর ২২৯ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রতিষ্ঠা বা বিলুপ্ত করা হয়। যে সূত্রেই বা যেখানেই প্রতিষ্ঠিত হউক না কেন এ সকল হাট বাজার সম্পূর্ণরূপে ভূমি মন্ত্রণালয়ের মালিকানায় ন্যস্ত। ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা ও পৌর কর্পোরেশন ইত্যাদি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক সাহায্য প্রদানের উদ্দেশ্যে হাট-বাজার হতে প্রাপ্ত আয় এ প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে বণ্টনের জন্য কেবলমাত্র ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব একটি নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য প্রদান করা হয়েছে ।

টেবিল ৪.১১: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে হাট-বাজার ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি

বিভাগের নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	অইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমান
ঢাকা	হাটবাজার	১৬৮১	১২৫১	৪৩০	৭৮,৯৪,০১,১২২/-
চট্টগ্রাম	হাটবাজার	১৬৯৮	১২৪৬	৪৫২	৬৮,১৭,৮৪,৮৩৮/-
রাজশাহী	হাটবাজার	১২৫৫	১০৩৩	২২২	১১৪,৪২,৬৫,১৮৮/-
খুলনা	হাটবাজার	১৪৮৬	১১৫৪	৩৩২	৪৬,০৯,১৭,৪২০/-
বরিশাল	হাটবাজার	১০৩৭	৭৯৯	২৩৮	২২,৬৪,০৫,৩২৩/-
সিলেট	হাটবাজার	৭৪৮	৪৩০	৩১৮	২০,৩৭,৬২,১৪০/-
রংপুর	হাটবাজার	১২৮১	৯৬৪	৩১৭	৯১,১৩,২১,৮০৩/-
ময়মনসিংহ	হাটবাজার	৯১২	৬২৭	২৮৫	৩৯,৪৭,৪২,৬৭২/-
	মোট	**১০০৯৮**	**৭৫০৪**	**২৫৯৪**	৪৮১,২৬,০০,৫০৬/-

*মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলা জনিত কারণে ১১০ টি হাট-বাজার ইজারা কার্যক্রম স্থগিত আছে।

সমগ্র দেশের ০৮ (আট)টি বিভাগে মোট হাট-বাজারের সংখ্যা ১০০৯৮টি, তন্মধ্যে ইজারা প্রদত্ত হাট-বাজার ৭৫০৪টি, ইজারাকৃত টাকার পরিমাণ ৪৮১,২৬,০০,৫০৬/- (চারশত একাশি কোটি ছাব্বিশ লক্ষ পাঁচশত ছয়) টাকা। উক্ত ইজারা মূল্যের ৫% ভূমি মন্ত্রণালয়ের আয় হিসেবে ভূমি রাজস্ব খাতে জমা হয়ে থাকে।

৪.৩.২ বালুমহাল

বালুমহাল ব্যবস্থাপনা, ইজারা প্রদান, এ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, বালুমহাল হতে পরিকল্পিতভাবে বালু ও মাটি উত্তোলন ও বিপণন, এর নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি সুষ্ঠুভাবে সমাধানের জন্য বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১০ প্রণয়ন করা হয় । উক্ত আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে বালুমহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা বিধিমালা-২০১১ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী বালুমহাল ঘোষণা, ইজারা প্রদান, বিপণন সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী জেলা প্রশাসকের নিয়ন্ত্রণে ন্যস্ত করা হয়েছে। সরকার ঘোষিত বালুমহালগুলো প্রতি বাংলা সনের ১ লা বৈশাখ হতে ৩০ চৈত্র পর্যন্ত ০১ (এক) বছরের জন্য উন্মুক্ত দরপত্রের মাধ্যমে ইজারা প্রদান করা হয়।

টেবিল ৪.১২: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বালুমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি

বিভাগের নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	অইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমান
ঢাকা	বালুমহাল	১০০	২৫	৭৫	৬,৫৫,৭৭,০৮৭/-
চট্টগ্রাম	বালুমহাল	১৭৩	১০৭	৬৬	১৪,২৮,২৫,৩০৪/-
রাজশাহী	বালুমহাল	৭৪	৫২	২২	২৭,৪৯,১৫,৬৬২/-
খুলনা	বালুমহাল	৫৫	১৮	৩৭	১,৯৭,৯১,৮৫৫/-
বরিশাল	বালুমহাল	৫০	৩৪	১৬	৩,৭৩,২১,৫৫২/-
সিলেট	বালুমহাল	৮৬	৩১	৫৫	১০,৭৬,২৯,৯৮৮/-
রংপুর	বালুমহাল	৫৭	৫১	০৬	৭,৬৪,৭৩,৫০৯/-
ময়মনসিংহ	বালুমহাল	৩৪	২৫	০৯	১৮,৫৫,৮৯,১৫১/-
	মোট	**৬২৯**	**৩৪৩**	**২৮৬**	**৯১,০১,২৪,১০৮/-**

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলা জনিত কারণে ২৭ টি বালুমহাল ইজারা কার্যক্রম স্থগিত আছে

সমগ্র দেশে ০৮ (আট)টি বিভাগে মোট বালুমহাল ৬২৯টি, ইজারাকৃত বালুমহাল ৩৪৩টি, ইজারা বাবদ প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ - ৯১,০১,২৪,১০৮/- (একানব্বই কোটি এক লক্ষ চব্বিশ হাজার একশত আট) টাকা। যা জেলা প্রশাসক কর্তৃক চালানের মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব খাতে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে।

৪.৩.৩ চিংড়িমহাল

চিংড়ি একটি ব্যাপক অর্থনৈতিক সম্ভাবনাময় পণ্য। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সম্ভাবনাময় এ খাতকে ব্যাপক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার চিংড়ি চাষের এলাকাসমূহকে চিংড়িমহাল হিসেবে ঘোষণার মাধ্যমে চিংড়িমহালের যথোপযুক্ত ব্যবস্থাপনা এবং চিংড়ি উৎপাদন বিষয়ে ভূমি সম্পৃক্ততা সম্পর্কিত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য চিংড়িমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯২ প্রণয়ন করেছে। এ নীতিমালার লক্ষ্য শুধু চিংড়ি উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন নহে, সে সাথে উৎপাদন সংশ্লিষ্ট চাষীর আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিতকরণ এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে উৎপাদিত চিংড়ির মান আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতামূলক মূল্যের অবস্থানে উন্নীতকরণ।

দেশের চট্টগ্রাম এবং খুলনা বিভাগে মোট চিংড়িমহাল -১৩৮৩টি, ইজারাকৃত চিংড়িমহাল ১,৩৭৮টি, ইজারা বাবদ টাকার পরিমাণ-২,৯৬,০০,৬১৯/- (দুই কোটি ছিয়ানব্বই লক্ষ ছয়শত উনিশ) টাকা। যা জেলা প্রশাসক কর্তৃক চালানের মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব খাতে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে। ঢাকা, রাজশাহী, খুলনা, রংপুর, সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগে সরকারি কোন চিংড়িমহাল নেই।

টেবিল ৪.১৩: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে চিংড়িমহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি

বিভাগের নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	অইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমান
ঢাকা	চিংড়িমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
চট্টগ্রাম	চিংড়িমহাল	১৩৬২	১৩৬০	০২	২,৭৯,২৭,৫৮০/-
রাজশাহী	চিংড়িমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
খুলনা	চিংড়িমহাল	২১	১৮	০৩	১৬,৭৩,০৩৯/-
বরিশাল	চিংড়িমহাল	-	-	-	-
রংপুর	চিংড়িমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য

বিভাগের নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	অইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমান
সিলেট	চিংড়িমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
ময়মনসিংহ	চিংড়িমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	শূন্য
	মোট	**১৩৮৩**	**১৩৭৮**	**০৫**	**২,৯৬,০০,৬১৯/-**

মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে মামলা জনিত কারণে ০৫ টি চিংড়িমহাল ইজারা কার্যক্রম স্থগিত আছে

৪.৩.৪ লবণ মহাল

লবণ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার একটি আবশ্যক উপাদান। জাতীয় স্বার্থে এ উপাদানে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করার জন্য লবণ চাষ করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ হিসেবে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে লবণমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, ১৯৯২ প্রণয়ন করা হয়েছে। এ নীতিমালার ফলে লবণ উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন এবং উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত তৃনমূল চাষীদের আর্থ-সামাজিক অধিকার নিশ্চিত হয়েছে। সাধিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লবণ চাষের উন্নয়ন। বাংলাদেশে শুধুমাত্র চট্টগ্রাম বিভাগে লবণমহাল আছে। দেশের অন্য কোন বিভাগে লবণমহাল নেই।

দেশের চট্টগ্রামবিভাগে মোট লবণমহাল -১৫৪ টি, ইজারাকৃত লবণমহাল ১৫৪ টি, ইজারা বাবদ টাকার পরিমাণ-২২,৬৮১/- (বাইশ হাজার ছয়শত একাশি) টাকা, যা জেলা প্রশাসক কর্তৃক চালানের মাধ্যমে সরকারি রাজস্ব খাতে জমা প্রদান করা হয়ে থাকে।

টেবিল ৪.১৪: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে লবণ মহাল ইজারা সংক্রান্ত বিভাগ ওয়ারী তথ্যাদি

বিভাগের নাম	মহালের নাম	মোট মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	অইজারাকৃত মহালের সংখ্যা	ইজারাকৃত টাকার পরিমান
ঢাকা	লবনমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	**শূন্য**
চট্টগ্রাম	লবনমহাল	১৫৪	১৫৪	-	২২,৬৮১/-
রাজশাহী	লবনমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	**শূন্য**
খুলনা	লবনমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	**শূন্য**
বরিশাল	লবনমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	**শূন্য**
সিলেট	লবনমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	**শূন্য**
রংপুর	লবনমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	**শূন্য**
ময়মনসিংহ	লবনমহাল	শূন্য	শূন্য	শূন্য	**শূন্য**
	মোট	**১৫৪**	**১৫৪**	-	**২২,৬৮১/-**

চার্ট ৪.২: বিভিন্ন ধরণের সায়রাত মহাল থেকে সরকারের রাজস্বের হার (হাজার টাকা; শতাংশে)

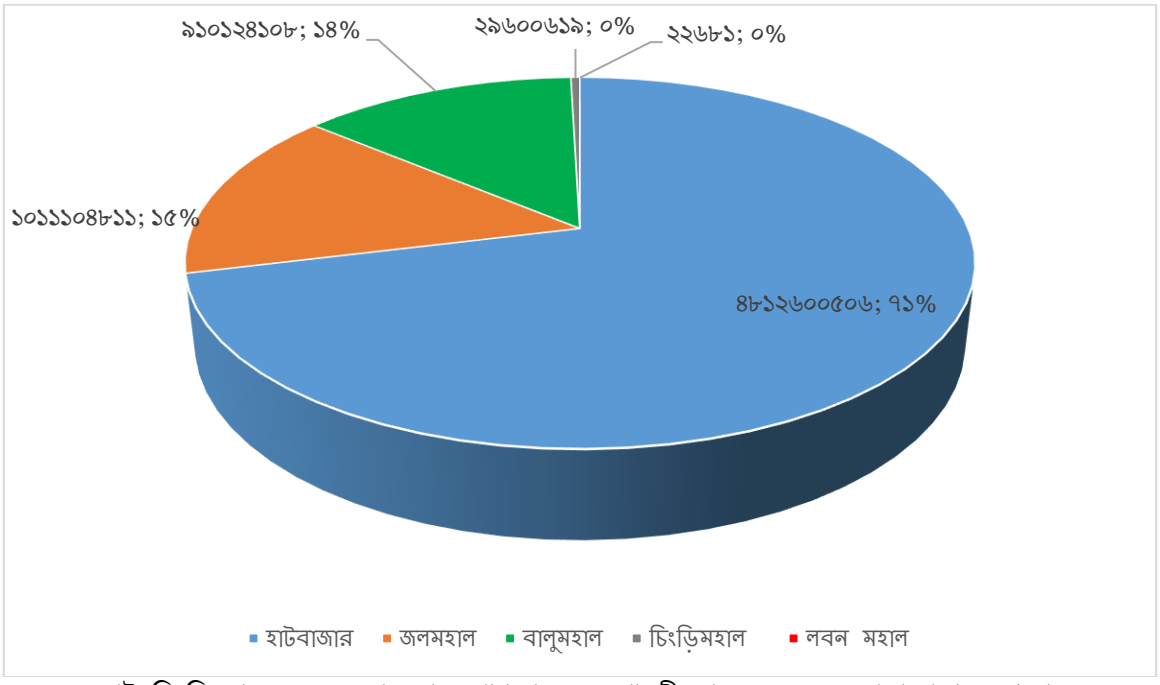

নোট: চিংড়িমহাল ও লবন মহাল থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব অনুপাতহীনভাবে কম, এজন্য শতাংশ শূন্য দৃশ্যমান

ছবি ৪.৩: ২০ একরের উর্ধ্বে সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির ৬১ তম সভা

০৮ জুন ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী এমপি-এর সভাপতিত্বে সঙ্গে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পে ২০ একরের উর্ধ্বে সরকারি জলমহাল ইজারা প্রদান সংক্রান্ত কমিটির ৬১ তম সভা, ভূমি মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়।

৪.৪ আইন

আইন অনুবিভাগের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার নিমিত্ত চারটি অধিশাখা/ শাখায় বিভক্ত করে সম্পন্ন করা হয়। আইন অধিশাখা-১, আইন অধিশাখা-২, আইন শাখা-৩ ও আইন অধিশাখা-৪। এই চারটি অধিশাখা/শাখার কার্যক্রমের মাধ্যমেই ভূমি মন্ত্রণালয় এবং এর অধীনস্থ দপ্তর/ অধিদপ্তরের আইন ও মামলা-মোকদ্দমা সংক্রান্ত কার্যাবলী সম্পাদিত হয়ে থাকে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন, মামলা-মোকদ্দমা পরিচালনা সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কার্যক্রম সম্পাদিত হয়েছে:

৪.৪.১ ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন শাখার কার্যক্রম

(ক) সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CSMS) স্থাপন:

হাতের নাগালে সকল ভূমি সেবা প্রদান এবং ডিজিটাল বাংলাদেশে ভূমি মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে গতিশীলতা, দক্ষতা ও স্বচ্ছতা আনয়নের লক্ষে সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (CSMS) নামে নতুন একটি ডিজিটাল সেবা অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আইন উইং হতে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের মামলাসহ দেশের সকল জেলার সকল দেওয়ানি আদালতের মামলায় সরকার পক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা হয়, যেখানে সরকারের কোটি কোটি টাকা মূল্যমানের সম্পত্তির স্বার্থ জড়িত থাকে।

মামলার কার্যক্রম মনিটরিং করার জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে কোন ডিজিটাল পদ্ধতি না থাকার কারণে মামলাসমূহ মনিটরিং করার ক্ষেত্রে কিছুটা বিঘ্ন সৃষ্টি হয়ে পড়েছে। CSMS সিস্টেমে পূর্বের ডাটাসমূহ ব্যবহার করা হবে এবং মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়নের সঙ্গে এই সিস্টেমের যোগসূত্র থাকবে। ই-মিউটেশন সিস্টেমের সঙ্গে এই সিস্টেমটি একীভূত করা হবে, যাতে করে ইউনিয়ন হতে SF দেয়া থেকে শুরু করে আদালত পর্যন্ত SF এর কপি দাখিল পর্যন্ত অনলাইন সিস্টেমে তৈরি করা সম্ভব হবে। এতে করে আদালতের তথ্য হারিয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকবে না এবং মামলায় SF আদালতে দেয়া হয়েছে কিনা, SF কিভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, মামলার সর্বশেষ অবস্থা কি ইত্যাদি বিষয়ে এখান থেকে তথ্য নেওয়া যাবে। নতুন এই সিস্টেমে আদালতের বিজ্ঞ কৌঁসুলিকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হবে; যাতে আদালতের তারিখ ও আদেশ সরকারের পাশাপাশি তা পর্যবেক্ষণ করা যাবে। উক্ত সিভিল স্যুট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমের (CSMS) কার্যক্রমে সেবা গ্রহীতাগণ উপকৃত হবে এবং বাংলাদেশের ডিজিটাল কার্যক্রমে আরও অগ্রগতি সাধিত হবে।

(খ) সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা:

টেবিল ৪.১৫: সরকার কর্তৃক/সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা

সরকারি সম্পত্তি/ স্বার্থ রক্ষার্থে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/আওতাধীন সংস্থাসমূহ কর্তৃক দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	মন্ত্রণালয়/বিভাগের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত রিট মামলার সংখ্যা	উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সরকারের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত মোট মামলার সংখ্যা
১	২	৩	৪	৫
-	৫১৯	-	৫১৯	-

(গ) ভূমি উন্নয়ন কর:

ভূমি মন্ত্রণায়ের কার্যক্রমের মধ্যে ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ ও আদায় অন্যতম। জমির শ্রেণি ও ব্যবহারভিত্তিক বাস্তবতার নিরিখে সরকারি রাজস্ব তথা ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হয়। ভূমি উন্নয়ন কর

সরকারের রাজস্ব আয়ের অন্যতম উৎস। ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন করের সাধারণ এবং সংস্থার সর্বমোট পুঞ্জিভূত আদায় হয়েছে ৬০৫,৫২,৬৪,৯০২/- (ছয়শত পাঁচ কোটি বায়ান্ন লক্ষ চৌষট্টি হাজার নয়শত দুই) টাকা (ভূমি সংস্কার বোর্ডের তথ্য মতে)।

টেবিল ৪.১৬: ২০১৯-২০ অর্থবছরে ভূমি উন্নয়ন করের বিভাগভিত্তিক দাবি ও আদায় বিবরণী নিম্নরূপ:

বিভাগের নাম	দাবি (সাধারণ)	পুঞ্জিভূত আদায় সাধারণ (টাকায়)	আদায় হার (শতাংশ)	দাবি (সংস্থা)	পুঞ্জিভূত আদায় সাধারণ (টাকায়)	আদায় % হার	সর্বমোট পুঞ্জিভূত আদায়ের % হার
ঢাকা	১৮০০৭৯৬১০৬	১৪২৫৮১২০৭৫	৭৯.১৮	১৯১৩৫০৯৫০২	৪১১৬৭৬৭৫১	২১.৫১	৪৯.৪৭
ময়মনসিংহ	১৪২৩০০২২৯	২০৮১৭২৮২৪	১৪৬.২৯	৩৩৪৩৫৫৬১২	৪৭১০৮৭৮৯	১৪.০৯	৫৩.৫৬
চট্টগ্রাম	১০৮৩৭৭৯০৬৯	১২৬৩৬৩৩৭৩২	১১৬.৬০	৩৮৩১০১০৯৩১	২৬৪২৩৭৮৫২	৬.৯০	৩১.০৯
খুলনা	৭৯৪১২৩৪০৮	৬৫৫০৮৪৯৩৪	৮২.৪৯	১০৮৯৬২৩১৯৫	১২১১৫৮৮৫২	১১.১২	৪১.২১
রাজশাহী	৬৭৮৬৭৯০৮২	৫৬৪৯৪৬১৬১	৮৩.২৪	৪৬০৮৩০৮৭৫	৯৬৭৭৪৪৪১	২১.০০	৫৮.০৭
রংপুর	৩৫৭০৯৬৫০০	৩১৮০৮১৩২৮	৮৯.০৭	৬০০৮৫৫৭৪২	৫৬২১১১৬৪	৯.৩৬	৩৯.০৭
বরিশাল	২২৫৭৪০৮০৪	১৭৪১৯৩৪৬০	৭৭.১৭	১২০১৮৪২৩১	৭৮৬৮৮২৬০	৬৫.৪৭	৭৩.১০
সিলেট	৩০২৫০৭২৬০	২৫৯৬১১১৫৬	৮৫.৮২	৩৩৯৪৮৭৭৬৩	১০৯৯৪৩১২৩	৩২.৩৯	৫৭.৫৬
	৫৩৮৫০২২৪৫৮	**৪৮৬৯৫৩৫৬৭০**	**৯০.৪৩**	**৮৬৮৯৮৫৭৮৫১**	**১১৮৫৭২৯২৩২**	**১৩.৬৪**	**৪৩.০২**

ছবি ৪.৪: কক্সবাজারে অনুষ্ঠিত রাজস্ব সংক্রান্ত বিশেষ মাসিক সভা

২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী দুপুরে কক্সবাজার জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত রাজস্ব সংক্রান্ত বিশেষ মাসিক সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

(ঘ) আইন প্রণয়নের কাজ

২০১৯-২০২০ অর্থবছরে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের আইন/বিধি/নীতিমালার উপর ১১ টি মতামত প্রদান করা হয়েছে।

(১) বিদ্যমান Land Survey Tribunal ও Land Survey Appelate Tribunal ব্যবস্থা রহিত করে জরিপে চূড়ান্ত প্রকাশিত রেকর্ডের বিরুদ্ধে এখতিয়ার সম্পন্ন দেওয়ানী আদালতে মামলা দায়েরের বিধান প্রবর্তনের লক্ষ্যে The State Acquistion and Tenancy Act, 1950 এর Chapter XVIIA বিলুপ্ত করার নিমিত্তে The State Acquistion and Tenancy (Amendment) Act, 2019 প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(২) ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য ও আদায়ের জন্য বিদ্যমান Land Development Ordinance,1976 রহিতক্রমে তা সময়োপযোগী করে নতুনভাবে ভূমি উন্নয়ন কর আইন, ২০১৯ প্রণয়নের উদ্দেশ্যে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা পূর্বক সুপারিশ করণ সম্পর্কিত কমিটির সুপারিশ গ্রহণান্তে মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(৩) ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপে অপরিকল্পিতভাবে আবাসন, বাড়িঘর তৈরি, উন্নয়নমূলক কার্য এবং শিল্প-কারখানা বা রাস্তাঘাট নির্মাণ রোধ করে ভূমির শ্রেণি বা প্রকৃতি ধরে রেখে পরিবেশ ও খাদ্যশস্য উৎপাদন অব্যাহত রাখার উদ্দেশ্যে কৃষি জমি ও কৃষি প্রযুক্তির প্রায়োগিক সুবিধার সুরক্ষাসহ ভূমির পরিকল্পিত সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কৃষি জমি সুরক্ষা ও ভূমি ব্যবহার আইন, ২০১৯ প্রণয়নকল্পে আন্তঃমন্ত্রণালয় Expert Committee – এর কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন।

(৪) সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও স্থাপনাদির দখল পুনরুদ্ধার, ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ, আদায় ও অবৈধ দখলদারের নিকট হতে বকেয়া ভাড়া আদায়ের জন্য বিদ্যমান The Government and Local Authority Lands and Buildings (Recovery of Possession) Ordinance (Ordinance xxiv of 1970) পরিমার্জন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও সমন্বয়ক্রমে সরকার ও স্থানীয় কর্তৃপক্ষের ভূমি ও স্থাপনাদি (দখল পুনরুদ্ধার) আইন, ২০১৯ প্রণয়ন প্রক্রিয়াধীন।

(ঙ) রিট মামলা/সিভিল রিভিশন মামলা/এটি মামলা/ কনটেম্পট মামলা/নামজারি মামলা

(১) নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণ কার্যক্রম সহজীকরণ - The State Acquistition & Tenancy Act, 1950 (Act XXVIII of 1951) এর ১৪৩ ধারার বিধান মোতাবেক জমির খতিয়ান সঠিকভাবে সংরক্ষণের উপর ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনা বহুলাংশে নির্ভরশীল। উক্ত আইনের ১৪৩, ১১৬ এবং ১১৭ ধারায় কালেক্টর/রাজস্ব অফিসারের উপর নামজারি, জমাভাগ ও জমা একত্রীকরণের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়েছে। বর্তমানে এ দায়িত্ব সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর উপর ন্যস্ত। উত্তরাধিকার বা রেজিস্ট্রি দলিল এবং অন্যান্য সূত্রে হস্তান্তরের ফলে নামজারি-জমাভাগের মাধ্যমে ভূমি রেকর্ড হালকরণের জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখের পরিপত্রের মাধ্যমে সাধারণভাবে প্রাপ্ত আবেদনের নামজারি ও এলটি নোটিশের বুনিয়াদে নামজারির সময়সীমা ২৮ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে এবং প্রবাসীদের জন্য নামজারির সময়সীমা মহানগরের ক্ষেত্রে ১২ কার্যদিবস ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ৯ কার্যদিবস অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে। এছাড়া, ব্যবসাবাণিজ্য সহজীকরণের জন্য কোম্পানি টু কোম্পানি নামজারির জন্যে ৭ কার্যদিবস সময়সীমা নির্ধারণ করে পরিপত্র জারি করা হয়েছে।

(২) রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা - ভূমি উন্নয়ন কর বকেয়া হয়ে পড়লে বকেয়া কর আদায়ের জন্য ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর আদালতে রেন্ট সার্টিফিকেট মামলা দায়ের করে। উক্ত মামলা সরকারী দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ মোতাবেক নিষ্পত্তি করে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়।

(৩) দেওয়ানী আদালতের রায় মোতাবেক সরকারি সম্পত্তির ক্ষেত্রে নামজারি কার্যক্রম - ভূমি মন্ত্রণালয়ের ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯/ ২৭ ভাদ্র ১৪২৬ তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৪২.৬৮.০০৬.১৯-৭১৪ নম্বর

পরিপত্রের মাধ্যমে দেওয়ানী আদালতের রায় মোতাবেক সরকারি সম্পত্তির ক্ষেত্রে নামজারি কার্যক্রম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের ১১/০৫/১৯৯৪ খ্রিস্টাব্দ/ ২৮/০১/১৪০১ বঙ্গাব্দ তারিখের ভূঃমঃ/শা-৯-১৯/৯৩/২১৪(৫৮২)/বিবিধ নম্বর পরিপত্রের নির্দেশনা সংশোধন করা হয়েছে। এর ফলে সিএস, এসএ বা আরএস জরিপে ব্যক্তির নামে সঠিকভাবে রেকর্ড হয়েছিল অথবা কোন আইনগত প্রক্রিয়ায় খাস খতিয়ানে অন্তর্ভুক্তির কোন তথ্য/প্রমাণ নেই এবং সরকারের দখলে নেই এমন ব্যক্তিমালিকানাধীন জমি আরএস/সিটি জরিপে চূড়ান্তভাবে প্রকাশিত রেকর্ডে ভুলবশতঃ সরকারের নামে রেকর্ড হওয়ার ক্ষেত্রে ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনাল বা এখতিয়ার সম্পন্ন আদালতে সরকারের বিরুদ্ধে প্রদত্ত রায়-ডিক্রি ও সরকারি রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা এবং সরেজমিন পরিদর্শন করে সরকারি স্বার্থ নেই মর্মে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বিভাগীয় কমিশনার/ অতিরিক্ত কমিশনার (রাজস্ব) নামজারির বিষয়ে আদেশ প্রদান করবেন।

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে পরিচালিত নিম্নবর্ণিত রিট মামলা/সিভিল রিভিশন মামলা/এটি মামলা/ কনটেম্পট মামলা/ খাসজমির রেকর্ড সংশোধনের নামজারী মামলার কার্যক্রম :

টেবিল ৪.১৭: বিভিন্ন মামলার কার্যক্রম সংখ্যা

সন	রিট পিটিশন	সিভিল পিটিশন	এটি/এএটি	কনটেম্পট	নামজারি
২০১৬	১১২৮টি	-	২৬টি	১০টি	৪৭টি
২০১৭	২৩৮১টি	০৮টি	৩২টি	১৮টি	৬৯টি
২০১৮	১২৩৪টি	১০টি	১৭টি	২২টি	৩৪টি
২০১৯	৮৩৯টি	০৮টি	১৩টি	২৩টি	৫৯টি
মোট	**৫৫৮২টি**	**২৬টি**	**৮৮টি**	**৭৩টি**	**২০৯টি**

চার্ট ৪.৩: বছরব্যাপী মামলার সংখ্যা

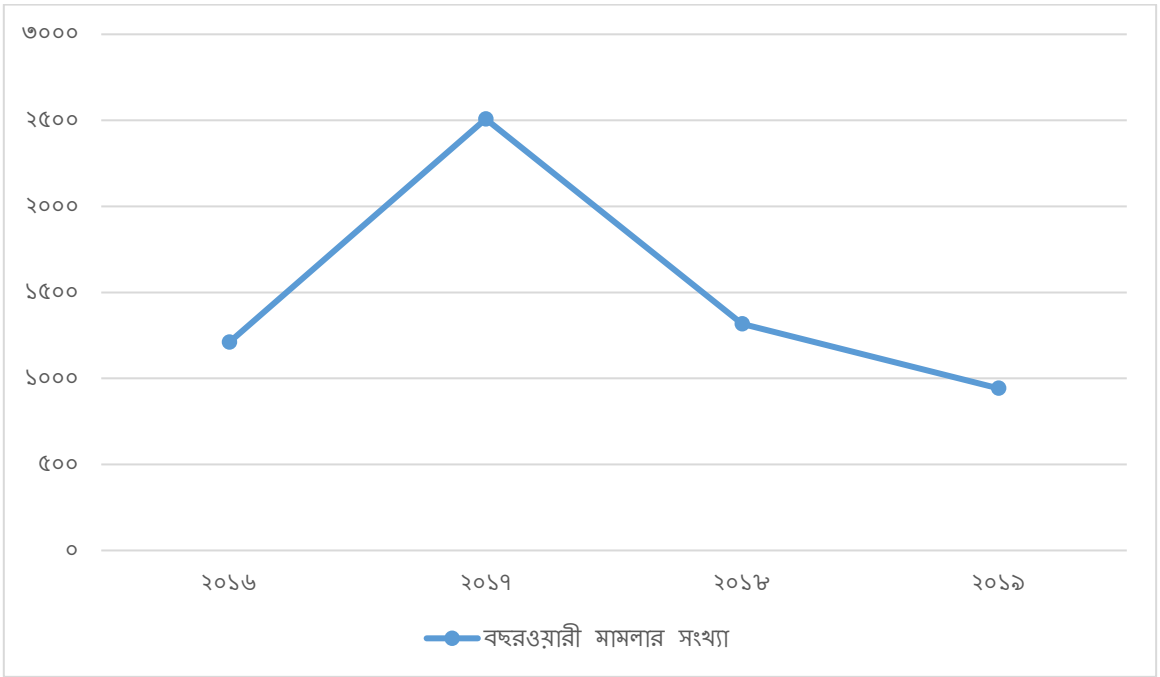

(চ) অর্পিত সম্পত্তি

Defence of Pakistan Ordinance, 1965 (Ord. No. XXIII of 1965) এবং তদাধীন প্রণীত Defence of Pakistan Rules, 1965 মোতাবেক তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্বে ন্যস্ত তথাকথিত শত্রু সম্পত্তি Enemy Property (Continuance of Emergency Provisions) (Repeal) Act, 1974 এর ৩(১) ধারা মোতাবেক সরকারে ন্যস্ত হয়; যাহা Vested and Non-resident Property (Administration) Act, 1974 এর ২(জি) ধারামতে অর্পিত সম্পত্তি বা Vested Property হিসেবে নামকরণ করা হয়। অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্ত সম্পত্তিসমূহ উহাদের বৈধ মালিকদের নিকট প্রত্যর্পণের মাধ্যমে দীর্ঘদিনের জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকারের প্রথম মেয়াদে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১' প্রণয়ন করা হয়। পরবর্তীকালে জনস্বার্থে আইনটি কয়েকবার সংশোধন করা হয়। অর্পিত সম্পত্তিসমূহ আইনানুগভাবে উহার মালিককে প্রত্যর্পণের নিমিত্তে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন অর্পিত সম্পত্তি 'ক' তালিকার গেজেটে এবং অন্যান্য অর্পিত সম্পত্তি 'খ' তালিকার গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

'ক' তফসিলে প্রকাশিত দেশের মোট সম্পত্তির পরিমাণ ২,৩৬,৫১৮.৮০ একর। উক্ত 'ক' তফসিলভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য সম্পত্তি প্রত্যর্পণের জন্য আইনের অধীনে গঠিত ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রম চলমান আছে। ট্রাইব্যুনালে দায়েরকৃত মোট মামলার সংখ্যা ১,১৪,৯৫৪ টি। তন্মধ্যে এযাবৎ ১৪,১১৮টি মামলায় আবেদনকারীর পক্ষে এবং ১৬,৫৩৪ টি মামলা আবেদনকারীর বিপক্ষে নিষ্পত্তি হয়েছে। রায় মোতাবেক ১১,৯২৪.৩৩ একর সম্পত্তি অবমুক্ত হয়েছে। অপরদিকে 'খ' তফসিলে সারাদেশে মোট ৭,৪৬,৪১৫.৪৩৯১ একর সম্পত্তি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৬ নম্বর আইন) এর বিধান অনুযায়ী 'খ' তফসিল বাতিল করা হয়েছে।

'ক' তফসিলভুক্ত ও লীজকৃত সম্পত্তিতে ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে লীজমানির দাবী ছিল ৫০,৩৮,৪৭,৬৯৬/- টাকা তন্মধ্যে উক্ত অর্থ বৎসরে মোট ১৪,৮৩,২৩,১১৭/- টাকা আদায় করা হয়েছে।

'ক' তালিকাভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা ও অবমুক্তি সংক্রান্ত জেলাভিত্তিক তথ্যাবলী নিম্নরূপ :

টেবিল ৪.১৮:'ক' তালিকাভুক্ত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির জেলাভিত্তিক তথ্যাবলী

ক্রম	জেলার নাম	'ক' তালিকাভূক্ত মোট জমি (একরে)	ক্রম	জেলার নাম	'ক' তালিকাভূক্ত মোট জমি (একরে)
(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)
১।	ঢাকা	১২৩৩৩.১৯২	৩২।	লালমনিরহাট	৭৪৫.৪৫
২।	নারায়নগঞ্জ	১৭৫০.৮০৩	৩৩।	নীলফামারী	১৯৬৫.৭৮৪
৩।	মানিকগঞ্জ	৩৫৯৮.৯৪৫৮	৩৪।	গাইবান্ধা	১৬৭৬.৭৫
৪।	মুন্সীগঞ্জ	৪৯৪৬.৫২১৩	৩৫।	ঠাকুরগাঁও	২৮১৩.৬০৩
৫।	নরসিংগী	১৫৫৩.৭২৫	৩৬।	কুড়িগ্রাম	৮৭৬৮
৬।	গাজীপুর	৪২৫৮.১৮	৩৭।	পঞ্চগড়	৪০৬৭.৯৫৭৬
৭।	শরীয়তপুর	১০৯৮.৭৫০৯	৩৮।	খুলনা	১২৭৬৭.২
৮।	মাদারীপুর	১৪৫৬.৩২৬৮	৩৯।	বাগেরহাট	৬৭০০.৩৯৪
৯।	টাংগাইল	২৬০৮.৫৫	৪০।	যশোর	৫৪৬২.২৯
১০।	ফরিদপুর	৩৩১৯.৪৫৭	৪১।	সাতক্ষীরা	১০৭০৪.৯২
১১।	রাজবাড়ী	৩২০৭.৬১২৫	৪২।	মেহেরপুর	২৬২.৭৬
১২।	কিশোরগঞ্জ	২৪০৪.৪৫৭৭	৪৩।	নড়াইল	১৫৯৩.৬৫
১৩।	গোপালগঞ্জ	৪২২৪.৯৩	৪৪।	কুষ্টিয়া	২৩১৪.১০০৩
১৪।	চট্টগ্রাম	৯২২০.০৩	৪৫।	ঝিনাইদহ	৪০৩০.৫১
১৫।	কক্সবাজার	১০৬৮.৮৯২৯	৪৬।	মাগুরা	১৫০৫.৪৯

ক্রম	জেলার নাম	'ক' তালিকাভূক্ত মোট জমি (একরে)	ক্রম	জেলার নাম	'ক' তালিকাভূক্ত মোট জমি (একরে)
১৬।	কুমিল্লা	১৭২৩.৯৮৮৫	৪৭।	চুয়াডাঙ্গা	৯৫০.৫০৮৬
১৭।	নোয়াখালী	২৪৮৩.২৬১৫	৪৮।	বরিশাল	৯৩৪০.৯৩
১৮।	চাঁদপুর	১৫৪৩.১৯২৪	৪৯।	পিরোজপুর	৩১৩৬.৬৮২৮
১৯।	লক্ষ্মীপুর	৩১৬২.০৯৪৮	৫০।	বরগুনা	১২৪৮.৭৭৭৫
২০।	ফেনী	৫৪২.৪৬	৫১।	ভোলা	২৪২৫.৬৯৭৮
২১।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩২৪.৪৯	৫২।	পটুয়াখালী	২৯১৫.৯৮
২২।	রাজশাহী	৫২০.২৩৭	৫৩।	ঝালকাঠি	৮৭৫.৪৪০৯
২৩।	নওগাঁ	৯৪১৭.১৯	৫৪।	ময়মনসিংহ	২২০৪.৫৬২
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৮৮৯.১৫৪৯	৫৫।	শেরপুর	৬৫০০.১৯৭
২৫।	সিরাজগঞ্জ	১১৫৪২.৫৯	৫৬।	নেত্রকোণা	৩৯৯৬.০৭
২৬।	বগুড়া	১৬৩০.২২	৫৭।	জামালপুর	৭৭১.৮৯২৬
২৭।	পাবনা	৬৩৯৭.০৬	৫৮।	সিলেট	৬৯৮৯.৮১
২৮।	নাটোর	২৬৬৭.১১৪৫	৫৯।	হবিগঞ্জ	৫১৪৫.৪১৩৪
২৯।	জয়পুরহাট	৭৩৪.৩৮৫	৬০।	সুনামগঞ্জ	১২৪০৪.৯৫৯
৩০।	রংপুর	৮৯৮.২৩৮	৬১।	মৌলভীবাজার	৫০৬১.৮২৮
৩১।	দিনাজপুর	৪৬৪৫.১৬২১		**মোট=**	**২৩৬৫১৮.৮**

চার্ট ৪.৪: জেলাভিত্তিক 'ক' তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণের মাত্রা

চার্টে দেখা যাচ্ছে জেলাভিত্তিক 'ক' তালিকাভূক্ত জমির পরিমান খুলনা, সুনামগঞ্জ, ঢাকা, সিরাজগঞ্জ, সাতক্ষীরা ও নওগাঁয় সর্বোচ্চ

অপরদিকে ‘খ’ তফসিলে সারাদেশে মোট **৭,৪৬,৪১৫.৪৩৯১** একর সম্পত্তি গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল। পরবর্তীতে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ (দ্বিতীয় সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪৬ নম্বর আইন) এর বিধান অনুযায়ী ‘খ’ তফসিল বাতিল করা হয়েছে। অর্থাৎ আইনগতভাবে উক্ত **৭,৪৬,৪১৫,৪৩৯১** একর সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তির তালিকা থেকে অবমুক্ত হয়েছে।

টেবিল ৪.১৯:‘ জেলা ভিত্তিক বিলুপ্ত “খ” তালিকাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ

ক্রম	জেলার নাম	বাতিরকৃত ‘খ’ তফসিলভুক্ত সম্পত্তির পরিমান (একর)	ক্রম	জেলার নাম	বাতিরকৃত ‘খ’ তফসিলভুক্ত সম্পত্তির পরিমান (একর)
(১)	(২)	(৩)	(১)	(২)	(৩)
১।	ঢাকা	২৩৪৯৯.৬৫৭	৩২।	লালমনিরহাট	৩৭৩৯.৯৩৫
২।	নারায়নগঞ্জ	৭৬২১.১২৯	৩৩।	নীলফামারী	৬১৬৫.১৯৫৬
৩।	মানিকগঞ্জ	৯৮৪৫.৭০৫	৩৪।	গাইবান্ধা	২৮৮১.৫৫
৪।	মুন্সীগঞ্জ	১২৬২০.৮৪৬	৩৫।	ঠাকুরগাঁও	৩৫৩৮.০৬
৫।	নরসিংগী	৫৭৫২.১৭	৩৬।	কুড়িগ্রাম	৫৩৫৮.৩১৫
৬।	গাজীপুর	১২৯৯৯.১৮৪	৩৭।	পঞ্চগড়	৪২৫৮
৭।	শরীয়তপুর	৪৩১২.৪২৯	৩৮।	খুলনা	১৪৬১০.৪২৮৫
৮।	মাদারীপুর	৬৮১১.৪৪৩	৩৯।	বাগেরহাট	১৫২৪৮.৮১৯
৯।	টাংগাইল	৪২৭০৭.০২	৪০।	যশোর	২৩৭২০.১
১০।	ফরিদপুর	৮৯৩৭.৭৬৫৫	৪১।	সাতক্ষীরা	২৫০৯১.১১৩
১১।	রাজবাড়ী	৩০০৭.২৭৬	৪২।	মেহেরপুর	৪৭৮৯.৭২
১২।	কিশোরগঞ্জ	১৭২০২.০৬৭	৪৩।	নড়াইল	৯৬৩৬.৬৫
১৩।	গোপালগঞ্জ	২০২৪০.৫	৪৪।	কুষ্টিয়া	৬৪৬৩.৬০৭
১৪।	চট্টগ্রাম	১৭২২২.৫৮৫৯	৪৫।	ঝিনাইদহ	১১৯৩৮.৭১
১৫।	কক্সবাজার	১৯৯৪.৭০৭	৪৬।	মাগুরা	৯২৯২.৫৩
১৬।	কুমিল্লা	৩২২৬৮.৫১৮	৪৭।	চুয়াডাঙ্গা	১৮৭৪৯.৫৫৬৫
১৭।	নোয়াখালী	৮৫০০.৩৭৭	৪৮।	বরিশাল	১৭৬৭২.৭০৭
১৮।	চাঁদপুর	১২৪৬৭.৪০৮	৪৯।	পিরোজপুর	১১৬১০.৫১৮
১৯।	লক্ষ্মীপুর	৪৯৩৮.৯৯৩৩	৫০।	বরগুনা	৩৭২৪.৮৮২৯
২০।	ফেনী	৭৫৪৪.৭৭২	৫১।	ভোলা	৫৮৬১.৩৩
২১।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	১৩৬২৩.৬০৩	৫২।	পটুয়াখালী	৭৪০৫.৬৩৫
২২।	রাজশাহী	১৯৪৯১.৪৫৭৪	৫৩।	ঝালকাঠি	৭২১৩.৯৮৮
২৩।	নওগাঁ	২৫৪৯৩.২৬৯	৫৪।	ময়মনসিংহ	৩৭২৩২.০৫২৩
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	৪০৫২.৫০১	৫৫।	শেরপুর	২৩৪৯৪.১৪৪
২৫।	সিরাজগঞ্জ	১৩,২৪১.৩৬৯৪	৫৬।	নেত্রকোণা	১৫৬০১.৫৩
২৬।	বগুড়া	৬৪৫৬.৮২	৫৭।	জামালপুর	৫৫৮৯.৫৭২
২৭।	পাবনা	১০০৯৭.০৮১	৫৮।	সিলেট	১৫৪৪৮.৩৫৬
২৮।	নাটোর	১৩২২২.৪২৪৮	৫৯।	হবিগঞ্জ	১২৫৬০.৫০৭
২৯।	জয়পুরহাট	২৫৯৭.৪৩	৬০।	সুনামগঞ্জ	১৫৪৪৮.৩৫৫
৩০।	রংপুর	৩১৪৬.০১৩	৬১।	মৌলভীবাজার	১৪৪৯৬.১৩৬
৩১।	দিনাজপুর	১৫৬৫৬.৯১৫		**মোট=**	**৭,৪৬,৪১৫.৪৩৯১ একর**

চার্ট ৪.৫: জেলাভিত্তিক বিলুপ্ত 'খ' তালিকাভুক্ত জমির পরিমাণের মাত্রা

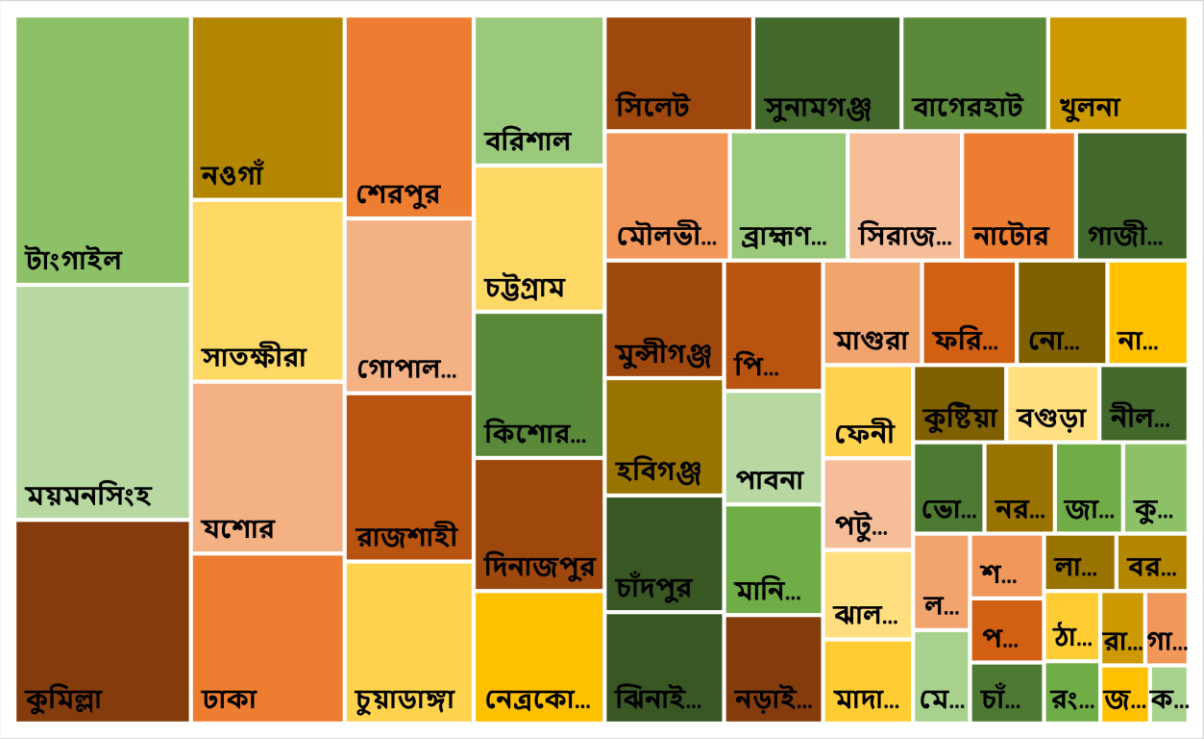

নোট: চার্টে দেখা যাচ্ছে জেলাভিত্তিক বিলুপ্ত 'খ' তালিকাভূক্ত জমির পরিমান টাঙ্গাইল, ময়মনসিংহ ও কুমিল্লায় সর্বোচ্চ

'ক' তফসিলভুক্ত ও লীজকৃত সম্পত্তিতে ২০১৯-২০ অর্থ বৎসরে লীজমানির মোট দাবী ও আদায়ের তথ্যাবলী:

টেবিল ৪.২০: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে অর্পিত সম্পত্তি হতে মোট দাবী ও আদায়ের পরিমাণ

ক্রমিক নং	জেলার নাম নাম	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে দাবী (টাকা)	২০১৯-২০২০ বছরে এ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত আদায় (টাকা)	আদায় (শতাংশে) সবুজ সর্বোচ্চ আদায়/লাল সর্বনিম্ন আদায়
(১)	(২)	(৩)	(২)	(৪)
১।	ঢাকা	৩,৬৭,২৭,৮৯৯/-	১,৪৩,৬৯,৫২৭/-	৩৯%
২।	নারায়নগঞ্জ	৬৬,১১,০১৯/-	৫,৫৬,০২৯/-	৮%
৩।	মানিকগঞ্জ	৬২,৯১,৪৩৯/-	৩৩,৬৬,২৮৪/-	৫৪%
৪।	মুন্সীগঞ্জ	৬৩১৯০০৫৫/-	৩৩,৯৯,৯১৪/-	৫%
৫।	নরসিংদী	২৮,৪৫,১৯০/-	২৮,৪৫,৬০৫/-	১০০%
৬।	গাজীপুর	১৮৭৪১৭৪২/-	১৪,৮১,৬৪০/-	৮%
৭।	শরীয়তপুর	২৮১২৯৬৪/-	৫,৪৯,০১৩/-	২০%
৮।	মাদারীপুর	২৮২৯৭৭৫/-	১৮,৪৮,৯৯৪/-	৬৫%
৯।	টাংগাইল	৬৮,২৬,৯৯৮/-	১৭,৬০,৮১৪/-	২৬%
১০।	ফরিদপুর	৫০৬০৬৭১/-	৩১,৩৩,৭৩২/-	৬২%
১১।	রাজবাড়ী	৩০৩৩০০৩/-	১,৬৮,২৫০/-	৬%
১২।	কিশোরগঞ্জ	১২১৮২৩০০/-	১১,৯৪,৬৩৩/-	১০%
১৩।	গোপালগঞ্জ	১,০৫,৭৪,১৮৫/-	৬৩,২৪,২০৯/-	৬০%
১৪।	চট্টগ্রাম	১,৫৬,৯০,২৫৯/-	৮৯,৯৫,৩৬৭/-	৫৭%
১৫।	কক্সবাজার	৩৭,৮৩,২৩৬/-	১২,৭৪,০০৪/-	৩৪%

ক্রমিক নং	জেলার নাম নাম	২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে দাবী (টাকা)	২০১৯-২০২০ বছরে এ পর্যন্ত পুঞ্জিভূত আদায় (টাকা)	আদায় (শতাংশে) সবুজ সর্বোচ্চ আদায়/লাল সর্বনিম্ন আদায়
১৬।	কুমিল্লা	৩৩,৭৫,৫৬৪/-	৩৬,৫৭,১৩৯/-	**১০৮%**
১৭।	নোয়াখালী	৭৬৫০১৫৭	১৯,৮৫,৪২৯	**২৬%**
১৮।	চাঁদপুর	২৩৩৯৩২৯	১২,৯৬,৩০২	**৫৫%**
১৯।	লক্ষ্মীপুর	৩৫৩৩০৯৬	১৩,৩৭,৯৭৪	**৩৮%**
২০।	ফেনী	৫০৮৫৬৮৭	১,৫৫,৬১৫	**৩%**
২১।	ব্রাহ্মণবাড়িয়া	২১৪৬০৩৩	১৪,৫৮,৮০৩	**৬৮%**
২২।	রাজশাহী	৬২৩০৪৯৮	১১,৮৫,০৭৮	**১৯%**
২৩।	নওগাঁ	১২০৩৯৯৩৭	৭১,৭১,৯৬৬	**৬০%**
২৪।	চাঁপাইনবাবগঞ্জ	২৩৪১১৭৪	৩,১৭,৩৯১	**১৪%**
২৫।	সিরাজগঞ্জ	৩১৮৩৪৯৮	৮,৭৫,৮৩১	**২৮%**
২৬।	বগুড়া	৩৮,২৬,০১৪/-	২৩,৭৮,০৭২/-	**৬২%**
২৭।	পাবনা	৩৭,০৩,৯৮৬/-	৩২,০৩,৬১১/-	**৮৬%**
২৮।	নাটোর	৩৫৬৯৭৭৬	১৬,০৪,০৩৩	**৪৫%**
২৯।	জয়পুরহাট	১১,৯০,৯৬৮/-	১২,৬০,৯৬৬/-	**১০৬%**
৩০।	রংপুর	৫৮২৪৫৬৭	৭,৯১,৪৫২	**১৪%**
৩১।	দিনাজপুর	১৮০৩০০২৪	৮৮,৬৬,৯১৭	**৪৯%**
৩২।	লালমনিরহাট	৩৮৪১৯০০	১৪,৩২,৬০৪	**৩৭%**
৩৩।	নীলফামারী	৫৮,২৮,২৪৬/-	১৮,৮৩,৯৪৪/-	**৩২%**
৩৪।	গাইবান্ধা	১৯,৩৭,৮৭৩/-	১৩,১৯,৮৫৫/-	**৬৮%**
৩৫।	ঠাকুরগাঁও	৫১৪১৪৪৭	২১,৭৯,১৮২	**৪২%**
৩৬।	কুড়িগ্রাম	৮,৫৪,৯৭৬/-	৩,০৪,৫৪৪/-	**৩৬%**
৩৭।	পঞ্চগড়	৯৬৭৭৮১	১,৪২,৭৬১	**১৫%**
৩৮।	খুলনা	১,২৬,০৬,৬৪২/-	৫১,৪০,৫৭৪/-	**৪১%**
৩৯।	বাগেরহাট	৫০,৭১,৯৬৪/-	১২,৬০,৫৭৫/-	**২৫%**
৪০।	যশোর	৭১,৫৯,৬০২/-	৩১,২৩,২৮৮/-	**৪৪%**
৪১।	সাতক্ষীরা	৬৪,১৩,৮৮৮/-	৫৮,০৭,০১২/-	**৯১%**
৪২।	মেহেরপুর	৩,২৭,০৪৮/-	১,৩৮,০৭৩/-	**৪২%**
৪৩।	নড়াইল	২৪,৮১,০৫০/-	১৭,১৫,৮০১/-	**৬৯%**
৪৪।	কুষ্টিয়া	৩৬,৩৯,৮২৮/-	৩৪,১১,৫৬১/-	**৯৪%**
৪৫।	ঝিনাইদহ	২৫,৮৪,৪৯৫/-	৭,৬৮৬/-	**০%**
৪৬।	মাগুরা	৮,২৬,৮৫৭/-	৪,২৬,৪২৮/-	**৫২%**
৪৭।	চুয়াডাঙ্গা	১২,৯৮,৬৭৬/-	৩,৩২,৩২১/-	**২৬%**
৪৮।	বরিশাল	৮৫,৮১,২২৪/-	৪৪,৯২,৯৮৭/-	**৫২%**
৪৯।	পিরোজপুর	২৮,০৬,৫২৭/-	২৯,৩২,৯৬২/-	**১০৫%**
৫০।	বরগুনা	১২,৫৪,৬০১/-	৬,৩৪,৪৫৭/-	**৫১%**
৫১।	ভোলা	১৮,৪২,৩৫৯/-	৭,৫৩,১৮৭/-	**৪১%**
৫২।	পটুয়াখালী	৩৭,৬০,৮৮৬/-	১১,১৬,৮৩০/-	**৩০%**
৫৩।	ঝালকাঠি	২৮,৬৮,৯৫৬/-	৫,১৪,৯৯২/-	**১৮%**
৫৪।	ময়মনসিংহ	১,০৫,০৪,৭৯০/-	৩৬,৮৯,১০৯/-	**৩৫%**
৫৫।	শেরপুর	৮৫,৫১,৭৮১/-	২৩,৫৪,২৭৩/-	**২৮%**
৫৬।	নেত্রকোণা	৩৭,৪৩,৭৫৭/-	২২,৬৮,০৯০/-	**৬১%**
৫৭।	জামালপুর	৭৩৬৬৮০৬/-	৪,৭৬,৪১৩/-	**৬%**
৫৮।	সিলেট	১,৩২,৫০,৫২০/-	৪১,৫২,০৮৪/-	**৩১%**
৫৯।	হবিগঞ্জ	১,৮৫,৫৯,৪৯৪/-	২৯,৯৪,৮৭৫/-	**১৬%**
৬০।	সুনামগঞ্জ	৫,২৬,৪৬,৩৬৬/-	৩৬,৪৬,৯৬২/-	**৭%**
৬১।	মৌলভীবাজার	২৫৮,৫৬,৩১৩/-	৮,৫৫,০৯৩/-	**৩%**
	সর্বমোট=	**৫০,৩৮,৪৭,৬৯৬/-**	**১৪,৮৩,২৩,১১৭/-**	**২৯%**

১৯৯৫ সালে লিজমানি পুনর্নির্ধারণের পর দীর্ঘ ২৪ বছরে অর্পিত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনার ব্যয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেলেও সালামীর হার বৃদ্ধি করা হয়নি। তাই সালামির হার ন্যায়ানুগ, সময়োপযোগী, বাস্তবভিত্তিক বাজার মূল্য ও ক্রমবর্ধমান ব্যবস্থাপনা ব্যয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে সালামির হার বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা প্রধান, বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকগণের নিকট হতে ইতিবাচক মতামত পাওয়া যায়। তাছাড়া, জেলা প্রশাসক সম্মেলন, ২০১৭-এ উল্লিখিত সালামীর হার উল্লেখযোগ্য পরিমাণ বৃদ্ধির সুপারিশ করা হয়। এ বিষয়ে গত ২৫/০৬/২০১৯ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, ভূমি মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত পর্যালোচনা সভার সিদ্ধান্ত এবং অর্থ বিভাগের সম্মতির আলোকে অস্থায়ীভাবে ইজারাকৃত অর্পিত সম্পত্তির সালামি হার জমির শ্রেণি, অবস্থান এবং ব্যবহার অনুযায়ী বর্ধিত করে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছে।

এতদবিষয়ে ভূমি মন্ত্রণালয়ের স্মারক নম্বর ৩১.০০.০০০০.০৪৫.৫৩.০০২.১৬-৬১৯; ০৩ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ মূলে জারিকৃত পরিপত্রটির সারাংশ নিম্নে প্রকাশ করা হল:

টেবিল ৪... অর্পিত সম্পত্তির অস্থায়ী ইজারার পুনর্নির্ধাররিত সালামির হার

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	একক	(১) উপজেলা এলাকার হার (সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকা ব্যতীত) (টাকায়)		(২) পৌর এলাকার হার (সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) (টাকায়)		(৩) সিটি কর্পোরেশন এলাকার হার (ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত)		(৪) ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার হার	
		বিদ্যমান	বর্তমানে নির্ধারিত	বিদ্যমান	বর্তমানে নির্ধারিত	বিদ্যমান	বর্তমানে নির্ধারিত	বিদ্যমান	বর্তমানে নির্ধারিত
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
(ক) কৃষি জমি	প্রতি শতক	৫/-	২০/-	১০/-	৫০/-	X	X	X	X
(খ) অকৃষি ভিটি জমি	প্রতি শতক	২০/-	৮০/-	৪০/-	২০০/-	৬৪/-	৩৮৪/-	৮০/-	৫৬০/-
(গ) শিল্প ও বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত জমি	প্রতি শতক	৩০/-	১২০/-	৫০/-	২৫০/-	৮০/-	৪৮০/-	১০০/-	৭০০/-
(ঘ) আবাসিক ঘর ও কাঁচা ঘর (মেঝে, কাঁচা টিনের দেয়াল এবং ছাদ)	প্রতি বর্গফুট	১/-	৪/-	৩/-	১৫/-	৪/৮০	২৯/-	৬/-	৪২/-
(ঙ) আবাসিক ঘর ও আধপাকা ঘর (মেঝে পাকা, দেয়াল পাকা, টিনের ছাদ)	প্রতি বর্গফুট	১/৫০	৬/-	৪/-	১৬/-	৬/৪০	৩৯/-	৮/-	৫৬/-
(চ) আবাসিক ঘর ও পাকা ঘর (দালান)	প্রতি বর্গফুট	৩/৫০	১৪/-	৬/-	৩০/-	৮/-	৪৮/-	১০/-	৭০/-
(ছ) শিল্প ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে (টিনের ঘর/কাঁচা ঘর)	প্রতি বর্গফুট	৪/-	১৬/-	৮/-	৪০/-	১৬/-	৯৬/-	২০/-	১৪০/-
(জ) শিল্প ও বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রে (আধপাকা ঘর/পাকা ঘর)	প্রতি বর্গফুট	৪/-	১৬/-	১২/-	৬০/-	২০/-	১২০/-	২৫/-	১৭৫/-
(ঝ) ফুল/ফলের বাগান	বছর ভিত্তিক	নিলাম	বিদ্যমান পদ্ধতিতে নিলাম	নিলাম	বিদ্যমান পদ্ধতিতে নিলাম	নিলাম	বিদ্যমান পদ্ধতিতে নিলাম	নিলাম	বিদ্যমান পদ্ধতিতে নিলাম
(ঞ) পুকুর/দীঘি/ঝিল/বিল	প্রতি তিন বছর	নিলাম ডাকের	নিলাম ডাকের	নিলাম ডাকের	নিলাম ডাকের	নিলাম ডাকের	নিলাম ডাকের	নিলাম ডাকের	নিলাম ডাকের

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	একক	(১) উপজেলা এলাকার হার (সিটি কর্পোরেশন ও পৌর এলাকা ব্যতীত) (টাকায়)		(২) পৌর এলাকার হার (সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত) (টাকায়)		(৩) সিটি কর্পোরেশন এলাকার হার (ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত)		(৪) ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকার হার	
	ভিত্তিক	মাধ্যমে ইজারা প্রদান	মাধ্যমে ইজারা প্রদান	মাধ্যমে ইজারা প্রদান	মাধ্যমে ইজারা প্রদান	মাধ্যমে ইজারা প্রদান	মাধ্যমে ইজারা প্রদান	মাধ্যমে ইজারা প্রদান	মাধ্যমে ইজারা প্রদান

অস্থায়ী ইজারাকৃত প্রত্যর্পণযোগ্য অর্পিত সম্পত্তির মেরামতের ক্ষেত্রে এখন থেকে লিজ গ্রহীতা জেলা প্রশাসক/উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমতি ক্রমে অবকাঠামোর কোনরূপ পরিবর্তন না করে বা কোন নতুন স্থাপনা নির্মাণ না করে, নিজ ব্যয়ে বর্তমান স্থাপনার প্রয়োজনীয় মেরামত কাজ করতে পারবেন। তবে, মেরামতের ব্যয়ভার সালামির অর্থের সঙ্গে সমন্বয় করা যাবে না। অস্থায়ী ইজারাকৃত সম্পত্তির ভূমি উন্নয়ন কর অর্পিত সম্পত্তির তহবিল হতে পরিশোধ করা হবে।

পৌরকর, ইউপি ট্যাক্স, সুয়্যারেজ বিল, বৈদ্যুত, বিল, গ্যাস ইত্যাকার করাদি লিজ গ্রহীতা কর্তৃক পরিশোধ করতে হবে। এসব কর/বিল পরিশোধ সংক্রান্ত ভাউচার/রশিদ সংশ্লিষ্ট ভূমি ভোগকারীর মালিকানা প্রমাণক হিসাবে গণ্য হবেনা।

পুকুর বা জলাশয়-এর এক অংশ অর্পিত সম্পত্তি এবং অপর অংশ ব্যক্তি মালিকানাধীন থাকলে অর্পিত অংশের ইজারা প্রদানে মামলা-মোকদ্দমা কিংবা চাষাবাদ সংক্রান্ত জটিলতা এড়ানোর লক্ষ্যে, প্রচলিত নীতিমালা শিথিল করে অংশ মালিককে ন্যায্য ইজারা মূল্যে ইজারা প্রদান করা যাবে। পুকুরটি কোন ভিপি বাড়ির অংশ হলে তা সংশ্লিষ্ট বাড়ির সাথেই কৃষি জমির নিয়মে ইজারা প্রদানের নিয়ম বহাল থাকবে।

(ছ) পরিত্যক্ত সম্পত্তি:

The Bangladesh Abandoned Property (Control, Management and Disposal) Order, 1972 (PO No-16 of 1972) জারির মাধ্যমে পরিত্যক্ত সম্পত্তি ঘোষণা করা হয়। অতঃপর এতদসংক্রান্ত বিষয়ে The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules 1972, The Bangladesh Abandoned Property (Land, Building and any Other Property) Rules 1972, Policy for disposal of Vested/Abandoned Properties 1982, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (নগর এলাকাসমূহের বাড়ী ঘর) বিধিমালা ১৯৭২, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা ১৯৭২, বাংলাদেশ পরিত্যক্ত সম্পত্তি (শিল্প প্রতিষ্ঠান) বিধিমালা ১৯৭২ এবং The Abandoned Buildings (Supplementary Provisions) Ordinance 1985 প্রভৃতি আইন ও বিধি বিধান জারি করা হয়। The Bangladesh Abandoned Property (Taking over possession) Rules, 1972 এর বিধি ৬ অনুযায়ী পরিত্যক্ত সম্পত্তিকে বিভিন্ন শ্রেণিতে বিভক্ত করে উক্ত সম্পত্তির নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা ও নিষ্পত্তির জন্য ৭টি মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়। উল্লিখিত বিধি-বিধান দ্বারা পরিত্যক্ত সম্পত্তিসমূহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় কর্তৃক ব্যবস্থাপনা চলমান রয়েছে। মোট পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ৬,০৬৮.৪৬৯৩ একর ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত সম্পত্তি ১ নম্বর খাস খতিয়ানে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নামে আনয়নের নিমিত্ত একটি পরিপত্র প্রণয়নপূর্বক জারি করা হয়েছে। যার স্মারক নম্বর: ৩১.০০.০০০০.০৪৫.০৩৬.১৪-৪৩৬;তারিখ: ২০/১২/২০১৬।

টেবিল ৪.২১: বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ভিত্তিক পরিত্যক্ত সম্পত্তির পরিমাণ

ক্রম	মন্ত্রণালয়ের নাম	জমির পরিমান (একর)
১।	ভূমি মন্ত্রণালয়	৫৪৬৫.৩৮০৮
২।	গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়	৪৯৩.৩৩৫৪
৩।	বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	৯৩.৮৬০০
৪।	শিল্প মন্ত্রণালয়	২.৯৪৩২
৫।	বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	১.৫৫৩৫
৬।	তথ্য মন্ত্রণালয়	০.২৪২০
৭।	ধর্ম মন্ত্রণালয়	০.২৫০০
৮।	রেলওয়ে মন্ত্রণালয়	৮.৯০৪৪
৯।	স্থানীয় সরকার পলল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়	২.০০০০
	সর্বমোট=	**৬,০৬৮.৪৬৯৩**

মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী উক্ত পরিত্যক্ত সম্পত্তি ১ নম্বর খাস খতিয়ানে বা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের নামে আনয়নের নিমিত্ত একটি পরিপত্র প্রণয়নপূর্বক জারি করা হয়েছে। যার স্মারক নম্বর:৩১.০০.০০০০.০৪৫.০৩৬.১৪-৪৩৬; তারিখ: ২০/১২/২০১৬।

(জ) বিনিময় সম্পত্তি

বাংলাদেশ হতে দেশত্যাগী হিন্দু এবং ভারত হতে বাস্তুত্যাগী হয়ে বাংলাদেশে আসা মুসলমানদের মধ্যে ৬ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ এর পূর্বে সম্পাদিত দলিলমূলে বিনিময়কৃত সম্পত্তিসমূহ বিনিময় সম্পত্তি নামে পরিচিত। এ সকল সম্পত্তি হস্তান্তরে সত্যতা যাচাইক্রমে প্রকৃত বিনিময়কারীগণের অনুকূলে নিয়মিতকরণের কার্যক্রম দ্রুত ও সুষ্ঠুভাবে সমাধানের লক্ষ্যে উপজেলা পর্যায়ে ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা আছে। উক্ত কমিটির সুপারিশের আলোকে জেলা প্রশাসক চূড়ান্ত নিষ্পত্তি করে থাকেন। গঠিত কমিটি নিম্নরূপ:

(১) উপজেলা নির্বাহী অফিসার - সভাপতি

(২) সরকার কর্তৃক মনোনীত ২(দুই) জন সমাজ সেবক - সদস্য

(৩) সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান - সদস্য

(৪) সহকারী কমিশনার (ভূমি) - সদস্য সচিব

(ঝ) অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের বিধিমালা

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৬ নম্বর আইন) এর ধারা ৩০ অনুযায়ী ধারা ২৬ ও ২৭-এ বর্ণিত উদ্দেশ্য পূরণ কল্পে 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী প্রাপ্ত সরকারি সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও বন্দোবস্তের বিধিমালা' প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। জনস্বার্থ বিবেচনায় রেখে সুচিন্তিতভাবে উক্ত বিধিমালার খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। তদুপরি উক্ত বিধিমালার খসড়ার উপর পর্যবেক্ষণ, মতামত, সুপারিশ প্রকাশ করার জন্য উহার কপি ভূমি মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইট, ফেসবুক পেইজে, দেশের সকল সচিব, বিভাগীয় কমিশনার, জেলা প্রশাসক বরাবর ই-মেইল ও ডাকযোগে প্রেরণ করা হয়েছে। উক্তরূপে পর্যবেক্ষণ, মতামত, সুপারিশ প্রাপ্তির পর পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ঙ) ভূমি উন্নয়ন কর আইন:

The Land Development Tax Ordinance, 1976 এবং উক্ত অধ্যাদেশের কতিপয় সংশোধন ও অর্থ আইন অনুযায়ী সৃষ্ট বিধানবলি মোতাবেক ভূমি উন্নয়ন কর আরোপ ও আদায় হচ্ছে। সংবিধান (পঞ্চদশ সংশোধন) আইন, ২০১১ (২০১১ সনের ১৪ নম্বর আইন) দ্বারা ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হতে ১৯৭৯ সালে ৯ এপ্রিল পর্যন্ত সময়ের মধ্যে সামরিক ফরমান দ্বারা জারিকৃত অধ্যাদেশসমূহের অনুমোদন ও

সমর্থন সংক্রান্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের চতুর্থ তফসিলের ৩ক ও ১৮ অনুচ্ছেদ বিলুপ্ত হয় এবং সিভিল পিটিশন ফর লিভ টু আপিল নম্বর ১০৪৪-১০৪৫/২০০৯-এ বাংলাদেশ সুপ্রিমে কোর্টের আপিল বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত রায়ে সামরিক আইন অসাংবিধানিক ঘোষণাপূর্বক উহার বৈধতা প্রদান করা সংবিধান (পঞ্চম সংশোধন) আইন, ১৯৭৯ (১৯৭৯ সনের ১ নম্বর আইন) বাতিল ঘোষিত হওয়ায় উক্ত 'The Land Development Tax Ordinance, 1976' অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা লোপ পায়। তৎপরিপ্রেক্ষিতে '১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট হইতে ১৯৭৯ সালের ৯ এপ্রিল তারিখ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে জারীকৃত কতিপয় অধ্যাদেশ কার্যকরকরণ (বিশেষ বিধান) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৬ নম্বর আইন) দ্বারা অন্যান্য অধ্যাদেশের পাশাপাশি 'The Land Development Tax Ordinance, 1976' কার্যকর রাখা হয়। সময়ের পরিক্রমায় উক্ত অধ্যাদেশের সংশোধন ও পরিমার্জনসহ বাংলা ভাষায় নতুন আইন প্রণয়নের প্রয়োজন হওয়ায় 'ভূমি উন্নয়ন কর আইন' প্রণয়নের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ভূমি উন্নয়ন কর আইনের খসড়া জনস্বার্থে সুচিন্তিতভাবে বাংলা ভাষায় প্রণয়ন করে অভ্যন্তরীণ সভায় নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে; বিভিন্ন দপ্তরের মতামত, সুপারিশ সংগ্রহসহ আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায় ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সংস্কার ও গবেষণা অনুবিভাগ/বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ হতে প্রমিতীকরণ করা হয়েছে: 'আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক মতামত প্রদান সংক্রান্ত কমিটি' র সুপারিশ গ্রহণ করা হয়েছে; বর্তমানে উক্ত আইনটি মন্ত্রিসভা বৈঠকে উপস্থাপন করার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

(চ) ভূমি উন্নয়ন কর আইন:

ভূমি মন্ত্রণালয়ের কাজের সুবিধার্থে বিভিন্ন সময়ে জারীকৃত সার্কুলার/আদেশ/পরিপত্র সংক্রান্ত সরকারি আদেশগুলোকে সংগ্রহ করে ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়েল ভলিউম-৩ প্রকাশ করা হয়েছে যা জনসাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে জেলা/উপজেলাসহ প্রশাসনিক সকল স্তরে পৌঁছানো হয়েছে।

চার্ট ৪.৬: প্রধান খাত-ভিত্তিক ভূমি হতে সরকারের রাজস্ব আদায়ের হার (হাজার টাকা; শতাংশে)

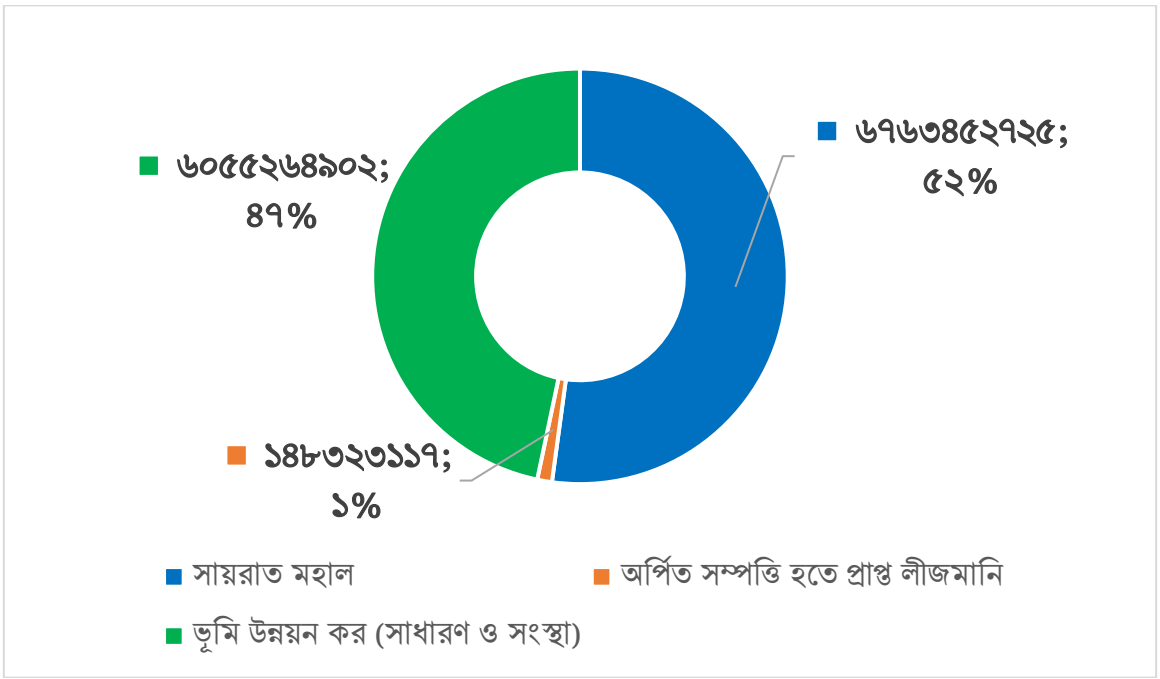

মোট প্রাপ্ত - ১,২৯৬,৭০,৪০,৭৪৪ টাকা

ছবি ৪.৫: 'সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে দেওয়ানি মামলার রায়ের ভিত্তিতে রেকর্ড সংশোধনসহ সরকারি সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ' শীর্ষক কর্মশালা

২৫ জুন, ২০১৯ তারিখে 'সরকারি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিতে দেওয়ানি মামলার রায়ের ভিত্তিতে রেকর্ড সংশোধনসহ সরকারি সম্পত্তি সুষ্ঠুভাবে রক্ষণাবেক্ষণ' শীর্ষক কর্মশালায় বক্তব্য দিচ্ছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

৪.৫ বাজেট

সম্পূরক মঞ্জুরি ও বরাদ্দ দাবী (পরিচালনা ও উন্নয়ন) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বাজেটে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে পরিচালন খাতে বরাদ্দ ছিল ১০,৯৪,৪২,০০ কোটি টাকা এবং উন্নয়ন খাতে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে বরাদ্দ ছিল ৮,৪৯,৩৮,৮৮/- কোটি টাকা। সংশোধিত বাজেটে এ বরাদ্দ দাঁড়িয়েছে পরিচালন খাতে ১০৯,৯৪,০৫,১৮ কোটি এবং উন্নয়ন খাতে ৫,৯৬,৪১,২২/-কোটি টাকা। পরিচালন ও উন্নয়ন উভয় খাত মিলে ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুকূলে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ১৬,৯০,৪৬,৪০ কোটি টাকা। ভূমি মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা এবং জেলা-উপজেলা-ইউনিয়নসমূহে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট প্রাতিষ্ঠানিক কোডভিত্তিক নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো :

টেবিল ৪.২২: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট এবং সংশোধিত বাজেট

ক্রমিক নং	দপ্তরের নাম	২০১৯-২০ বাজেট (অংকসমূহ হাজার টাকায়)	২০১৯-২০ সংশোধিত বাজেট (অংকসমূহ হাজার টাকায়)
০১	সচিবালয়	৫৪,৬৮,৪৯	৫৪,৪৩,৭৯
০২	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	২,৩৫,৭৭	২,৬১,৮১
০৩	বিভাগীয় হিসাব নিয়ন্ত্রক রাজস্ব এ কার্যালয়সমূহ	২,৪০,৯৪	২,২৫,৫৮
০৪	রাজস্ব হিসাব কার্যালয়সমূহ	১৩,৯৯,০৪	১৪,১২,২৩
০৫	ভূমি সংস্কার বোর্ড	১৩,৩২,৩৮	১৩,৬১,৩১
০৬	উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার এর কার্যালয়সমূহ	৪,২৮,৩৭	৪,১৮,৪৪
০৭	জেলা ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ	১০৮,৫০,০০	১১২,১০,৭৮
০৮	উপজেলা ভূমি প্রশাসন কার্যালয়সমূহ	২৪৮,৯১,৬০	২৬৯,৭২,৯৮
০৯	ইউনিয়ন ভূমি অফিসসমূহ	৪৩৬,৪৫,৫০	৪১০,৪৩,৫০
১০	মেট্রো থানা ভূমি অফিসসমূহ	১১,২১,৮০	১২,১৪,৬১
১১	সার্কেল ভূমি অফিসসমূহ	৩,৬৯,১০	৩,৬৭,৪৪
১২	ভূমি আপীল বোর্ড	৪,২৮,০০	৪,৩৭,০০
১৩	ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট	৭,৩০,৮০	৭,৩০,৮০
১৪	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৪৯,১৫,২৭	৫১,৭৪,৯৭
১৫	দিয়ারা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৩,৬৪,৯০	৩,৬৪,৯০
১৬	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	২৬,৮৭,২৪	২৪,৩২,২৪
১৭	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	১০২,৪৭,২০	১০২,৪৭,২০
১৮	ভূমি কমিশন	৮৫,৬০	৮৫,৬০
	উপমোট	১০,৯৪,৪২,০০	১০,৯৪,০৫,১৮
	উপমোট উন্নয়ন ব্যয়	৮,৪৯,৩৮,৮৮	৫,৯৬,৪১,২২
	সর্বমোট পরিচালনা ও উন্নয়ন ব্যয়	**১৯৪৩,৮০,৮৮**	**১৬,৯০,৪৬,৪০**

৪.৬ জরিপ

ভূমিকা

(ক) ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের প্রধান দায়িত্ব ভূমির নির্ভুল স্বত্বলিপি প্রস্তুত, দেশের অভ্যন্তরীণ সীমানা বিরোধ নিষ্পত্তি এবং আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণ। এ সকল উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত অধিদপ্তরকে সাংবৎসরিক অন্যান্য কার্যাবলী সম্পাদন করতে হয়। তন্মধ্যে মাঠ জরিপ তথা কিস্তোয়ারের মাধ্যমে মৌজা ম্যাপ প্রস্তুত, তসদিক-আপত্তি-আপীল শেষে খতিয়ানের শুদ্ধলিপি প্রস্তুত করে মুদ্রণের জন্য প্রেরণ, মুদ্রণ শেষে চূড়ান্ত প্রকাশনা, গেজেট বিজ্ঞপ্তি এবং প্রণীত স্বত্বলিপি জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করার মধ্য দিয়ে জরিপ কাজের সমাপ্তি ঘটে।

(খ) বিদ্যমান ভূমির বিপুল সংখ্যক শ্রেণিকে সহজবোধ্য, বাস্তবোপযোগী ও স্বল্পসংখ্যক শ্রেণিতে রূপান্তরকরণ এবং খতিয়ান ফরম সংশোধন:

সকল জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস হতে সদ্য প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দেখা যায় যে, বর্তমানে ৩৩৯টি (কম/বেশি) জমির শ্রেণির অস্তিত্ব রয়েছে। তাছাড়া, সর্বশেষ জরিপে প্রকাশিত খতিয়ান পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, বর্তমানে প্রায় ১,১২৪টি শ্রেণির জমি অস্তিত্ব রয়েছে। বিদ্যমান ভূমি শ্রেণিসমূহ পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে একই শ্রেণির ভূমিকে বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়েছে এবং এমন কিছু দুর্বোধ্য নাম রয়েছে যা সাধারণ জনগণের নিকট আদৌ বোধগম্য নয়। এই পরিস্থিতিতে ভূমির শ্রেণিসমূহকে সর্বসাধারণের নিকট গ্রহণযোগ্য, সহজবোধ্য, প্রয়োগযোগ্য ও যুগোপযোগী করে ১৬টি শ্রেণিতে রূপান্তর করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে কতিপয় শর্ত অনুসরণপূর্বক নিম্নের ছকে বর্ণিত বিদ্যমান শ্রেণিভুক্ত কোন ভূমিকে উহার পার্শ্বে উল্লিখিত হাল জরিপের শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত করার নির্দেশনা প্রদান করে পরিপত্র জারি করা হয়:

টেবিল ৪.২৩: জমির নতুন শ্রেণিবিভাগ

ক্রম	বিদ্যমান শ্রেণি	হাল জরিপের শ্রেণি
১	বন, জংগল, গজারি বন, শাল বন, সুন্দর বন এবং সমজাতীয় বন ।	বন
২	পাহাড়, টিলা ও পর্বত ।	পাহাড়
৩	নদী, নদ, খাল ও সিকস্তি ।	নদী
৪	হাওড়, বাওর, পুকুর, বিল, দিঘী, লেক, মাটিয়াল, নালা, নয়নজুলি, ডোবা, ছড়া, ড্রেন, ঝরণা এবং সমজাতীয় জলাভূমি ।	জলাভূমি
৫	হালট, গলি, পাকা রাস্তা, সড়ক, কাচা রাস্তা, রাস্তা, গোপাট, রেলপথ, ডহর, ঘাটা, পথ, বাঁধ, বেড়ী বাঁধ, কালভার্ট, স্লুইস গেট, সেতু, ব্রিজ, আইল্যান্ড, ফুটপাত ও সমজাতীয় ।	রাস্তা
৬	বাস টার্মিনাল, বাস স্ট্যান্ড, রেল স্টেশন, ট্রাক টার্মিনাল, ফেরি ঘাট, খেয়া ঘাট, ঘাট, হেলিপ্যাড, নৌঘাট, টেম্পু স্ট্যান্ড, অটো স্ট্যান্ড, ভ্যান স্ট্যান্ড, যাত্রী ছাউনি ও সমজাতীয় ।	টার্মিনাল
৭	নৌ বন্দর, বিমান বন্দর, বন্দর, সমুদ্র বন্দর, রানওয়ে, পোর্ট, স্থল বন্দর ও সমজাতীয় ।	বন্দর
৮	ছোণখোলা, ভাগার, চরভূমি, ঘাসবন, পান বড়জ, বালুচর, বীজতলা, বাঁশঝাড়, বাগান, গোচরণ ভূমি, পুকুরপাড়, পতিত, লায়েক পতিত, বেড়, নাল, হর্টিকালচার, নার্সারি, ডাঙ্গা, সহরী, বিলান, দলা, ধানী জমি, বেগুন টিলা, মরিচ টিলা, বোরো, টেক, মাঠ, সাটিউরা, আছারউরা, ভিটি, ভিটা, হোগল বন, নলবন, বাইদ, চালা, গভীর নলকূপ ও সমজাতীয় আবাদি ভূমি ।	আবাদি
৯	ছাত্রাবাস, সার্কিট হাউস, উঠান, বাড়ী, বাড়ী ভিটা, টিলা বাড়ী, গুচ্ছ গ্রাম, ডাক বাংলো, শিশু	আবাসিক

ক্রম	বিদ্যমান শ্রেণি	হাল জরিপের শ্রেণি
	সদন, আঙ্গিনা, বিশ্রামাগার, আশ্রয় কেন্দ্র, কোয়ার্টার, এতিমখানা, বোর্ডিং, রেস্ট হাউজ, পালান বাড়ী, ভিলা, বাহির বাড়ী, গোলাঘর, বৈঠকখানা, বাসভবন, পাতকুয়া, ইন্দারা, কুয়া, খোলান, পালান, গোয়ালঘর, আবাসন, আশ্রায়ন, বাস্ত, বৃদ্ধাশ্রম, ত্রাণ শিবির, পুনর্বাসন কেন্দ্র,পায়খানা, প্রস্রাবখানা, ওয়াস রুম, ওয়াস ব্লক, ব্যারাক, কলোনী ও সমজাতীয় আবাসস্থল ।	
১০	কালেক্টরেট, ব্যাংক, পশু হাসপাতাল, পোস্ট অফিস, ফায়ার সার্ভিস, হাসপাতাল, জেলা পরিষদ, ডাকঘর, যাদুঘর, ইউনিয়ন পরিষদ, অফিস, আদালত, লাশ কাটাঘর, কোর্ট কাচারী, আদালত ভবন, গবেষণাগার, উপজেলা পারিষদ, থানা, পুলিশ স্টেশন, বেতার কেন্দ্র, টিভি কেন্দ্র, সংসদ ভবন, প্রেস ক্লাব, ক্লাব, স্বাস্থ্য কেন্দ্র, পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র, সেনানিবাস, ফাঁড়ি, নগরভবন, পৌরসভা, চক্ষু হাসপাতাল, জেলখানা, পুলিশ লাইন, বিজিবি ক্যাম্প, কাচারী বাড়ী, সামাজিক সেবা কেন্দ্র, পাম্প হাউস, পাওয়ার হাউস, শৌচাগার, লাইট হাউজ এবং সমজাতীয় অন্যান্য অফিস।	অফিস
১১	ছাপাখানা,গ্যাস পাম্প, গ্যাস লাইন, পেট্রল পাম্প, গ্যাস ফিল্ড, ডিপো, হিমাগার, ফিলিং স্টেশন, খামার, কসাইখানা, মার্কেট, ইটখোলা, হোটেল, রিসোর্ট, বরফ কল, স' মিল, মোটেল, মিল ঘর, পাথর কোয়ারী, ওয়ার্ক সপ, গ্যাস কেন্দ্র, টাওয়ার, গুদাম, গোডাউন, দোকান, চান্দিনা ভিটি, বাজার, তোহা বাজার, বাজার গলি, গোহাট, হাট, হাট খোলা, পাট মহাল, মাছ পট্টি, মাছ বাজার, কয়লা বাজার, কাচা বাজার, চাউলপট্টি, চান্দিনা দোকান, কাটগোল, ইক্ষু ক্রয়কেন্দ্র, ক্লিনিক, মাতৃসদন, পর্যটন কেন্দ্র, পশু হাট, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ফার্নিচার, বেকারী, শপিংমল, শপিং টাওয়ার, প্লাজা, ব্রিক্স, টালিখোলা, মৎস্য খামার, কৃষি খামার, পশু খামার, পোল্ট্রি খামার, গোখামার, আবাসিক হোটেল, হিমাগার, গোপাট বাজার, নার্সিং হোম, বেসরকারী হাসপাতাল, গণশৌচাগার, মৎস খামার ও সমজাতীয় বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি ।	বাণিজ্যিক
১২	কারখানা, ইপিজেড, ফ্যাক্টরি, কলকারখানা, ট্যানারী, রাইস মিল, চাতাল, মিল, চা বাগান ও সমজাতীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ।	শিল্প
১৩	সিনেমা হল, চিড়িয়াখানা, পার্ক, টেনিস ক্লাব, ব্যাডমিন্টন ক্লাব, খেলার মাঠ, স্টেডিয়াম, মিলনায়তন, কমিউনিটি সেন্টার, ব্যায়মাগার, ক্লাব, সুইমিংপুল এবং সমজাতীয় বিনোদন কেন্দ্র ।	বিনোদন কেন্দ্র
১৪	বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাসা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, প্রাথমিক বিদ্যালয়, কলেজ, বিদ্যালয়, একাডেমী, ইউনিভার্সিটি, মক্তব, পাঠশালা, হেফজখানা, শিশু একাডেমী, ক্রীড়া প্রতিষ্ঠান, পাঠাগার, বার লাইব্রেরি, কিন্ডার গার্টেন, নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কওমি মাদ্রাসা, মহিলা মাদ্রাসা, মাদ্রাসা, হোমিও প্যাথিক কলেজ, আর্ট কলেজ কারিগরী, কৃষি কলেজ, কৃষি মহাবিদ্যালয়, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ, বিজ্ঞানাগার এবং সমজাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ।	শিক্ষা প্রতিষ্ঠান
১৫	শহীদ মিনার, ম্যুরাল, স্মৃতিসৌধ, কেল্লা এবং সমজাতীয় স্মৃতিস্তম্ভ ।	স্মৃতিস্তম্ভ
১৬	মসজিদ, মন্দির, কালীবাড়ী, সমাধি, দেবালয়, শ্মশান, গির্জা, কবরস্থান, মাজার, প্যাগোডা, ঈদগাহ, দরগাহ, খানকাহ, দরগা শারীফ, পীরস্থান, পীঠস্থান, পীরোত্তর, দেবোত্তর, দেবস্থান, মিশন, বৌদ্ধ মন্দির, আশ্রম, দরগা, গুরু দুয়ার, গণকবর, পূজাখোলা, মঠ, গোরস্থান, ওয়াকফ, এবং সমজাতীয় ধর্মীয় স্থান ।	ধর্মীয় স্থান

গ) খতিয়ান ফরম সংশোধন: প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের জন্য নির্বাচন কমিশন কর্তৃক জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া জন্মের সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের জন্মসনদ প্রদান করা হয়। ভূমি অতি মূল্যবান সম্পদ বিধায় ভূমির প্রকৃত মালিকের সম্পত্তির সুরক্ষাকল্পে ক্ষেত্র-বিশেষ জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর অথবা নাগরিকের জন্ম নিবন্ধন নম্বর খতিয়ানে উল্লেখ করা সহ খতিয়ানে জরিপের নাম এবং জমির শ্রেণি কলামের বিদ্যমান কৃষি/অকৃষি সাবকলামের সঙ্গে আরও একটি সাবকলাম যুক্ত করে জমির শ্রেণির স্থানীয় নাম উল্লেখ করার নির্দেশনা জারি করে নিম্নরূপ ভাবে খতিয়ান ফরম সংশোধনের বিষয়ে পরিপত্র জারি করা হয়।

বাংলাদেশ ফরম নম্বর ৫৪৬২ (সংশোধিত)

খতিয়ান নম্বর...

পৃষ্ঠা নম্বর-...

জরিপের নাম...

বিভাগ... জেলা... উপজেলা... মৌজা... জেএল নম্বর... সিট নম্বর...

মালিকের নাম, পিতা/ স্বামী, মাতার নাম (ব্যক্তির ক্ষেত্রে) ও ঠিকানা, জন্ম নিবন্ধন/ জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	মালিকানার অংশ	দাগ নম্বর	জমির শ্রেণি			দাগের মোট জমির পরিমাণ		দাগের মধ্যে এই খতিয়ানের অংশ	অংশানুযায়ী জমির পরিমাণ		দখল বিষয়ক বা অন্যান্য বিশেষ মন্তব্য
			কৃষি	অকৃষি	স্থানীয় নাম	একর	শতাংশ		একর	শতাংশ	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪ (গ)	৫(ক)	৫(খ)	৬	৭(ক)	৭(খ)	৮
.....বিধিমতে নোট বা পরিবর্তন								মোট জমি....			
বিবিধ কেস নম্বর এবং সন											

সেটেলমেন্ট প্রেস, ফরম শাখা -২০১৯

ছবি ৪.৬: 'ভূমি জরিপ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণে করনীয়' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

১৫ মে, ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দে 'ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের উদ্যোগে রাজধানীর তেজগাঁওয়ে অবস্থিত অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের প্রশিক্ষণ হলে অনুষ্ঠিত ভূমি জরিপ ও রেকর্ড ব্যবস্থাপনায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে 'ভূমি জরিপ কার্যক্রমের চ্যালেঞ্জসমূহ ও উত্তরণে করনীয়' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালার উদ্বোধন করার পর বক্তব্য প্রদান করছেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি।

৪.৭ অধিগ্রহণ

জনসাধারণের প্রয়োজন বা জনস্বার্থে তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে এবং উন্নয়নমূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনায় সম্পাদিত হয়। প্রত্যাশী সংস্থার আবেদনমতে জেলা ভূমি বরাদ্দ কমিটির সুপারিশের প্রেক্ষিতে প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণ অধ্যাদেশ অনুসরণে স্বল্প সময়ের মধ্যে সংশ্লিষ্ট ভূমি অধিগ্রহণ/ হুকুমদখল করে প্রত্যাশী সংস্থার বরাবরে ন্যস্ত করা হয়।

ছবি ৪.৭: অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বাড়ি বাড়িতে গিয়ে এল-এ চেক হস্তান্তর

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাটের জেলার রামপাল উপজেলায় নবনির্মিত খানজাহান আলী বিমানবন্দরের জন্য অধিগ্রহণে ক্ষতিগ্রস্তদের মাঝে বাড়ি বাড়িতে গিয়ে এল,এ চেক হস্তান্তর করেন। জেলা প্রশাসক জনাব মোঃ মামুনুর রশিদের তত্বাবধানে এই চেক বিতরন করা হয়।

২০১৯-২০ অর্থ বছরে যে সকল প্রকল্পের জন্য ভূমি অধিগ্রহণ করা হয়েছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রকল্পের নাম, প্রত্যাশী সংস্থা এবং জমির পরিমাণ নিম্নের ছকে উপস্থাপন করা হলো:

টেবিল ৪.২৪: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে অধিগ্রহণের জন্য অনুমোদনকৃত (অধিগ্রহণ ১ শাখার ব্যবস্থাপনায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ
১	২	৩
১	"এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পরে জন্য ১৪.৭৬৯০ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা মতে অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১৬/০৭/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
২	"গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার-চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ " শীর্ষক প্রকল্পের এ্যাকসেস সড়কের Road Sefety-এর জন্য ০৬.৭৩৭২ (শূন্য ছয় দশমিক সাত তিন সাত দুই) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১৭/০৮/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৩	"শেখ হাসিনা তাঁতপল্লি স্থাপন (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ০৬/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ৫৯.৭৩ (উনষাট দশমিক সাত তিন) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা মতে অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	২৭/০৮/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৪	"গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার- চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গাডার সেতু নির্মাণ " শীর্ষক প্রকল্পের এ্যাকসেস সড়কের Road Sefety-এর জন্য ০৮/২০১৪-১৫ নম্বর এল এ কেসে ০৫.৮২০০ (শূন্য পাঁচ দশমিক আট দুই শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ।	২৮/০৮/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
৫	"গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার- চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গাডার সেতু নির্মাণ " শীর্ষক প্রকল্পের এ্যাকসেস সড়কের Road Sefety-এর জন্য ০৪/২০১৪-১৫ নম্বর এল এ কেসে ১১.৪৬৬২ (এগারো দশমিক চার ছয় ছয় দুই) একর ভূমি অধিগ্রহণ।	২৮/০৮/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
৬	"গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার- চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গাডার সেতু নির্মাণ " শীর্ষক প্রকল্পের এ্যাকসেস সড়কের Road Sefety-এর জন্য ০১/২০১৪-১৫ নম্বর এল এ কেসে ০৫.৭৮৯৫ (শূন্য পাঁচ দশমিক সাত আট নয় পাঁচ) একর ভূমি অধিগ্রহণ।	২৮/০৮/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৭	"গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার- চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গাডার সেতু নির্মাণ " শীর্ষক প্রকল্পের এ্যাকসেস সড়কের Road Sefety-এর জন্য ০৩/২০১৪-১৫ নম্বর এল এ কেসে ০৫.৪০৮২ (শূন্য পাঁচ দশমিক চার শূন্য আট দুই) একর ভূমি অধিগ্রহণ।	২৮/০৮/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৮	"গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার- চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গাডার সেতু নির্মাণ " শীর্ষক প্রকল্পের এ্যাকসেস সড়কের Road Sefety-এর জন্য ০৬/২০১৪-১৫ নম্বর এল এ কেসে ০৬.০৩৮০ (শূন্য ছয় দশমিক শূন্য তিন আট শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ।	২৮/০৮/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
৯	"গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার- চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গাডার সেতু নির্মাণ " শীর্ষক প্রকল্পের এ্যাকসেস সড়কের Road Sefety-এর জন্য ০৬/২০১৫-১৬ নম্বর এল এ কেসে ০৩.১৬২৬ (শূন্য তিন দশমিক এক ছয় দুই ছয়) একর ভূমি অধিগ্রহণ।	৩১/০৮/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১০	"গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার- চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের	৩১/০৮/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ
	সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গাডার সেতু নির্মাণ ” শীর্ষক প্রকল্পের এ্যাকসেস সড়কের Road Sefety-এর জন্য ০৯/২০১৪-১৫ নম্বর এল এ কেসে ০৩.৮৮৯০ (শূন্য তিন দশমিক আট আট নয় শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ।	
১১	“গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার- চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গাডার সেতু নির্মাণ ” শীর্ষক প্রকল্পের এ্যাকসেস সড়কের Road Sefety-এর জন্য ০৭/২০১৫-১৬ নম্বর এল এ কেসে ১০.১৪৯৪ (দশ দশমিক এক চার নয় চার) একর ভূমি অধিগ্রহণ।	৩১/০৮/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১২	“গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার- চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গাডার সেতু নির্মাণ ” শীর্ষক প্রকল্পের এ্যাকসেস সড়কের Road Sefety-এর জন্য ০৮/২০১৫-১৬ নম্বর এল এ কেসে ০৯.৭৬৫০ (শূন্য নয় দশমিক সাত ছয় পাঁচ শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ।	৩১/০৮/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৩	“গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার- চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গার্ডার সেতু নির্মাণ ” শীর্ষক প্রকল্পের এ্যাকসেস সড়কের Road Sefety-এর জন্য ০৬/২০১৫-১৬ নম্বর এল এ কেসে ১৯.২১৫০ (উনিশ দশমিক দুই এক পাঁচ শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ।	৩১/০৮/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৪	“শেখ হাসিনা তাঁতপল্লি স্থাপন (১ম পর্যায়)” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ০৯/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ৬০.০০ (ষাট দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা মতে অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	০৫/০৯/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৫	“এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ০৩/সাসেক/২০১৯ নম্বর এল এ কেসে ১৫.৫৬৭৫ (পনের দশমিক পাঁচ ছয় সাত পাঁচ) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন,২০১৭-এর ৬(১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	০২/১০/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৬	“গাইবান্ধা জেলার সুন্দরগঞ্জ উপজেলায় পাঁচপীর বাজার- চিলমারী উপজেলা সদর দপ্তরের সাথে সংযোগকারী সড়কে তিস্তা নদীর উপর ১,৪৯০ মিটার দীর্ঘ পিসি গাডার সেতু নির্মাণ ” শীর্ষক প্রকল্পের এ্যাকসেস সড়কের Road Sefety-এর জন্য ০৯/২০১৫-১৬ নম্বর এল এ কেসে ৪৬.১৫২০ (ছিচল্লিশ দশমিক এক পাঁচ দুই শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ।	০৭/১০/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৭	“বিসিক কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, মুন্সীগঞ্জ” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ০৩/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ৩০৮.৩৩ (তিনশত আট দশমিক তিন তিন) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা মোতাবেক চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১৭/১০/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
১৮	“নগরবাড়ীতে আনুষঙ্গিক সুবিধাদিসহ নদী বন্দর নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ০৮/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ৩৬.০০ (ছত্রিশ দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা মোতাবেক চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	২৩/১০/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
১৯	হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের” জন্য ০৭/২০১৬--১৭ নম্বর এল এ কেসে ২২৬.৭৪৪৮ (দুইশত ছাব্বিশ দশমিক সাত চার চার আট) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১২/১১/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
২০	গাইবান্ধা জেলার সাঘাটা ও গোবিন্দগঞ্জ উপজেলাধীন গুরুত্বপূর্ণ ৯(নয়) টি ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় ২(দুই)টি গার্ডার ব্রীজের Access Road সম্প্রসারণের লক্ষ্যে ১২/২০১৭-১৮ নম্বর এল এ কেসে ২৩.৬৬ (তেইশ দশমিক ছয় ছয়) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা	২৪/১১/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ
	মোতাবেক চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	
২১	নরসিংদী জেলাধীন মনোহরদী উপজেলায় হেতেমদী থেকে সাগরদী বাজার পর্যন্ত সংযোগ সড়ক নির্মাণ (১ম অংশের) প্রকল্পের জন্য ০৪(ক)/২০১৭-১৮ নম্বর এল এ কেসে ২৩.৮৭ (তেইশ দশমিক আট সাত) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬(১) ধারা মোতাবেক চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	২৪/১১/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
২২	হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের" জন্য ০৯/২০১৬--১৭ নম্বর এল একেসে ১০.২৫৩২ (দশ দশমিক দুই পাঁচ তিন দুই) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১২/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
২৩	"নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক (জেড-৩৭১০) উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের (ময়মনসিংহ অংশ) জন্য ১৩/২০১৭-১৮ নম্বর এল এ কেসে মোট ২৩.৯৬১৮ (তেইশ দশমিক নয় ছয় এক আট) একর ভূমির স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭-এর ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী, নেত্রকোনা সড়ক বিভাগের অনুকূলে হস্তান্তরের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন।	১২/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
২৪	"গোপালগঞ্জ জেলার বিআরআই-এর কৃষি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন ও দেশের দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের পরিবেশ-প্রতিবেশ উপযোগী গবেষণা কার্যক্রম জোরদারকরণের মাধ্যমে কৃষি উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২০.০০ (বিশ দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১২/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
২৫	"এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ০৪/সাসেক/২০১৯ নম্বর এল এ কেসে ০৮.৫৫ (শূন্য আট দশমিক পাঁচ পাঁচ) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন,২০১৭-এর ৬(১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১২/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
২৬	"এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ০৫/সাসেক/২০১৯ নম্বর এল এ কেসে ০৯.৭০৩১ (শূন্য নয় দশমিক সাত শূন্য তিন এক) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন,২০১৭-এর ৬(১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	২৭/১২/২০১৯ খ্রষ্টাব্দ
২৭	"নেত্রকোনা-বিশিউড়া-ঈশ্বরগঞ্জ সড়ক (জেড-৩৭১০) উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের (ময়মনসিংহ অংশ) জন্য ১৪/২০১৭-১৮ নম্বর এল এ কেসে মোট ২৪.৫৪৫০ (চব্বিশ শমিক পাঁচ চার পাঁচ শূন্য) একর ভূমির স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭-এর ৭ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী নির্বাহী প্রকৌশলী, নেত্রকোনা সড়ক বিভাগের অনুকূলে হস্তান্তরের প্রস্তাব মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন।	২৭/১২/২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ
২৮	"সাসেক সড়ক সংযোগ প্রকল্প-II: এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য বগুড়া জেলার ০৮/সাসেক/২০১৯ নম্বর এলএ কেসে মোট ১৩.৫৫৫০ (তের দশমিক পাঁচ পাঁচ পাঁচ শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	০৯/০১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
২৯	India-Bangladesh Friendship Pipeline প্রকল্পের জন্য ০৯/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে মোট ৫১.২৪৩০ (একান্ন দশমিক দুই চার তিন শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	১৮/০১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
৩০	পাওয়ার গ্রীড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ কর্তৃক প্রস্তাবিত "Power Grid Network Strengthening Project" under G2G Finance শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় উপকেন্দ্র নির্মাণের জন্য ২৯.৬০ (উনত্রিশ দশমিক ছয় শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	১৮/০১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
৩১	"এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ¨ বগুড়া জেলার ০৯/সাসেক/২০১৯ নম্বর এলএ কেসের মাধ্যমে মোট ১২.৯৭২৫ (বার	২৮/০১/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ
	দশমিক নয় সাত দুই পাঁচ) একর ভূমির স্থাবর সম্পত্তি অধগ্রিহণ ম্যানুয়াল, ১৯৯৭-এর ৭ অনুচ্ছেদ মোতাবেক সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অনুকূলে হস্তান্তরের প্রস্তাব সংক্রান্ত।	
৩২	India-Bangladesh Friendship Pipeline প্রকল্পের জন্য ০২/২০১৯-২০ নম্বর এল এ কেসে মোট ১১৮.১৫২৯ (একশত আঠারো দশমিক এক পাঁচ দুই নয়) একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	০২/০২/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
৩৩	India-Bangladesh Friendship Pipeline প্রকল্পের জন্য ০১/২০১৯-২০ নম্বর এল এ কেসে মোট ১৪.২৮৬৪ (চৌদ্দ দশমিক দুই আট ছয় চার) একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	২৬/০২/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
৩৪	"কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলায় সেনানিবাস স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২২৫.৫৪ (দুইশত পঁচিশ দশমিক পাঁচ চার) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত	০৭/০৩/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
৩৫	“এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য বগুড়া জেলার ০৬/সাসেক/২০১৯ নম্বর এল এ কেস মোট ১৪.২১০০ (চৌদ্দ দশমিক দুই এক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	২৮/০৩/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
৩৬	“এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য বগুড়া জেলার ১৮/সাসেক/২০১৯ নম্বর এল এ কেসে মোট ১৩.৯৫৭৫ (তের দশমিক নয় পাঁচ সাত পাঁচ) একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	৩০/০৪/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
৩৭	“এলেঙ্গা-হাটিকামরুল-রংপুর মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের জন্য বগুড়া জেলার ০৬/সাসেক/২০১৯ নম্বর এল এ কেসে মোট ১৩.৬৭ (তের দশমিক ছয় সাত) একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	২৮/০৪/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ
৩৮	হাওর এলাকায় বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন প্রকল্পের” জন্য ০৫/২০১৬--১৭ নম্বর এল এ কেসে ৯০.০০ (নব্বই দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১৪/০৬/২০২০ খ্রিষ্টাব্দ

টেবিল ৪.২৫: কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদিত প্রস্তাব সমূহ (অধিগ্রহণ ১ শাখার ব্যবস্থাপনায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	তারিখ
১	২	৩
১	এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), ফরাসী দাতা উন্নয়ন সংস্থা (এএফডি), গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফ্যাসিলিটি (জইএফ) এর আর্থিক সহায়তায় গ্রেটার ঢাকা সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট (বিআরটি, গাজীপুর-এয়ারপোর্ট) প্রকল্পের আওতায় গাজীপুর জেলার টঙ্গী থানাধীন মাছিমপুর মৌজার আর এস বিভিন্ন দাগে ০.১৫৮০ (শূন্য দশমিক এক পাঁচ আট শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	২৮/১১/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
২	চীন সরকারের সাথে সম্পদিত G to G সমঝোতা স্মারকের আওতায় নারায়নগঞ্জ জেলার ফতুল্লা থানাধীন ভূইঘর মৌজার সাইনবোর্ড এলাকায় একটি ১৩২/৩৩/১১ কেভি বিদ্যুৎ উপকেন্দ্র নির্মাণ লক্ষ্যে ০.৫৮ (শূন্য দশমিক পাঁচ আট) একর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন সংক্রান্ত।	২১/১১/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
৩	“পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন (পিবিআই) ও সিআইডি নারায়নগঞ্জ জেলা কার্যালয়ের প্রশাসনিক ভবন, ফোর্সের ব্যারাকসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণ” প্রকল্পের জন্য	১৯/১১/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	তারিখ
	১.০০ (এক) একর ভূমি অধিগ্রহণ অনুমোদন সংক্রান্ত।	
৪	বর্ডার গার্ড ব্যাটালিয়ান (৬৩ বিজিবি) স্থাপনের জন্য গাজীপুর সদর উপজেলাধীন বিশেয়া কুড়িবাড়ি মৌজায় মোট ২৫.০০ (পঁচিশ দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ প্রস্তাব অনুমোদন সংক্রান্ত।	১৯/১১/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
৫	স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর এর অনুকূলে "লাঙ্গলবন্দ মহাষ্টমী পূন্যস্নান উৎসবের অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জন্য নারায়নগঞ্জ জেলার বন্দর থানাধীন লাঙ্গলবন্দ ও বারপাড়া মৌজায় আর. এস. বিভিন্ন দাগে মোট ৬.৭১ একর ভূমি অধিগ্রহণের নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির অনুমোদন সংক্রান্ত।	২১/১১/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
৬	"১১টি মডার্ণ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সারাব-(কাশিমপুর) গাজীপুর মডার্ণ ফায়ার স্টেশন স্থাপনের জন্য ০.৮০ একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	১৭/১১/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
৭	ইন্ডাস্ট্রিয়াল পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা এর প্রশাসনিক ভবন, ট্রেনিং সেন্টার, প্রশিক্ষণ মাঠ, ডরমিটরি ও ফোর্সের ব্যারাকসহ অন্যান্য স্থাপনা নির্মাণের লক্ষ্যে ঢাকা জেলার খিলক্ষেত থানাধীন ডুমনী ও মস্তুল মৌজার ৫.০০(পাঁচ) একর ভূমি অধিগ্রহণের লক্ষ্যে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সকল কাগজপত্র নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।	২৬/১২/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
৮	ঢাকা জেলার ডেমরা থানাধীন আমুলিয়া ৭০৭,৭০৮, ৭১৬ ও ৭১৭ নম্বর দাগের জমি বাদ দিয়ে ৭০৯ নম্বর দাগের ০.১৬০০ একর, ৭১০ নম্বর দাগের ০.২০৭০ একর, ৭১১ নম্বর দাগের ০.১৬০০ একর, ৭১২ নম্বর দাগের ০.৩৩৩০ একর, ৭১৩ নম্বর দাগের ০.০৮০০ একর, ৭১৪ নম্বর দাগের ০.১৬০০ একর, ৭১৫ নম্বর দাগের ০.১৬০০ একর, ৭১৮ নম্বর দাগের ০.৩৮৪০ একর, ৭১৯ নম্বর দাগের ০.৩৮৫০ একর ও ৭২১ নম্বর দাগের ০.২৪১০ একর মোট ২.২৭০০ একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	৩১/১২/২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
৯	"ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার সাভার উপজেলার বিলামালিয়া মৌজায় একটি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ২.০০ (দুই দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	২১/০৭/২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১০	"ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০ টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ঢাকা জেলার খিলক্ষেত থানাধীন জোয়ারসাহারা মৌজায় ১টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে ২.০০ (দুই দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	২১/০৭/২০২০ খ্রিস্টাব্দ
১১	""ঢাকা শহর সন্নিকটবর্তী এলাকায় ১০টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১টি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয় স্থাপনের লক্ষ্যে নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জ থানাধীন জালকুড়ি মৌজায় ২.০০ (দুই দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত।	২১/০৭/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

টেবিল ৪.২৬: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের মাধ্যমে অধিগ্রহণের জন্য অনুমোদনকৃত (অধিগ্রহণ ২ শাখার ব্যবস্থাপনায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ
১	২	৩
১	"আনোয়ারা-ফৌজদারহাট গ্যাস সঞ্চালন পাইপলাইন নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্প (সিটি কর্পোরেশন অংশ) এর জন্য ১৫/২০১৭-১৮ নম্বর এল এ কেসে ২৪.৪৩৫১ (চব্বিশ দশমিকচার তিন পাঁচ এক) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১৭/০৮/২০১৯
২	"বঙ্গবন্ধু মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল, সুনামগঞ্জ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ১৩/১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ৩৫.০০ (পঁয়ত্রিশ দশমিক শূন্য শূন্য) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭ এর ৬(১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	
৩	"ইনস্টলেশন অব সিঙ্গেল পয়েন্ট মুরিং (এসপিএম) উইথ ডাবল পাইপ লাইন" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ০৯/১৭-১৮ নম্বর এল এ কেসে ২৭.১৭৭৫ (সাতাশ দশমিক এক সাত সাত পাঁচ) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭-এর ৬ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	২৭/০৮/২০১৯
৪	পায়রা বন্দরের সাথে জাতীয় মহাসড়কের সংযোগ ০৪ (চার) লেন বিশিষ্ট রাস্তার বিভিন্ন অংশে ইন্টারসেকশন নির্মাণ ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত ০১/১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ৩৭.৪৭ (সাইত্রিশ দশমিক চার সাত) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	২৭/০৮/২০১৯
৫	পায়রা বন্দরের কোল টার্মিনাল নির্মাণের নিমিত্ত ০৩/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ৩৪৩.২৮ (তিনশত তেতাল্লিশ দশমিক দুই আট) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	০৫/০৯/২০১৯
৬	"কর্ণফুলী নদীর তলদেশে বহুলেন সড়ক টানেল নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ০৪/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে চট্টগ্রাম জেলায় ০.৫০৫০ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	০৪/০৯/২০১৯
৭	পায়রা বন্দরের সাথে জাতীয় মহাসড়কের সংযোগ ০৪(চার) লেন বিশিষ্ট রাস্তার বিভিন্ন অংশে ইন্টারসেকশন নির্মাণ ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত ০২/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ০৭.৯৮ (শূন্য সাত দশমিক নয় আট) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	০৪/০৫/২০১৯
৮	পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া-বালিয়াতলী গঙ্গামতি সড়কে বড় বালিয়াতলী আন্ধারমানিক নদীর উপর ৬৭৭.০০ মি.দীর্ঘ Pre-Stressed Girder Bridge নির্মাণ প্রকল্পের Access Road নির্মাণের জন্য ১৭/২০১৭-১৮ নম্বর এল এ কেসে ৩৩.৫৯৯৬ (তেত্রিশ দশমিক পাঁচ নয় নয় ছয়) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭-এর ৬ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১৮/০৯/২০১৯

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ
৯	"নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও নিঝুম দ্বীপে পর্যটন কেন্দ্র নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ১১/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ৩০.৯৫ (ত্রিশ দশমিক নয় পাঁচ) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭-এর ৬ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	০২/১০/২০১৯
১০	"শেওলা স্থলবন্দর উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ০৫/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ২২.০২ (বাইশ দশমিক শূন্য দুই) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭- এর ৬ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১৬/১০/২০১৯
১১	"১,২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রাসুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্লান্ট" নির্মাণের জন্য ০৩/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ১,৩৫০.০৪১৪ (এক হাজার তিনশত পঞ্চাশ দশমিক শূন্য চার এক চার) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুম দখল আইন, ২০১৭-এর ৬ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১৭/১০/২০১৯
১২	"মহিষ উন্নয়ন (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সরকারী মহিষ প্রজনন ও উন্নয়ন খামার স্থানান্তর / পুনঃনির্মাণ / নির্মাণসহ বর্ধিতকরণের লক্ষ্যে ০৯/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ১৯.১০ (উনিশ দশমিক এক শূন্য) একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭- এর ৬ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	২৩/১০/২০১৯
১৩	"Coastal Embankment Improvement Project, phase, patuakhali –1 (CEIP-1)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাস্থ পোল্ডার নম্বর ৪৩/২ সি এর বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণ, পুনর্বাসন ও রেগুলেটর নির্মাণের লক্ষ্যে ২২/২০১৭-১৮ নম্বর এল এ কেসে ০.১৪৫০ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭- এর ৬ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১২/১২/২০১৯
১৪	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প নগর এর অন্তর্ভুক্ত "মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ০৯/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে মোট ২৬৭.০৩ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭- এর ৬ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১২/১২/২০১৯
১৫	"Coastal Embankment Improvement Project, phase, Patuakhali –1 (CEIP-1)" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলাস্থ পোল্ডার নম্বর ৪৮ এর পানি নিষ্কাশন স্লুইস নির্মাণের নিমিত্তে ০৩/২০১৯-২০ নম্বর এল এ কেসে ০.৪২ একর ভূমি স্থাবর সম্পত্তি অধিগ্রহণ ও হুকুমদখল আইন, ২০১৭- এর ৬ (১) ধারা মোতাবেক অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১২/১২/২০১৯
১৬	"বারৈয়ারহাট-হোঁয়াকো-ফটিকছড়ি সড়ক সম্প্রসারণ (১ম প্রস্তাব)" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২৪/২০১৭-১৮ নম্বর এল এ কেসে ২৯.৪৪৯১ (উনত্রিশ দশমিক চার চার নয় এক) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	৩০/১২/২০১৩
১৭	"পটুয়াখালী ১৩২০ মেগাওয়াট সুপার থার্মল পাওয়ার প্লান্ট" প্রকল্পের জন্য ১৩/২০১৭-১৮ নম্বর এল এ কেসে মোট ৩৯৪.৫২৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত	৩১/১২/২০১৯

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক অনুমোদনের তারিখ
	অনুমোদন সংক্রান্ত।	
১৮	"মীরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চল স্থাপন" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ১৩/২০১৭-১৮ নম্বর এল এ কেসে দক্ষিণ মঘাদিয়া মৌজায় ৬৩৬.৫৬৫০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	০৮/০১/২০২০
১৯	পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলায় পায়রা সমুদ্র বন্দরের প্রথম টার্মিনাল সংযোগ সড়ক, সেতু, ভেহিকেল ওয়েটিং টার্মিনালসহ আনুষঙ্গিক সুবিধাদি নির্মাণের জন্য ০৬/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ৩৩৫.০২৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	০২/০২/২০২০
২০	চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া উপজেলাধীন "মালিয়ারা-বাঁকখাইন-ভান্ডারগাঁও বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ (২য় পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২০/২০১৫-১৬ নম্বর এল এ কেসে ২০.১০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	০২/০২/২০২০
২১	"কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ২১/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে মোট ২৭.২৩৭৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১৭/০৬/২০২০
২২	পটুয়াখালী জেলাধীন কলাপাড়া উপজেলায় পায়রা বন্দর নির্মাণের জন্য ০৪/২০১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে মোট ৮৪২.৩৮ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	১১/০৩/২০২০
২৩	"পায়রা বন্দরের জন্য প্রয়োজনীয় জেটি, ইয়ার্ড, কর্মকর্তা / কর্মচারীদের আবাসন ও আনুষাঙ্গিক অবকাঠামো নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ১৪/২০১৯-২০ নম্বর এল এ কেসে ৭৬.৩২ (ছিয়াত্তর দশমিক তিন দুই) একর ভূমি অধিগ্রহণ।	৩০/০৪/২০২০
২৪	"খুলনা শহরে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নয়ন ও পুনর্বাসন" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা নির্মাণের নিমিত্ত ১১/১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ২২.০০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	২৪/০৩/২০২০
২৫	"কুমিল্লা (টমছম ব্রীজ)-নোয়াখালী (বেগমগঞ্জ) আঞ্চলিক মহাসড়ক ৪ লেনে উন্নীতকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের জন্য ১৩/১৮-১৯ নম্বর এল এ কেসে ৭.১৯ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব চূড়ান্ত অনুমোদন সংক্রান্ত।	২৪/০৬/২০০

টেবিল ৪.২৭: কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদিত প্রস্তাব সমূহ (অধিগ্রহণ ২ শাখার ব্যবস্থাপনায়)

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	তারিখ
১	২	৩
১	চট্টগ্রাম জেলার হালিশহর থানার অন্তর্গত উত্তর হালিশহর মৌজায় "পূর্বাঞ্চলীয় গ্রীড নেটওয়ার্কের পরিবর্ধন এবং ক্ষমতাবর্ধন প্রকল্প" এর আওতাধীন "আনন্দবাজার ১৩২/৩৩ কেভি জিআইএস গ্রীড উপকেন্দ্র" নির্মাণের লক্ষ্য ১৫.০০ (পনের) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন সংক্রান্ত।	১২/০৩/২০২০

ক্রমিক নম্বর	প্রকল্পের নাম ও পরিমাণ	তারিখ
২	খুলনা জেলার লবনচরা থানাধীন মৌজায় বাংলাদেশ স্কুল অব লজিস্টিকস এন্ড ম্যানেজমেন্ট (সোলাম) সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ২.৬৬ (দুই দশমিক ছয় ছয়) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন সংক্রান্ত।	১২/০৩/২০২০
৩	খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলাধীন (মেট্রো খালিশপুর থানা) বয়রা মৌজায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ সরকারি কর্ম কমিশন সচিবালয়ের খুলনা আঞ্চলিক কমপ্লেক্স নির্মাণের লক্ষ্যে ০.৩৭৫০ (শূন্য দশমিক তিন সাত পাঁচ শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন সংক্রান্ত।	১২/০৩/২০২০
৪	বাংলাদেশ সরকারী কর্ম কমিশন সচিবালয়ের ৭টি আঞ্চলিক কার্যালয় প্রতিষ্ঠাসহ সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্পের আওতায় বি পি এস সি সচিবালয়ের আঞ্চলিক কার্যালয় কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্পের আওতাধীন বরিশাল সিটি কর্পোরেশন এলাকার জে এল ১৩ নম্বর ইছাকাঠি মৌজায় ০.৪০ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন সংক্রান্ত।	১২/০৩/২০২০
৫	খুলনা জেলার দিঘলিয়া উপজেলাধীন রায়েরমহল মৌজায় জলিল সরণির শেষ অংশে ৪৬ ফুট রাস্তাটি ৮০ ফুটে প্রশস্তকরণের জন্য ০.৩৮৫০ (শূন্য দশমিক তিন আট পাঁচ শূন্য) একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন সংক্রান্ত।	০১/১০/২০১৯
৬	খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ক্ষেত্রখালি খালের দক্ষিণপ্রান্ত হতে মাথাভাঙ্গা ২নং স্লুইচ গেট খাল পর্যন্ত সংযোগ ড্রেন নির্মাণের জন্য ০.৬৪ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন সংক্রান্ত।	০৭/১০/২০২০
৭	খুলনা শহরের জলাবদ্ধতা দূরীকরণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ড্রেন নির্মাণের জন্য ৩.৮৩০৫ একর ভূমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব কেন্দ্রীয় ভূমি বরাদ্দ কমিটির সভায় অনুমোদন সংক্রান্ত।	০৭/১০/২০২০

৪.৮ উন্নয়ন

বর্তমান সরকার ভূমি ব্যবস্থাপনা আধুনিকায়নে তথা ডিজিটাইজেশনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এই জটিল এবং গুরুত্বপূর্ণ কর্ম সম্পাদনে ভূমি মন্ত্রণালয় বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কর্মকান্ড হাতে নিয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি ব্যবস্থাপনাকে আধুনিক ও যুগোপযোগী করার নিমিত্ত বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ নিম্নরূপ: (কোটি টাকায়)

টেবিল ৪.২৮: ২০২০-২১ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও প্রকল্প ব্যয়

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম ও বাস্তবায়নকাল	প্রকল্প ব্যয় (প্র:সা:)	আরএডিপিতে বরাদ্দ (প্র:সা:)
১	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলেটেশন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২১)	৯৪১.৮১৩০ (-)	৩৭.০০ (-)
২	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকর্ড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatians) (২য় সংশোধিত) (জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০২০)	৯২.৭৭৭৩ (-)	১০.০০ (-)
৩	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-ব্রিজিং) (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) (জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২)	১০.৯৪৪২ (৭.৮৭৭১)	৩.৮৮ (৩.০৯)
৪	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২১)	৭৪৬.৭৮০২	১৯০.৪৫
৫	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই ২০১৫ হতে ডিসেম্বর ২০২০)	১৮৪.০৪২৩ (-)	৩৪.৭৮ (-)
৬	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১)	৭১৫.৪৭০০ (-)	১৬০.০০ (-)
৭	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২১)	৩৫১.৮৬২২ (২৮১.০৩২৬)	৭২.৭৫ (৭০.০০)

চার্ট ৪.৭: ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহ ও প্রকল্প ব্যয়ের তুলনা

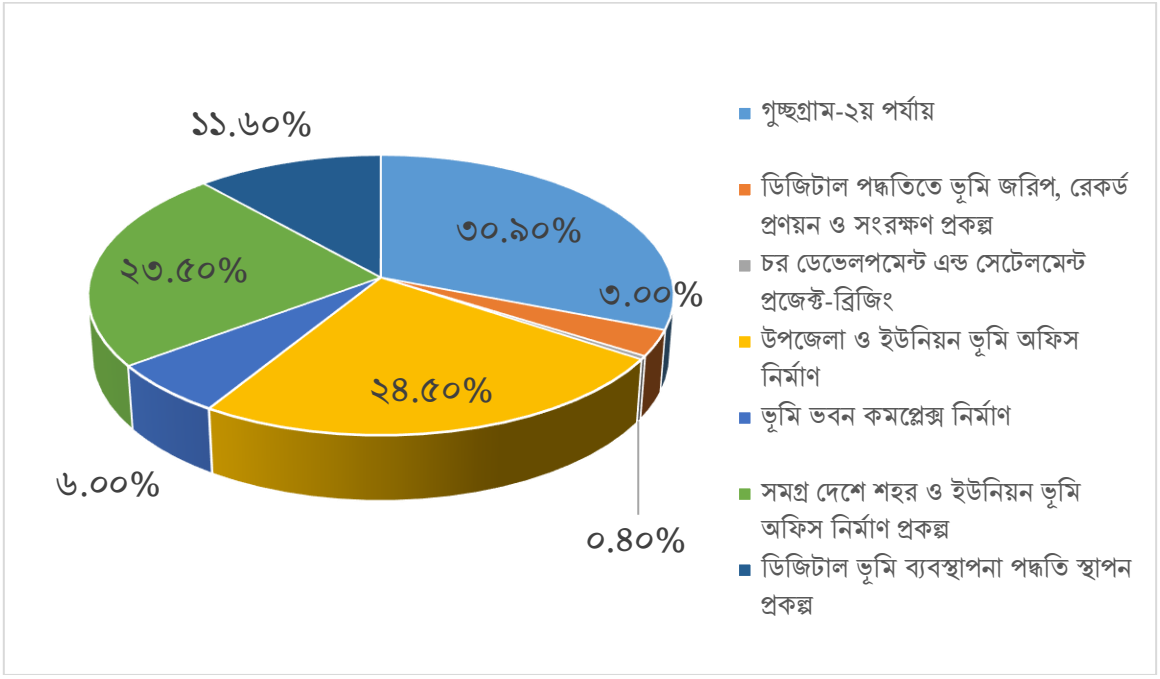

৪.৮.১ অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের তালিকা

২০১৯-২০ অর্থ বছরে চলমান প্রকল্পের পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারের ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (২০১৬-২০), প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০১০-২০২১), ডেল্টা প্ল্যান ২১০০, মন্ত্রণালয়ের ভিশন ও মিশন এবং ক্যাবিনেট ডিভিশনের সাথে সম্পাদিত বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নের নিমিত্ত ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ৭টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেক্টর ভিত্তিক চলমান এ প্রকল্পসমূহের তালিকা নিম্নরূপ:

(ক) সেক্টর: পল্লী উন্নয়ন ও পল্লী প্রতিষ্ঠান

১। ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প।

২। ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প।

(খ) সেক্টর: পানি সম্পদ

১। মৌজা ও প্লট ভিত্তিক জাতীয় ডিজিটাল ভূমি জোনিং প্রকল্প।

(গ) সেক্টর : ভৌত পরিকল্পনা, পানি সরবরাহ ও গৃহায়ন

১। ঢাকা মহানগরীর ছিন্নমূল বস্তিবাসী ও নিম্নবিত্তদের বহুতল বিশিষ্ট ভবনে পুনর্বাসন (২য় পর্যায়) প্রকল্প

২। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর, ঢাকা সেটেলমেন্ট, দিয়ারা সেটেলমেন্ট এবং সেটেলমেন্ট প্রেসের

৩। কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প

৪। উপজেলা/সার্কেল ভূমি অফিসসমূহে স্থাপিত রেকর্ড রুমসমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প

৫। জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে স্থাপিত রেকর্ড রুমসমূহ সংস্কার, সম্প্রসারণ ও আধুনিকায়ন প্রকল্প।

৪.৮.১ ২০২০-২১ অর্থ বছরে একনেকে অনুমোদিত প্রকল্প:

১. ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন প্রকল্প:

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপীল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক "ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে। গত ১৪/০৭/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "ভূমি ব্যবস্থাপনা অটোমেশন" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১,১৯৭.০৩ কোটি টাকা।

২. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালনা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ প্রকল্প:

এ প্রকল্পের মাধ্যমে (ক) পটুয়াখালী জেলার ৮টি এবং বরগুনা জেলার ৬টি সহ ১৪টি উপজেলার ডিজিটাল মৌজাম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুত করা; (খ) ৩টি পার্বত্য জেলা বাদে ৬১টি জেলায় ৪৭০টি উপজেলায় সকল আরএস খতিয়ান, মৌজাম্যাপ স্ক্যানিং, স্কেলিং, ভেক্টরাইজিং, জিইওডেটিক সার্ভে এর মাধ্যমে জিওরেফারেনসিং করে ডিজিটাল মৌজাম্যাপ প্রস্তুত করা; (গ) Digital Land Surveying System (DLSS) প্রতিষ্ঠা করা; এবং (ঘ) ৪০ জন ToT এবং ২১৭১ জন কর্মকর্তা কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করার প্রস্তাব করা হয়েছে। গত ১৪/০৭/২০২০ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক "ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পরিচালনা সক্ষমতা শক্তিশালীকরণ" শীর্ষক প্রকল্পটি অনুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে এবং মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১২১২.৫৪৮৬ কোটি টাকা। প্রস্তাবিত এ প্রকল্পের প্রকল্প এলাকা হিসেবে সারাদেশে ৪৫৯টি ও ঢাকা মহানগরীর ১১টিসহ মোট ৪৭০টি উপজেলা (৩টি পার্বত্য জেলা, এ্যাকসেস টু ল্যান্ড প্রকল্প, ইডিসিএফ প্রকল্প, পলাশ ও সাভার উপজেলা ব্যতীত) উল্লেখ করা হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক চিত্র নিম্নরূপ:

টেবিল ৪.২৯: বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়

ক্র. নং	অর্থ বছর	আরএডিপি বরাদ্দ (কোটি টাকা)			ব্যয় ও শতকরা হার (কোটি টাকা)		
		জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট
১	২০১৫-১৬	৯২.৯২	৪৮.৭০	১৪১.৬২	৮৬.১০ (৯২.৬৬%)	১৭.৭০ (৩৬.৩৬%)	১০৩.৮০ (৭৩.৩০%)
২	২০১৬-১৭	২৬৬.৮৮	৮৭.৭৪	৩৫৪.৬২	২৫৮.৫১ (৯৬.৮৬%)	৯২.০৬ (১০৪.৯২%)	৩৫০.৫৭ (৯৮.৮৬%)
৩	২০১৭-১৮	৭৬৯.৪২	০.২২	৭৬৯.৬৪	৬৩৩.১৪০১ (৮২.২৯%)	০.২১৯৮ (১০০%)	৬৩৩.৩৫৯৯ (৮২.২৯%)
৪	২০১৮-১৯	৪৭৭.২৪	-	৪৭৭.২৪	৩৯১.০৩ (৮১.৯৪%)	-	৩৯১.০৩ (৮১.৯৪%)
৫	২০১৯-২০	৪৩৫.৭৭	৭৩.০৯	৫০৮.৮৬	৩৬১.৭৯ (৮৩.০২%)	-	৩৬১.৭৯ (৭১.১০%)

চার্ট ৪.৮: বিগত ৫ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় বরাদ্দ ও ব্যয়ের তুলনামূলক হার

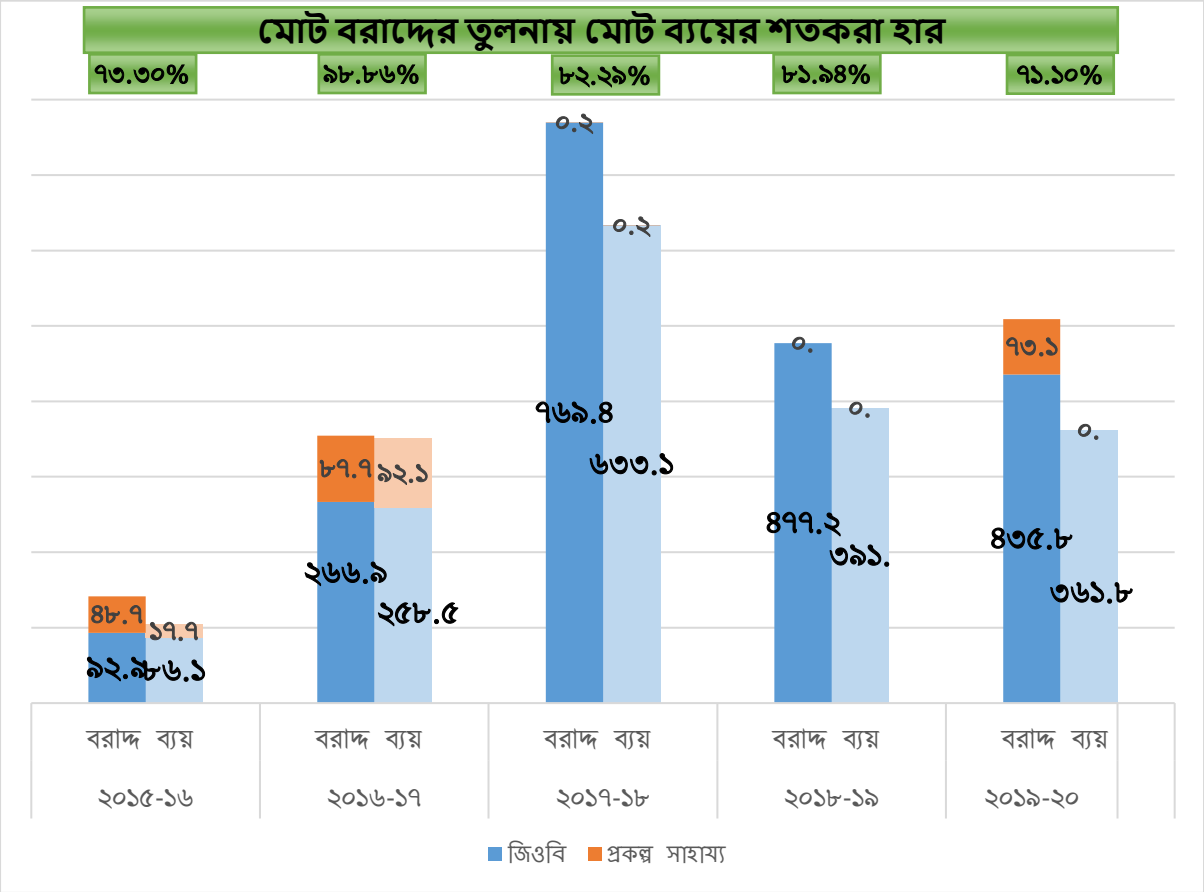

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ভূমি মন্ত্রণালয়ে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির (আরএডিপি) আওতায় ৫০৮.৮৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি খাতে ৪৩৫.৭৭ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য খাতে ৭৩.০৯ কোটি টাকা। উক্ত বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে জুন' ২০ পর্যন্ত ৩৬১.৭৯ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে যা মোট বরাদ্দের ৭১.১০%। বরাদ্দকৃত সকল অর্থই জিওবি খাত হতে ব্যয় করা হয়েছে।

টেবিল ৪.৩০: ২০১৯-২০ অর্থ বছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বছরের জুন ২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুন ২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
		মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)
১	গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলেটেশন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (অক্টোবর'১৫ হতে	৯৪১.৮১৩০	৩৭.০০ (-)	৩৩.৭৪ (-)	৭০২.৬৮৪৩

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম (বাস্তবায়ন কাল)	প্রকল্প ব্যয়	২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপি-তে বরাদ্দ	২০১৯-২০ অর্থ বছরের বছরের জুন ২০ পর্যন্ত অগ্রগতি	জুন ২০ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত অগ্রগতি
		মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)	মোট (প্র: সা:)
	জুন'২১)				
২	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ, রেকড প্রণয়ন ও সংরক্ষণ প্রকল্প (১ম পর্যায়ঃ Computerization of Existing Mouza Maps and Khatian) (২য় সংশোধিত) (জুলাই'১২ হতে জুন'২০)	৯২.৭৭৭৩ (-)	১০.০০ (-)	৭.৭৫ (-)	৮৩.২৫১৫
৩	চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-ব্রিজিং) (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ) (জুলাই '১৯ হতে জুন '২২)	১০.৯৪৪২ (৭.৮৭৭১)	৩.৮৮ (৩.০৯)	০.৪২ (-)	০.৪২ (-)
৪	উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই'১৪ হতে জুন'২১)	৭৪৬.৭৮০২ (-)	১৯০.৪৫ (-)	১৮১.২০	৫২০.৩৮৩৬
৫	ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (জুলাই'১৫ হতে ডিসেম্বর'২০)	১৮৪.০৪২৩ (-)	৩৪.৭৮ (-)	৩৪.৭৩ (-)	৮৮.৪৩০৫
৬	সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত) (জুলাই '১৬ হতে জুন '২১)	৭১৫.৪৭ (-)	১৬০.০০ (-)	১০১.৩০	২৯০.৪৮৯২
৭	ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলায় ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প (জুলাই'১৮ হতে ডিসেম্বর'২১	৩৫১.৮৬২২ (২৮১.০৩২৬)	৭২.৭৫ (৭০.০০)	২.৬৫	২.৭৮৭৪

৪.৮.২ প্রকল্পওয়ারী বিস্তারিত কার্যক্রম ও অগ্রগতি

১. গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্প (১ম সংশোধিত) প্রকল্প (অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২১)

ছবি ৪.৮: গোবিন্দশ্রী গুচ্ছগ্রাম, মদন, নেত্রকোনা

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

১৯৭০ সালের ১২ নভেম্বর এক প্রলয়ঙ্করী সাইক্লোন বাংলাদেশের উপকূলীয় চরাঞ্চল সহ দেশের দক্ষিণাঞ্চলের উপর আঘাত হানে এবং কমপক্ষে দশ লাখ মানুষ ও অগণিত গবাদি পশু-পাখি প্রাণ হারায়। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি প্রথম সফর করেন তৎকালীন নোয়াখালী জেলার (বর্তমানে লক্ষ্মীপুর জেলা) রামগতি থানা। পরিদর্শনকালে বঙ্গবন্ধু নদীভাঙ্গা, দুস্থ, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারসমূহকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসনের জন্য নোয়াখালী জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ প্রদান করেন। এরই ফলশ্রুতিতে নোয়াখালী জেলা প্রশাসন ২০০টি পরিবারকে পুনর্বাসনের জন্য 'পোড়াগাছা' গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন। বঙ্গবন্ধুর আগমনকে স্মৃতিতে ভাস্বর করে রাখার জন্য সেই পোড়াগাছা গ্রামেই সরকারি খাস জমিতে পত্তন হয় দেশের প্রথম গুচ্ছগ্রাম 'পোড়াগাছা' । পরবর্তীতে 'পোড়াগাছা' গুচ্ছগ্রামের ধারাবাহিকতায় সরকারের ভূমি সংস্কার নীতিমালার আওতায় ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা মানুষকে দেশের মূল উন্নয়ন কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের যৌথ অর্থায়নে সৃষ্টি হয় আদর্শগ্রাম প্রকল্প। আদর্শগ্রাম প্রকল্প - ১-এর আওতায় ১৯৮৮ হতে ১৯৯৮ পর্যন্ত ১০৮০টি আদর্শগ্রামে ৪৫৬৪৭টি পরিবার, আদর্শগ্রাম প্রকল্প - ২-এর আওতায় ১৯৯৮ হতে ২০০৮ পর্যন্ত ৪২৭টি আদর্শগ্রামে ২৫৩৮৫টি পরিবার, গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় ২০০৯ হতে সেপ্টেম্বর ২০১৫ পর্যন্ত ২৫৪টি গুচ্ছগ্রামে ১০৭০৩টি পরিবারসহ সারা দেশে ১৭৬১টি গুচ্ছগ্রাম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ৮১,৭৩৫টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

গুচ্ছগ্রাম (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের ধারাবাহিকতায় গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে ৯৪১.৮১৩০ কোটি টাকা

ব্যয়ে অক্টোবর' ১৫ হতে জুন' ২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে সারাদেশে ৫০ হাজার ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ৯৩৭টি গুচ্ছগ্রামে ৩৬,৪৭৮ টি ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদীভাঙ্গা পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

টেবিল ৪.৩১: ২০১৯-২০ প্রকল্পের সারসংক্ষেপ

ক্রমিক নং	**প্রকল্পের নাম**	**গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিম্স রিহেবিলিটেশন) প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)। প্রকল্প/কর্মসূচি সম্পর্কিত প্রাথমিক তথ্যাদি:**
১	বাস্তবায়নকাল	০১ অক্টোবর ২০১৫ হতে জুন ২০২১
২	লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য	সরকারী খাস জমিতে বসতভিটা ও ঘরবাড়ী নির্মাণ করে ভূমিহীন ও ঠিকানাবিহীন পরিবারদের পুনর্বাসন করা, পুনর্বাসিত পরিবারদের প্রশিক্ষণ প্রদান , ক্ষুদ্র ঋণ ও আত্মকর্মসংস্থান মূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করে স্বাবলম্বি করণের মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন।
৩	প্রকল্প এলাকা	তিনটি পার্বত্য জেলা ব্যতিত সমগ্র বাংলাদেশ।
৪	প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকায়)	৯৪১৮১.৩০ লক্ষ টাকা (নয়শত একচল্লিশ কোটি একাশি লক্ষ ত্রিশ হাজার)
৫	ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় (জুন ২০২০ পর্যন্ত)	৭০২৬৮.৪৩ লক্ষ (সাতশত দুই কোটি আটষট্টি লক্ষ তেতাল্লিশ হাজার) টাকা মাত্র

(খ) প্রকল্পের আওতায় সুবিধাভোগীদের প্রদেয় সুযোগ সুবিধাদির বিবরণ

গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) প্রকল্পের আওতায় প্রতিষ্ঠিত গুচ্ছগ্রামে বসবাসকারী সুবিধাভোগীদের মধ্যে প্রতিটি পরিবারকে ন্যূনতম ৪ শতাংশ এবং সর্বোচ্চ ৮ শতাংশ বসতভিটার জমি প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে আরসিসি পিলার, স্টিলের ফ্রেমে টিনের চাল ও বেড়া এবং স্টিলের দরজা জানালা সম্বলিত ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসবিশিষ্ট দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর প্রদান করা হয়, প্রতিটি পরিবারকে পাঁচ রিং বিশিষ্ট একটি স্যানিটারি ল্যাট্রিন প্রদান করা, সুপেয় ও নিরাপদ পানির ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্য প্রতি ৫ থেকে ১০টি পরিবারের ব্যবহারের জন্য স্থানোপযোগী ১টি করে অগভীর/গভীর নলকূপ/ পাম্প/ রিংওয়েল ইত্যাদি স্থাপন করা হয়। গ্রামবাসীদের প্রশিক্ষণ ও আয়বর্ধন মূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি গ্রামে ৭৭৮ বর্গফুট ফ্লোরস্পেস, স্টিলের ফ্রেমে টিনের চাল, ইটের দেয়াল, স্টিলের দরজা-জানালা সম্বলিত একটি 'মাল্টিপারপাস হল' নির্মাণ করা হয়। প্রতিটি পরিবারকে পরিবেশ বান্ধব উন্নত চুলা প্রদান করা হয়। সামাজিক বনায়ন কর্মসূচিকে বেগবান করার লক্ষ্য প্রতিটি পরিবারকে ফলদ, বনজ ও কাঠ উৎপাদনোপযোগী গাছের চারা প্রদান করা হয়। প্রতিটি পরিবারের ২ জন সদস্যকে ৮ দিনের আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ডের ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। নারীর অধিকার নিশ্চিতকরণ ও লিঙ্গ সমতা রক্ষার জন্য স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে বসতভিটার জমির কবুলিয়ত প্রদান ও নামজারি করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য প্রতিটি পরিবারকে বিআরডিবির মাধ্যমে ১৫ হাজার টাকা ক্ষুদ্র ঋণ প্রদান করা হয়, জমির প্রাপ্যতা সাপেক্ষে পুনর্বাসিত পরিবারসমূহের জন্য পুকুর খনন করে দেয়া হয় এবং তাদের অনুকূলে পুকুরের দীর্ঘমেয়াদী ব্যবহারস্বত্ব প্রদান করা হয়। পুনর্বাসিত পরিবারের সুবিধার্থে গুচ্ছগ্রামের পুকুরে পাকা ঘাটলা নির্মাণ করা হয়। নির্মিত গুচ্ছগ্রামের এক কিলোমিটারের মধ্যে বিদ্যুৎ বিতরণ লাইন থাকলে ঐ সকল গুচ্ছগ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করা হয়।

(গ) প্রকল্পের প্রধান লক্ষ্য/উদ্দেশ্য

- জলবায়ু দুর্গত ভূমিহীন, গৃহহীন, ঠিকানাহীন, নদী ভাঙ্গনে ক্ষতিগ্রস্ত দরিদ্র ৫০,০০০টি পরিবারকে সরকারি খাস জমিতে পুনর্বাসন;
- বাংলাদেশের পল্লী অঞ্চলের প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং নদী ভাঙ্গনের ফলে দুর্গত পরিবারকে ন্যূনতম ০.১৫ একর সরকারি খাস জমিতে সৃজিত ইকোভিলেজে ০.০৪ একর থেকে ০.০৮ একর বসত ভিটাসহ স্বামী-স্ত্রী উভয়ের নামে এবং বিধবাদের ক্ষেত্রে একক নামে রেজিস্ট্রি কবুলিয়ত প্রদান করার মাধ্যমে দারিদ্র বিমোচন ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণ;
- পুনর্বাসিত পরিবারের-সামাজিক নিরাপত্তা বিধানের জন্য শিক্ষা, নিরাপদ সুপেয় পানি, স্বাস্থ্যসম্মত ল্যাট্রিন ইত্যাদি সুবিধাদি প্রদানসহ পুনর্বাসিতদের অনুকূলে দীর্ঘ মেয়াদী পুকুর লীজ প্রদান;
- পুনর্বাসিত পরিবারের আর্থ-সামাজিক অবস্থা উন্নয়নের জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্র ঋণ বিতরণ;
- প্রত্যন্ত এলাকায় পুনর্বাসিত/পুনর্বাসিতব্য গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান।

(ঘ) প্রকল্পের মুল কার্যাবলী

- সরকারি খাস জমিতে গুচ্ছগ্রাম স্থাপনের লক্ষ্যে কাবিখার আওতায় মাটির কাজ সম্পন্ন করণ;
- প্রতি পরিবারের জন্য ৩০০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসহ দুই কক্ষ বিশিষ্ট ঘর এবং ৫ রিং বিশিষ্ট স্যানিটারি ল্যাটিন নির্মাণ, পরিবার প্রতি নির্মাণ ব্যয়, ১,৫০,০০০টাকা -/;
- ৩০ বা তদূর্ধ্ব পরিবার বিশিষ্ট গুচ্ছগ্রামে ৯৯০ বর্গফুট ফ্লোর স্পেসসহ মাল্টিপারপাস হল নির্মাণ;
- নিরাপদ সুপেয় পানি নিশ্চিতকরণের জন্য বিভিন্ন প্রকার নলকূপ স্থাপন;
- প্রতি পরিবারকে একটি করে উন্নত চুলা প্রদান;
- আশে পাশে বিদ্যুৎ লাইন থাকা সাপেক্ষে প্রতিটি পরিবারকে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের ব্যবস্থা করা;
- বিআরডিবি'র মাধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ড, প্রশিক্ষণ, ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করা;
- পরিবেশ উন্নয়নে প্রতিটি গুচ্ছগ্রামে বৃক্ষরোপণ নিশ্চিত করা;
- আদর্শ গ্রাম প্রকল্পের অধীনে প্রতিষ্ঠিত গ্রামসমূহের প্রয়োজনীয় রক্ষণাবেক্ষণ কাজ (মাটিরকাজ) সম্পাদন;
- কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর আওতায় বসত ভিটা উঁচুকরণ, পুকুরখনন, পুনঃখনন, সংযোগ রাস্তা নির্মাণ;
- এছাড়াও বিভিন্ন সরকারি সেবা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পুনর্বাসিত পরিবারকে প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেবা, পরিবার পরিকল্পনা এবং সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করা।

অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নরূপ (জুন/২০২০ পর্যন্ত)

টেবিল ৪.৩২: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে অনুমোদিত ডিপিপি অনুযায়ী বছর ভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা ও অগ্রগতি নিম্নরূপ (জুন/২০২০ পর্যন্ত)

ক্রমিক	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা / অর্জন	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	অর্জন(ক্রম.)
০১।	গ্রামের সংখ্যা	২৫০০টি	২৬	৭৫০	১৩১০	৪১৪	-	
		অর্জন	২৩	১৩৭	৫৭০	১৭৭	৩৬	৯৪৩
০২।	গৃহ,ল্যাট্রিণ, রান্নাঘর	৫০,০০০টি	৮০০	১৫০০০	২৬০০০	৮২০০	০	
		অর্জন	৮০০	৪৫৫০	২২৭৯৭	৭৫৫২	১১৫৯	৩৬৮৫৮

ক্রমিক	বিবরণ	লক্ষ্যমাত্রা / অর্জন	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	অর্জন(ক্রম.)
০৩।	মাল্টিপারপাস হল	৩৪০ টি	১২	১২০	১০০	৫৮	৫০	
		অর্জন	১২	৫০	৯৩	৯৯	০	২৫৪
০৪।	নলকুপ স্থাপন	১০,০০০ টি	১৩০	৩০০০	৪০০০	১৬৫০	১২২০	
		অর্জন	১৩০	৫৭৪	২২৪৫	২০০০	০	৪৯৪৯
০৫।	ক্ষুদ্রঋণ	১০,০০০ পরিবার	৮০০	৩০০০	৩০০০	২০০০	১২০০	
		অর্জন	৭৪৩	২৬৯৭	২৫৫৮	১০৬৪	২৯৩৮	১০০০০
০৬।	আর্থসামাজিক প্রশিক্ষণ	১০,০০০ পরিবার	৮০০	৩০০০	৩০০০	২০০০	১২০০	
		অর্জন	৮০০	২৭০০	১১৬২	-	৫৩৩৮	১০০০০
০৭।	বৃক্ষরোপণ	৫০,০০০ পরিবার	৮০০	১৫০০০	২০০০০	১০০০০	৪২০০	
		অর্জন	৮০০	৪২৯০	১৪২৮৪	১০০০০	৫৯৫৫	৩৫৩২৯
০৮।	উন্নত চূলা	৫০,০০০ পরিবার	৮০০	১৫০০০	২০০০০	১০০০০	৪২০০	
		অর্জন	৮০০	৪২৯০	১৪২২৫	১০০০০	৫৯৫৫	৩৫৩৩০
০৯।	কবুলিয়ত দলিল	৫০,০০০ পরিবার	৮০০	১৫০০০	২৬০০০	৮২০০	০	
		অর্জন	৮০০	৪৫৫০	২২৭৯৭	-	-	২৮২৪৭
১০।	বিদ্যুতায়ন	৩০০ গ্রাম	৭	৭০	৭০	৭০	৮৩	
		অর্জন	৯	৮	২৮	৪৭	৩৩	১২৫
১১।	ঘাটলা নির্মাণ	১৫০ টি	৩	৪০	৪০	৪০	২৭	
		অর্জন	৩	১৯	৪০	৫৫	২	১১৯
১২।	গোসলখানা	৩৩৭টি	০	৯৩	১০০	১০০	৪৪	
		অর্জন	০	৫৩	৯৮	১০৬	২৩	২৮০

(ঙ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

২০১৯-২০ অর্থ বছরে গুচ্ছগ্রাম-২য় পর্যায় (ক্লাইমেট ভিকটিমস রিহ্যাবিলিটেশন) (১ম সংশোধিত) প্রকল্পের আওতায় ৩৭.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন' ২০ পর্যন্ত ৩৩.৭৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯১.১৯%। জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭০২.৬৮৪৩ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৭৪.৬১%।

(চ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত ৩৬,৪৭৮টি ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ১,২০০ ভূমিহীন পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারিত ছিল। উক্ত লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ১,১৫৯টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

(চ) ২য় পর্যায় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ:

টেবিল ৪.৩৩: গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পে ২য় পর্যায় প্রকল্পের বিস্তারিত বিবরণ

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	বাস্তবায়নকাল	প্রতিষ্ঠিত গ্রামের সংখ্যা	পুনর্বাসিত পরিবার সংখ্যা	অর্থায়ন (কোটি টাকায়)
১	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-১	জুলাই ১৯৮৮-জুন ১৯৯৮	১০৮০	৪৫৬৪৭	জিওবি এবং ইসি (৮৭.৫৩)
২	আদর্শ গ্রাম প্রকল্প-২	জুলাই ১৯৯৮-ডিসেম্বর ২০০৮	৪২৭	২৫৩৮৫	জিওবি এবং ইসি (১৬৫.৯৫)
৩	গুচ্ছগ্রাম (সিভিআরপি)	জানুয়ারী ২০০৯-সেপ্টেম্বর ২০১৫	২৫৪	১০৭০৩	জাপান ঋণ মওকুফ তহবিল জেডিসিএফ) (১৮৪.০৮)
৪	গুচ্ছগ্রাম -২য় পর্যায় (সিভিআরপি)	অক্টোবর ২০১৫-জুন ২০২১	৯৪৩	৩৬,৪৭৮	বাংলাদেশ সরকার (জিওবি) জুন/২০ পর্যন্ত খরচ ৭০২.৬৮৪৩ কোটি টাকা
		সর্বমোট	২৭০৪ টি গ্রাম	১,১৮,২১৩ পরিবার	১১৪০.২৪৪৩ কোটি টাকা

টেবিল ৪.৩৪: ২০১৭ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে উদ্বোধনকৃত গুচ্ছগ্রাম

ক্রমিক নং	জেলার নাম	উপজেলার নাম	গুচ্ছগ্রামের নাম
১	লালমনিরহাট	পাটগ্রাম	সানিয়াজান
		লালমনিরহাট সদর	হিরামানিক১-
			হিরামানিক২-
২	পঞ্চগড়	দেবীগঞ্জ	কুট ভাজনী বালাসুতি (ছিটমহল)
৩	ঠাকুরগাঁও	পীরগঞ্জ	বৈরচুনা সিরাইল
৪	দিনাজপুর	কাহারোল	বাগপুর২-
		পার্বতীপুর	রিফিউজিপাড়া১-
৫	রংপুর	পীরগাছা	জুয়ান১ -
		গঙ্গাচড়া	আরজি জয়দেব
৬	গাইবান্ধা	সাদুল্লাপুর	সালাইপুর
৭	ফরিদপুর	ফুরিদপুর সদর	কবিরপুর৫-

ছবি ৪.৯: মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন

৩ মে ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেশ কয়েকটি গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প উদ্বোধন করেন।

ছবি ৪.১০: ভূমিমন্ত্রী কর্তৃক গুচ্ছ গ্রামের পরিবারের মাঝে জমির দলিল হস্তান্তর

১৪ নভেম্বর ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দে দিনাজপুরের কাহারোল উপজেলার ৫নং সুন্দরপুর ইউনিয়নে অবস্থিত সুন্দরপুর গুচ্ছগ্রাম উদ্বোধন করেন ভূমিমন্ত্রী (তৎকালীন ভূমি প্রতিমন্ত্রী) সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি। গুচ্ছ গ্রামের বসবাসরত ১২০ টি পরিবারের মাঝে জমির দলিল তুলে দিচ্ছেন ভূমি প্রতিমন্ত্রী

চিত্র ৪.১১: কোট ভাজনী বালাসুতী, দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়

চিত্র ৪.১২ সুন্দরপুর, কাহারোল, দিনাজপুর

চিত্র ৪.১৩: লপ্তে সরকারের চর-১, শিবচর, মাদারীপুর

চিত্র ৪.১৪: বেতারা-১, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা

চিত্র ৪.১৫: মাদেবপুর, মাগুরা সদর, মাগুরা

চিত্র ৪.১৬: লক্ষীরচর, জামালপুর সদর, জামালপুর

২. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এন্ড খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

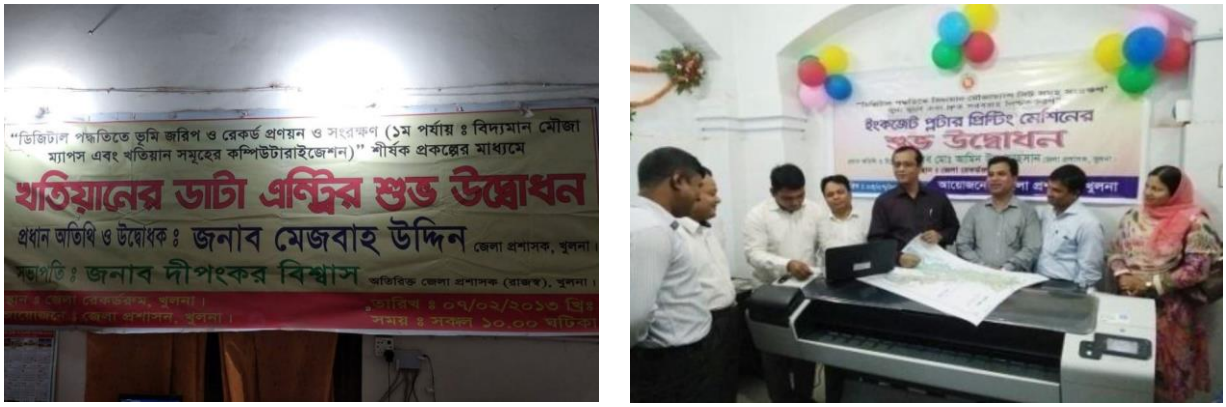

চিত্র ৪.১৭: ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ প্রকল্পের কার্যক্রম

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

জনবহুল বাংলাদেশে ভূমি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। বর্তমানে ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় যেমন- রেকর্ড স্বত্ব ও রেকর্ড সংরক্ষণসহ সকল ক্ষেত্রে সমস্যা রয়েছে। ফলে ভূমি ব্যবস্থাপনায় বিদ্যমান পদ্ধতিতে জনসাধারণের চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জনসাধারণকে কাঙ্ক্ষিত সেবা প্রদানের বিষয়টি নিশ্চিত করতে হলে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি প্রশাসনকে গতিশীল, টেকসই ও জনকল্যাণমুখী করে গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক। এ লক্ষ্যে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর একটি জনকল্যাণমুখী, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এন্ড খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পটি জুলাই' ১২ হতে ডিসেম্বর' ১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় ৯২.৭৭ লক্ষ টাকা। বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে এ প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পটি সারাদেশের ৫৫টি জেলায় (ঢাকা, নেত্রকোনা, মানিকগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মাদারীপুর, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, রাজবাড়ী, নারায়ণগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, ফরিদপুর, শরীয়তপুর, রাজশাহী, নওগাঁ, সিরাজগঞ্জ, নাটোর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, জয়পুরহাট, বগুড়া, পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, রংপুর, গাইবান্ধা, ঠাকুরগাঁও, চট্টগ্রাম, ফেনী, লক্ষ্মীপুর, কুমিল্লা, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, নোয়াখালী, চাঁদপুর, কক্সবাজার, বাগেরহাট, নড়াইল, সাতক্ষীরা, খুলনা, চুয়াডাঙ্গা, যশোর, কুষ্টিয়া, ঝিনাইদহ, মাগুরা, মেহেরপুর, সিলেট, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ, ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠি, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, বরগুনা) বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(১) ৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমে রক্ষিত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ টি (সিএস, এস এ, আরএস) খতিয়ান আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে ভূমি মালিকগণকে সহজে খতিয়ানসমূহ সরবরাহ করা; এবং

(২) ডাটা এন্ট্রির মাধ্যমে বিভিন্ন জরিপের (সিএস, এস এ, আরএস) দীর্ঘ দিনের পুরানো খতিয়ানসমূহ সংরক্ষণ করা।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

৫৫টি জেলার রেকর্ড রুমে রক্ষিত ৪,৫৮,৪৩,৪০৪ টি (সিএস, এস এ, আরএস) খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা। তাছাড়া, জুন ২০২০ পর্যন্ত সর্বমোট ৪,০৭,০০০০০ টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে।

((ঘ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

২০১৯-২০ অর্থ বছরে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ ও রেকর্ড প্রণয়ন এবং সংরক্ষণ (১ম পর্যায়: বিদ্যমান মৌজা ম্যাপস এন্ড খতিয়ানসমূহের কম্পিউটারাইজেশন) (২য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন' ২০ পর্যন্ত ৭.৭৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৭৭.৫০%।

(ঙ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ভৌত অগ্রগতি

২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় জুন' ২০ পর্যন্ত প্রায় ৫৮,০০,০০০ খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত সর্বমোট ৪,০৭,০০০০০ টি খতিয়ানের ডাটা এন্ট্রি করা হয়েছে। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি ৮৮.৭৮%।

৩. চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

১৯৮০ সন হতে নেদারল্যান্ড সরকারের সহায়তায় ভূমি উদ্ধার প্রকল্পের (Land Reclimation Project) মাধ্যমে সমুদ্র হতে ভূমি উদ্ধার ও চর উন্নয়নের কাজ শুরু হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশের দক্ষিণ অঞ্চল, বিশেষত: নোয়াখালী জেলায় চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-১, ২, ৩ ও ৪ এর মাধ্যমে ১৯৯৪ সন হতে ২০১৬ সন পর্যন্ত ব্যাপক চর উন্নয়ন ও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভূমি বন্দোবস্তের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে এ প্রকল্পের ১ম, ২য় ও ৩য় ফেইজ এর আওতায় ১৯৯৪ থেকে ২০১০ মেয়াদে ১৬ বছরে সমুদ্র হতে জেগে ওঠা ৩০ হাজার একর ভূমির সার্বিক উন্নয়ন সাধন পূর্বক ভূমি মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে ২২ হাজার নদীভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারকে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্ত প্রদান করে পুনর্বাসন করা হয়েছে। সমুদ্র হতে জেগে ওঠা আরও ৪৫ হাজার একর খাস ভূমির জলবায়ু সহনশীল উন্নয়ন ও ২০১৬ সনের মধ্যে ১৪,০০০ ভূমিহীন পরিবারকে খাস জমি বিতরণের লক্ষ্যে বর্তমান চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ চলমান রয়েছে। চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-৪ (সিডিএসপি-৪), ২য় সংশোধিত শীর্ষক প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকার এবং ইফাদ ও নেদারল্যান্ড সরকারের অর্থায়নে নোয়াখালী জেলার হাতিয়া ও সুবর্ণচর উপজেলায় জানুয়ারি ২০১১ হতে ডিসেম্বর ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। এ প্রকল্পের মোট ব্যয় ৭.৬৯ কোটি টাকা এর মধ্যে প্রকল্প সাহায্য ৩.১৩৯৪ কোটি টাকা এবং জিওবি ৪.৫৫০৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের আওতায় ১৪,০০০ ভূমিহীন পরিবারকে ২০ হাজার একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ডিসেম্বর' ১৮ পর্যন্ত ১৭,৫৬০ একর খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদানের মাধ্যমে সর্বমোট ১৩,৫০৮ টি ভূমিহীন পরিবারের মধ্যে খতিয়ান বিতরণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় ৬ হাজার ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে জুলাই ২০১৯ হতে জুন ২০২২ মেয়াদে "চর ডেভেলপমেন্ট এন্ড সেটেলমেন্ট প্রজেক্ট-ব্রিজিং (সিডিএসপি-বি) (ভূমি মন্ত্রণালয়ের অংশ)" শীর্ষক প্রকল্পটির বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(১) নতুন উপকূলীয় চরাঞ্চল বিশেষত উড়ির চর এবং চর নাঙ্গুলিয়ায় বসবাসরত জনগণের ক্ষুধা ও দারিদ্র্য হ্রাস করা;

(২) উপকূলীয় চরাঞ্চলের ৬০০০ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে ৭০০০ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান পূর্বক ভূমির খতিয়ান বিতরণ।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

(১) নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলাধীন উপকূলীয় চরাঞ্চলের উড়ির চর এবং চর নাঙ্গুলিয়ায় বসবাসরত ৬০০০ ভূমিহীন জনগোষ্ঠীর মাঝে ৭০০০ একর কৃষি খাস জমি বন্দোবস্ত প্রদান পূর্বক ভূমির খতিয়ান বিতরণ;

(২) উড়ির চরে নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলার আন্ত:জেলা সীমানা নির্ধারণ ও চিহ্নিত করণে ভূমি জরিপ অধিদপ্তরের কার্যক্রমকে সার্বিক সহায়তা প্রদান;

(৩) ল্যান্ড রেকর্ড ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম (LRMS) সফটওয়্যারটির জিআইএস ভিত্তিক উন্নয়ন।

(ঘ) প্রকল্পের আওতায় সম্পাদিত গুরুত্বপূর্ণ অন্যান্য কর্মকান্ড

১৬ মার্চ ২০১৬ তারিখে প্রকল্প এলাকার সুবর্ণচর ও হাতিয়া উপজেলায় বিভিন্ন ভূমিহীন পরিবারের মাঝে কৃষি খাসজমি বন্দোবস্তের খতিয়ান বিতরণ করা হয়। উক্ত খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের তৎকালীন মাননীয় মন্ত্রী জনাব শামসুর রহমান শরীফ, এমপি, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে ৭৮৬ টি নদীভাঙ্গা ভূমিহীন পরিবারের মাঝে ১০২১.৮ একর খাসজমি বিতরণ করেন। নোয়াখালী জেলার জেলা প্রশাসক ও প্রকল্প পরিচালক জনাব বদরে মুনির ফেরদৌস এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ খতিয়ান বিতরণ অনুষ্ঠানে ভূমি মন্ত্রণালয়ের সচিব জনাব মেছবাহ উল আলম, সংসদ সদস্য বেগম আয়েশা ফেরদৌস-সহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। ডিসেম্বর' ১৮ পর্যন্ত সর্বমোট ১৪,০০০ টি ভূমিহীন দরিদ্র পরিবারের মধ্যে ২০,০০০ একর কৃষি খাস জমি বিতরণ করা হয়েছে।

(ঙ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ৩.৮৮কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। এর মধ্যে জিওবি ০.৭০ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩.০৯ কোটি টাকা। জুন' ২০ পর্যন্ত ০.৪২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পুরোটাই এর মধ্যে জিওবি টাকা। যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ১০.৮২%।

(ঙ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি

জুন' ২০ পর্যন্ত ০.৪২ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। পুরোটাই এর মধ্যে জিওবি টাকা। যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের এ প্রকল্পের আওতায় জুন'২০ পর্যন্ত ৪,৩০০ একর ভূমির প্লট টু প্লট জরিপ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং ১৬০টি ভূমিহীন পরিবার বাছাই করা হয়েছে।

৪. উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প

ছবি ৪.১৮: নবনির্মিত উপজেলা ভূমি অফিস, টাঙ্গাইল সদর

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

দেশে বিদ্যমান উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও সার্বিক ভূমি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো অধিকাংশই জরাজীর্ণ। অফিসগুলোর অবস্থা নাজুক থাকায় ভূমি রেকর্ড সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজ পত্র যথাযথ ভাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া প্রতি বছরই বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে ভূমি অফিসগুলোর অবকাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক গৃহীত প্রকল্পের অধীনে ৩৪৫ টি উপজেলা অফিস এবং ১০১৪ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মিত হয়েছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ভূমি অফিসগুলোতে কর্ম-বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্য ‘‘উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ (৬ষ্ঠ পর্ব) প্রকল্প’ ’ বাস্তবায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এ প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়নে সারাদেশের ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্য জুলাই ২০১৪ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ৭৪৬.৭৮০২ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

(ক) ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা;

(খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসে যথাযথভাবে ভূমির রেকর্ড সংরক্ষণে সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি করা

(গ) মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসনের সার্বিক মানোন্নয়ন করা।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

(ক) ১৩৯ টি উপজেলা ভূমি অফিস এবং ৫০০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা ।

(খ) উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসগুলো যাতে মানসম্মত ভাবে নির্মিত হয় তা নিশ্চিত করা।

(গ) বিদ্যমান ডিপিপি তে বেশ কিছু অসংগতি ও ত্রুটি থাকায় তা সংশোধনের নিমিত্তে প্রস্তাব তৈরির কার্যক্রম চলছে। এছাড়া, প্রকল্পের আওতায় মাঠ পর্যায়ের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্য বহুমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে।

(ঘ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ১৯০.৪৫ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন' ২০ পর্যন্ত ১৮১.২০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৫.১৪%। ।

(ঘ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি

এ প্রকল্পের আওতায় জুন ২০২০ পর্যন্ত প্রকল্পের ৫০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর মধ্যে ৪৯৫ টি ভবন সমাপ্ত হয়েছে এবং ১৩৯টি উপজেলা ভূমি অফিস এর মধ্যে ৫০ টি ভবনের কাঠামো সমাপ্ত হয়েছে। বাকী ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান আছে।

৫. ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ প্রকল্প

ছবি ৪.১৯: মাননীয় ভূমি মন্ত্রী জনাব সাইফুজ্জামান চৌধুরী কর্তৃক নির্মাণাধীন ভূমি ভবন পরিদর্শন

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর ঢাকা শহরের ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় অবস্থিত। ফলে যে কোন বিষয়ে আন্তঃযোগাযোগের ক্ষেত্রে অথবা ভূমি সেবা প্রত্যাশীদের পক্ষ হতে কোন সেবা গ্রহণকালে তাদেরকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সকল অফিসে যেতে হয়, যা সময়সাপেক্ষ এবং কষ্টকর। ভূমি সেবাদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারী এবং ভূমি সেবা প্রত্যাশী উভয়ের এই কষ্ট লাঘব করে ভূমি সেবাদান ও সেবাগ্রহণ প্রক্রিয়াকে সহজসাধ্য করার লক্ষ্যে জনগণকে সহজতর "One Stop Service" প্রদানের পরিকল্পনা সরকার দীর্ঘদিন ধরে করে আসছে। এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্যই বহুতল ভবন নির্মাণ করে ভূমি সেবা সংক্রান্ত সকল দপ্তর/অধিদপ্তর/সংস্থা কে একই ছাদের নীচে নিয়ে

আসার নিমিত্ত তেজগাঁও এলাকায় ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কম্পাউন্ডে ভূমি ভবন কমপ্লেক্স নির্মাণ করা হচ্ছে। ২টি বেজমেন্টসহ মোট ২০ তলা ভিত্তিবিশিষ্ট ১৩ তলা ভবন নির্মাণ করা হবে। ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সকল দপ্তর, সংস্থা ছাড়াও ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্পের কার্যালয়, তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিস ইত্যাদি দপ্তর নির্মিতব্য ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে থাকবে। নির্মিতব্য এই ভূমি ভবন কমপ্লেক্সে ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এর অফিসের সংস্থান রাখা হয়েছে।

(খ) প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য

ভূমি সংস্কার বোর্ড, ভূমি আপিল বোর্ড, ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তর, গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প কার্যালয় এবং তেজগাঁও সার্কেল ভূমি অফিসকে একই ছাদের নিচে এনে ভূমি সেবা সহজিকরণ।

(গ) প্রকল্পের মূল কার্যক্রম

তেজগাঁও তে অবস্থিত ভূমি রেকর্ড ও জরীপ অধিদপ্তরের বর্তমান জায়গায় একটি ১৩তলা বিশিষ্ট বহুতল বিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করা।

(ঘ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি

এ প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপিতে ৩৪.৭৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন' ২০ পর্যন্ত ৩৪.৭৩ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। যা মোট প্রকল্প বরাদ্দের ৯৯.৮৬%।

(ঘ) ২০১৯-২০ অর্থ বছরে প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি

প্রকল্পের আওতায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরের লক্ষ্যমাত্রা ভবনের পুরো কাঠামো নির্মাণসহ ৬টি তলা ব্যবহার উপযোগী করা। জুন' ২০ এর মধ্যে ১৩ তলা বিশিষ্ট ভবনের ১৩ টি ছাদ ঢালাইসহ সকল ইটের গাঁথুনি শেষে পুরো ভবনের কাঠামোর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে। করোনার কারণে নির্মাণ কাজ বেশ কিছুদিন স্থগিত থাকায় ৬টি তলা ব্যবহার উপযোগী করা সম্ভব হয়নি। তবে ৬টি তলার টাইলস এবং ফিনিসিং কাজ চলমান আছে।

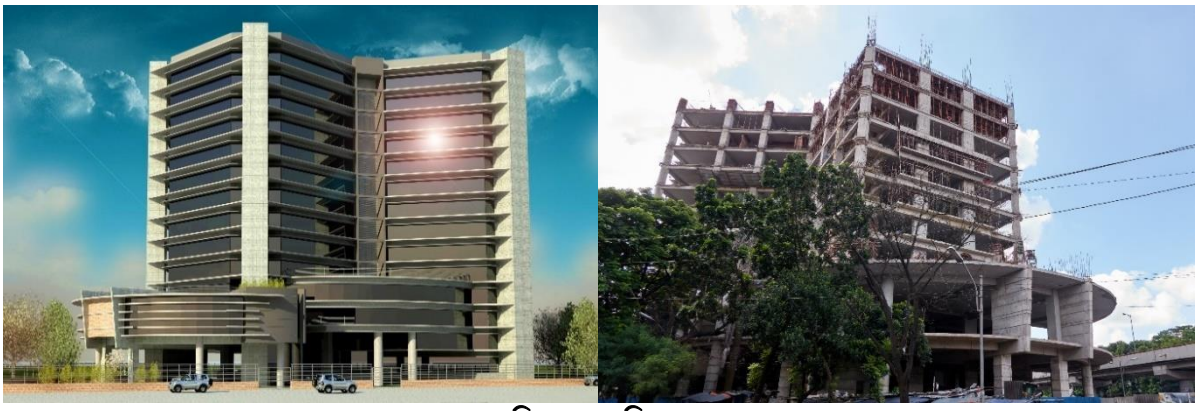

ছবি ৪.২০: ভূমি ভবন

ছবি ৪.২১: ভূমি সচিব কর্তৃক নির্মাণাধীন ভূমি ভবনের নির্মাণ কার্যক্রম সরেজমিনে পরিদর্শন

৬. সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প

ছবি ৪.২২: নবনির্মিত ইউনিয়ন ভূমি অফিস, টাঙ্গাইল

(ক) প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাদি

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে ভূমি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। এই সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের। দেশের ভূমি সম্পদের ব্যবস্থাপনা, ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় ভূমি অফিসের গুরুত্ব অপরিসীম। দেশের সকল ভূমি মালিককে ভূমি হালনাগাদ সংক্রান্ত কাজে আবশ্যিক ভাবে ভূমি অফিসে যেতে হয়। দেশের বিদ্যমান ভূমি অফিস গুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রে জরাজীর্ণ ও ব্যবহার অনুপযোগী।

অনেক ক্ষেত্রে প্রায় পরিত্যক্ত অবস্থায় আছে। ভূমি অফিসে ভূমি উন্নয়ন কর আদায় করা হয়। ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার যথাযথ সংরক্ষণের অভাবে অনেক ক্ষেত্রে তা নষ্ট হয়ে যায়। বর্তমান অবস্থায় ভূমি অফিসের সেবা প্রদান কার্যক্রম সন্তোষজনক করা সম্ভব নয়। অনেক ভূমি অফিস (পুরনো তহসিল অফিস) কাজের অনুপযোগী। ভূমি অফিসের অবকাঠামোগত সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়েছে।

১২ এপ্রিল ২০১৬ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ে এক সভায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা মোতাবেক সকল ইউনিয়নে ভূমি অফিস স্থাপনের সিদ্ধান্ত হয়। উক্ত প্রেক্ষিতে দেশের সকল মহানগর, পৌরসভা, ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে ডিপিপি প্রস্তুতির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগকে অনুরোধ করে।

আধুনিক ও কার্যকর ভূমি ব্যবস্থাপনার সাহায্যে ভূমি অফিসের সেবা প্রদান দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ তথা টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে অবশ্যই প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও আসবাবপত্র সংযোজিত নতুন অফিস ভবন প্রয়োজন। সমগ্র দেশে ১০০০ (এক হাজার) শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্পটি একনেক কর্তৃক গত ১২/১২/২০১৬ খ্রিঃ তারিখে অনুমোদিত হয় এবং গত ৩০/০১/২০১৭ তারিখে ভূমি মন্ত্রণালয় থেকে প্রকল্প অনুমোদনের প্রশাসনিক আদেশ জারী করা হয়। এ প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয়- ৭১৫.৪৭ কোটি টাকা এবং এ প্রকল্পটি জুলাই, ২০১৬ হতে ৩০ জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের নতুন ভবন নির্মাণের মাধ্যমে অফিসের সেবা প্রদান সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ।
- ভূমি অফিসের ভূমি রেকর্ড সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা উন্নতকরণ।

(গ) প্রকল্পের কার্যাবলী

প্রকল্পের আওতায় সমগ্র দেশে ১০০০টি শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ করা হবে এবং দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা ও ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থার লক্ষ্যে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে ।

(ঘ) ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আয়তন ও বাজেট

সমতল এলাকায় ইউনিয়ন ভূমি অফিসের আয়তন প্রতিটি ১০৩৫ বর্গফুট। ২ তলার ফাউন্ডেশনসহ ১ তলা, এবং প্রাক্কলিত ব্যয় ৩৮.০০ লক্ষ টাকা। তাছাড়া উপকূলীয় ও হাওর এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫ বর্গফুট আয়তনের ৩ তলার ফাউন্ডেশনসহ ২ তলা (নিচ তলা খালি), ব্যয় ৫৫.০০ লক্ষ টাকা ।

(ঙ) ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টাইপ নকশা ও নির্মাণ সামগ্রী

১০৩৫ বর্গফুট আয়তন বিশিষ্ট ১-তলা ইউনিয়ন ভূমি অফিসের টাইপ নকশা অনুযায়ী প্রতিটি ভূমি অফিসে ২টি অফিসকক্ষ, ১টি রেকর্ড রুম, বারান্দায় ১টি অপেক্ষমাণ এলাকা, ৩টি টয়লেট (১টি সংযুক্ত এবং ২টি পুরুষ ও মহিলা) এবং দোতলায় যাওয়ার জন্য একটি সিঁড়ি থাকবে।রেকর্ড রুমের তিনদিকে কোন জানালা থাকবে না এবং একদিকে দুই ফিট উচ্চতায় লোহার শক্ত গ্রিল দেওয়া হবে। ভবনটি আরসিসি কলামের ফ্রেম স্ট্রাকচার হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছে। আরসিসি কাজে পাথরকুচি ব্যবহার করা হবে। জানালা ও ফ্যানলাইটে থাই এলুমিনিয়াম ব্যবহার করা হবে।

(চ) প্রকল্প কম্পোনেন্ট

প্রকল্পের নিম্নলিখিত ২(দুই) টি উপাদান রয়েছে- (ক) প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের সহযোগিতায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ভূমি অফিস সংশ্লিষ্ট স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি। (খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিটের (স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর) সহযোগিতায় ভূমি অফিস ভবন নির্মাণ।

(ছ) ভূমি অফিস স্টাফদের দক্ষতা বৃদ্ধি

প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট স্টাফদের চাহিদা নির্ণয়ের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ বিষয় নির্ধারণ করবে। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে দাপ্তরিক কাজে দক্ষতা ও সেবার মান বাড়ানোসহ পেশাগত ও কম্পিউটার প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় বাৎসরিক ভিত্তিতে এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। প্রতি ব্যাচে ৩০ (ত্রিশ) জন করে মোট ৩০০ (তিনশত) টি ব্যাচে এই প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করা হবে। প্রতিটি ভূমি অফিসে প্রিন্টারসহ কম্পিউটার সরবরাহ করা হবে।

(জ) ভূমি অফিসের অবকাঠামো নির্মাণ

সমতল এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫(একহাজার পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট আয়তনের ২ (দুই) তলার ফাউন্ডেশনসহ ১ (এক) তলা এবং উপকূলীয় ও হাওর এলাকায় প্রতিটি ১০৩৫ (একহাজার পঁয়ত্রিশ) বর্গফুট আয়তনের ৩ (তিন) তলার ফাউন্ডেশনসহ ২ (দুই) তলা (নিচ তলা খালি) ভবন নির্মাণ করা হবে। মহানগর ও পৌর এলাকায় বিশেষ স্থাপত্য নকশা মাধ্যমে অফিস ভবন নির্মাণ করা হবে। নির্মিত ভবনের প্রয়োজনীয় আসবাবপত্র সরবরাহ করা হবে।

(ঝ) প্রকল্প ভৌত অগ্রগতি

২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় ৪০০টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। জুন ২০২০ পর্যন্ত ৩২০ টি ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর নির্মাণ সমাপ্ত হয়েছে এবং বাকী ইউনিয়ন ভূমি অফিস এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। বাংলাদেশে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট লক্ষ্যমাত্রা ও রূপকল্প -২০২১ অর্জনে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে বর্তমান সরকারের অন্যতম উন্নয়ন প্রকল্প হচ্ছে ‘সমগ্র দেশে শহর ও ইউনিয়ন ভূমি অফিস নির্মাণ প্রকল্প’। প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে ভূমি সংক্রান্ত রেকর্ড পত্রাদির সংরক্ষণ নিরাপদ হবে এবং অফিসের কর্ম পরিবেশ উন্নত হবে। ভূমির তথ্য সংরক্ষণ ও সেবা প্রত্যাশীদের ভোগান্তি দূর হবে। সঠিক তথ্য সরবরাহ হওয়ায় ভূমি সংক্রান্ত স্থানীয় বিরোধ অনেকাংশে হ্রাস পাবে এবং আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি হবে ফলে সমাজে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে। তাছাড়া কম্পিউটার প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরি করা ও ডিজিটাল ডাটা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে বর্তমান সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নের স্বপ্ন পূরণে সহায়ক হবে।

(ঞ) আর্থিক অগ্রগতি

২০১৯-২০ অর্থ বছরে এ প্রকল্পের আওতায় আরএডিপিতে বরাদ্দ ছিল ১৬০.০০ কোটি টাকা। জুন’ ২০ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০১.৩০ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৬৩.৩১%।

৭. ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপের মাধ্যমে ৩ টি সিটি কর্পোরেশন, ১ টি পৌরসভা এবং ২টি গ্রামীণ উপজেলার ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি স্থাপন প্রকল্প

(ক) প্রকল্পের প্রাথমিক তথ্যাদি

জনগণের ভূ-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান এবং সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জনসহ একটি দক্ষ, আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রকল্পটিতে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে মৌজা ম্যাপস ও খতিয়ান প্রণয়ন করা হচ্ছে। প্রকল্পে দক্ষিণ কোরিয়ার আধুনিক সার্ভে প্রযুক্তি যথা, গ্লোবাল ন্যাভিগেশন স্যাটেলাইট সিস্টেম (জিএনএসএস), স্যাটেলাইট ইমেজারী, Unmanned Aerial Vehicle (UAV)/ সার্ভে ড্রোন, ইলেক্ট্রনিক টোটাল স্টেশন মেশিন (ইটিএস) ইত্যাদি ব্যবহার করা হচ্ছে।

(খ) প্রকল্পের উদ্দেশ্য

ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করে মৌজা ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন। জনগণের ভূ-সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান, ভূমি বিবাদ হ্রাস, ভূমি রাজস্ব বর্ধিতকরণ এবং সরকারি ভূমি ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা অর্জনসহ একটি দক্ষ ভূমি ব্যবস্থাপনা গড়ে তোলা।

সর্বশেষ তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহার করে একটি অবাধ, নিরপেক্ষ, দ্রুত ও উন্নত ভূমি তথ্য সেবা সকল ভূমি মালিকের মাজে পৌঁছে দেওয়া।

(গ) প্রকল্পের কার্যাবলী

১. ডিজিটাল সার্ভের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকার ৬ টি স্থানে ৫৮৯ টি মৌজায় ডিজিটাল ভূমি জরিপ (মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ড) সম্পন্নকরণ;

২. ডিজিটাল রেকর্ড ডাটার সাথে মৌজা ম্যাপ ও মিউটেশন রেকর্ডের সমন্বয় করে ক্যাডাস্ট্রাল ডাটাবেজ প্রতিষ্ঠা করা হবে;

৩. সমন্বিত ভূমি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি বাস্তবায়নের জন্য সেটেলমেন্ট, ম্যানেজমেন্ট ও রেজিস্ট্রেশন বিভাগর মধ্যে ল্যান্ড ডাটা বেইজ সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা । এজন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর (ডিএলআরএস), জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস (জেডএসও), উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিস (এএসও অফিস), জেলা প্রশাসকের (ডিসি) কার্যালয়, সহকারী কমিশনার (ভূমি) অফিস ও সাব রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করা হবে।

(ঘ) প্রত্যাশিত সুফল

(১) ভূমি জরিপ, ভূমি ব্যবস্থাপনা ও সাব রেজিস্ট্রি অফিসের মধ্যে নেট ওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা করে অটোমেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হবে;

(২) ভূমি ডাটা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হবে বিধায় ভূমি মালিকগণ তাদের প্রত্যাশিত তথ্য সহজেই অনলাইনের মাধ্যমে জানতে পারবে;

(৩) মৌজা ম্যাপ ও রেকর্ডের মধ্যে লিংকেজ প্রতিষ্ঠা হবে বিধায় রেকর্ড দেখার সাথে সংশ্লিষ্ট প্লট দেখা যাবে;

(৪) ভূমি বিবাদ হ্রাস পাবে ও ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সহজীকরণ হবে;

(৫) ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনায় আধুনিক ও প্রযুক্তি নির্ভর দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি হবে;

(৬) ভূমি জরিপ ও ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত হবে;

(৭) নগর পরিকল্পনা ও এর উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভূমি ডাটা আদান প্রদান করা যাবে।

(ঙ) প্রকল্প এলাকা

৩টি সিটি কর্পোরেশন: নারায়ণগঞ্জ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী

১টি পৌরসভা: মানিকগঞ্জ এবং

২টি গ্রামীণ উপজেলা: ধামরাই উপজেলা এবং কুষ্টিয়া সদর উপজেলা

(চ) প্রকল্প ব্যয়

সর্বমোট: ৩৫১.৮৬২২ কোটি টাকা

জিওবি: ৭০.৮২৯৬ কোটি টাকা

প্রকল্প সাহায্য: ২৮১.০৩২৬ কোটি টাকা

(ছ) প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি

প্রকল্পের মোট ব্যয় ৩৫১.৮৬২২ (তিনশত একান্ন কোটি ছিয়াশি লক্ষ বাইশ হাজার) লক্ষ টাকা। ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে এডিপিতে বর্ণিত প্রকল্পের বিপরীতে ৩.০৯ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। জুন'১৯ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.১৩৭৪ কোটি টাকা যা মোট বরাদ্দের ৪.৭৫%।

পঞ্চম অধ্যায়

ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন সংস্থা ও দপ্তর

৫.১ ভূমি সংস্কার বোর্ড

৫.১.১ ভূমি সংস্কার বোর্ডের সংক্ষিপ্ত পটভূমি

১৩ই আগস্ট ১৭৭২ সনে রাজস্ব প্রশাসন পরিচালনার জন্য ওয়ারেন হেস্টিংস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় 'বোর্ড অব রেভিনিউ'। এরপর বিভিন্ন সময়ে কমিশনার, কালেক্টর পদ সৃষ্টি এবং রাজস্ব বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক কাঠামোকে দৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়া হয়।

স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সনে ''বোর্ড অব রেভিনিউ'' বিলুপ্ত হলে বোর্ডের সকল দায়িত্ব তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং মাঠ পর্যায়ের রাজস্ব অফিসসমূহ তদারকি ও পরিদর্শনের দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের অনুবিভাগ 'ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের' অধীন একজন ভূমি সংস্কার কমিশনার (যুগ্মসচিব) এবং চার বিভাগের জন্য চার জন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারকে (উপসচিব) দেয়া হয়।

এ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন পরিচালনা, আপীল নিষ্পত্তি ইত্যাদি অতিরিক্ত দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হলে তা নীতি নির্ধারণের মূল দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। ফলে পূর্বের 'বোর্ড অব রেভিনিউ' এর মত একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরবর্তীতে বিষয়টি জাতীয় সংসদে উত্থাপিত হলে ভূমি প্রশাসন বোর্ড এ্যাক্ট, ১৯৮০ আইন পাশ হয়। ১৯৮২ সালের শেষদিকে ভূমি প্রশাসন বোর্ড এর কার্যক্রম শুরু হয়।

সরকারের ভূমি সংস্কার অভিযান জোরদার হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সনের ১৬ মার্চ ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ ও ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ মোতাবেক তৎকালীন ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়কে অবলুপ্ত ও ভূমি প্রশাসন বোর্ডকে ভেঙ্গে যথাক্রমে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও ভূমি আপীল বোর্ড নামে দুটি পৃথক বোর্ড সৃষ্টি করা হয়।

৫.১.২ ভূমি সংস্কার বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প(Vision) - দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জনবান্ধব ভূমি ব্যবস্থাপনা
অভিলক্ষ্য(Mission) - দক্ষ, স্বচ্ছ, আধুনিক ও টেকসই ভূমি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি সংক্রান্ত জনবান্ধবসেবা নিশ্চিতকরণ

৫.১.৩ কার্যাবলি

৫.১.৩.১ মূল কার্যপরিধি

- সরকারের ভূমি সংস্কার নীতি বাস্তবায়ন

- ভূমি রাজস্ব/ভূমি উন্নয়ন করের সঠিক দাবী নির্ধারণ, আদায় এবং ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ
- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের কর্মকর্তাদের কার্যক্রম তত্ত্বাবধান
- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরগুলোর বাজেট ব্যবস্থাপনা(বাজেট প্রণয়ন ও ছাড়করণ)
- জেলা হতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস পর্যায়ের সকল ভূমি অফিস পরিদর্শন,তত্ত্বাবধানও পরিবীক্ষণ
- বিভাগীয় পর্যায়ে উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধান
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস-এর আওতাধীন এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি

৫.১.৩.২ সাধারণ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- ভূমি ব্যবস্থাপনার দক্ষতা বৃদ্ধি
- রাজস্ব সংগ্রহ বৃদ্ধি
- ভূমি বিরোধ হ্রাস

৫.১.৩.৩ আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ

- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন জোরদারকরণ
- কার্যপদ্ধতি, কর্মপরিবেশ ও সেবার মানোন্নয়ন
- আর্থিক ও সম্পদ ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন
- জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল ও তথ্য অধিকার বাস্তবায়ন জোরদারকরণ

৫.১.৩.৪ দায়িত্ব ও কার্যপরিধি

ভূমি সংস্কার বোর্ড বিধিমালা, ২০০৫ অনুসারে বোর্ডের দায়িত্ব ও কার্যপরিধি নিম্নরূপ:

- খাস জমি চিহ্নিতকরণ সংক্রান্ত জেলা ও উপজেলা পর্যায়ের কমিটির কর্মকান্ড পরিদর্শন, পরিবীক্ষণ ও তদারকি;
- বিভাগীয় পর্যায়ে ভূমি সংস্কার বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ন;
- জেলা হতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস (তহশিল) পর্যায়ের সকল ভূমি অফিস পরিদর্শন, তত্ত্বাবধায়ন ও পরিবীক্ষণ;
- মন্ত্রণালয়ের নির্দেশক্রমে ভূমি ব্যবস্থাপনার মাঠ প্রশাসন সংক্রান্ত বিভিন্ন অভিযোগের তদন্ত;
- জেলা হতে ইউনিয়ন ভূমি অফিস (তহশিল) পর্যায়ের সকল ভূমি অফিসের অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তদারকি;
- ভূমি রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের দপ্তরসমূহের বাজেট প্রণয়ন ও ছাড়করণ;
- ভূমি উন্নয়ন করের সঠিক দাবী নির্ধারণ, ভূমি উন্নয়ন কর আদায় বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;
- মন্ত্রণালয় ভিত্তিক বিভিন্ন সংস্থার বকেয়া দাবী নির্ধারণসহ আদায়ের পদক্ষেপ গ্রহণ;
- ভূমি উন্নয়ন কর আদায় সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদন ভূমি মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দপ্তরে প্রেরণ;
- কোর্ট অব ওয়ার্ডস্ এর আওতাধীন এস্টেটসমূহের ব্যবস্থাপনা ও তদারকি এবং মন্ত্রণালয়ে এতদসংক্রান্ত প্রতিবেদন প্রেরণ।

<u>৫.১.৪ জনবল</u>

টেবিল ৫.১: ভূমি সংস্কার বোর্ডের জনবল

শ্রেণি	অনুমোদিত পদ	পূরণকৃত পদ	শূন্য পদ
১ম শ্রেণীর কর্মকর্তা	২৪টি	১৯টি	৫টি
২য় শ্রেণীর কর্মকর্তা	০৯টি	৮টি	১ টি
৩য় শ্রেণীর কর্মচারী	৫০টি	৪১টি	৯টি
৪র্থ শ্রেণী কর্মচারী	২৩টি	১৯টি	৪ টি
সর্বমোট	**১০৬টি**	**৮৭ টি**	**১৯ টি**

৫.১.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন

(ক) দেশের অভ্যন্তরে প্রশিক্ষণ:

ইন-হাউজ প্রশিক্ষণ: ভূমি সংস্কার বোর্ডে মোট ২৪টি ইনহাউজ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত প্রশিক্ষণ সমূহে ভূমি সংস্কার বোর্ড ও বিভাগীয় উপ-ভূমি সংস্কার কমিশনারের কার্যালয়ের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর সর্বমোট ৪৩৯জন কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে সচিবালয় নির্দেশমালা ২০১৪, চাকুরী বিধি-বিধান, পরিপত্র / নির্দেশাবলী ইত্যাদি এবং গাড়িচালকদেরকে গাড়ি পরিচালনার বিধি-বিধান/ নিয়মাবলী সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।

কর্মশালা: ০১ জুলাই ২০১৯ থেকে ৩০ জুন ২০২০ পর্যন্ত ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক ০৪ (চার)টি ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছে। (১) মিউটেশনকৃত খতিয়ানসমূহ জেলা/উপজেলা/সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের ওয়েবসাইটে আপলোডকরণ (২) ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালুকরণ এবং (৩) মিউটেশন কেস রিভিউ বিষয়ক সফটওয়্যার চালুকরণ শীর্ষক কর্মশালা ০৪ (চার)টিতে অংশগ্রহণকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর মোট সংখ্যা ১৪৪ জন।

(খ) বহি:বাংলাদেশ প্রশিক্ষণ:

ভূমি সংস্কার বোর্ডের ৫ জন কর্মকর্তা ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি সেবা কার্যক্রম অধিকতর সহজিকরণের লক্ষ্যে ভূমি সেবা প্রদানকারী বিভিন্ন সংস্থার কার্যক্রম সরেজমিন পর্যবেক্ষণ, Land Digitization Automation Land Management এর উপর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা অর্জনের নিমিত্ত সাউথ কোরিয়া ও থাইল্যান্ড সফর করেন এবং ১ (এক) জন কর্মকর্তা সিঙ্গাপুরে অবস্থিত Singapore Institute of Management (SIM) – এ বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন।

৫.১.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম

৫.১.৬.১ সাধারণ কার্যক্রম

- ৮৪% ই-নামজারি ও জমাখারিজের আবেদন নিষ্পত্তি করা হয়।
- ভূমি উন্নয়ন কর ৬০৬ কোটি টাকা এবং কর বর্হিভূত রাজস্ব ৮৪.২৩ কোটি টাকা আদায় করা হয়।
- ই-নামজারী বাস্তবায়ন করার লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা/সার্কেল ও ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসের জন্য ১৪৪৯ টি ল্যাপটপ, ৪৫৩ টি প্রিন্টার, ৪৫৩ টি স্ক্যানার ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ ছাড় করা হয়েছে।
- সারাদেশের ভূমি ব্যবস্থাপনাসহ ভূমি সংক্রান্ত আইন কানুনের যথাযথ প্রয়োগ এবং ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ও রেকর্ড হালনাগাদকরণের লক্ষ্যে ডিজিটাল কার্যক্রমের অংশ হিসেবে Land Information Management System (LIMS), ই-মিউটেশন System, Budget Management System, Employee Information Management System সকল উপজেলা/সার্কেল/ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসে চালু

রয়েছে। অন্যান্য মডিউলসমূহের মধ্যে Land Development Tax Management System, Mutation Review Management System, Rent Certificate Management System ও Misc. Case Management System এর Development এবং TOT প্রশিক্ষণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, যা বাস্তবায়নের পর্যায়ে আছে।

- ভূমি সংস্কার বোর্ড এর জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) প্রণয়ন করা হয়েছে এবং তা ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।
- তথ্য অধিকার আইনে আবেদন প্রাপ্তি সাপেক্ষে তথ্য প্রদান করা হচ্ছে। RTI ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা নিয়োগ করা আছে।
- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান আছে। ভূমি মন্ত্রণালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সফটওয়্যারে প্রতিবেদন আপলোড করা হয়েছে।
- ভূমি সংস্কার বোর্ডে ই-নথি কার্যক্রম চলমান আছে।
- ভূমি সংস্কার বোর্ডের চেয়ারম্যান, সদস্য, উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার, জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) ও সহকারী কমিশনার (ভূমি) কর্তৃক ভূমি অফিসসমূহ প্রস্তাব অনুযায়ী দর্শন/পরিদর্শন করা হয়েছে।

৫.১.৬.২ বিশেষ সফলতা

- ভূমি সংস্কার বোর্ড, বিভাগীয় উপ ভূমি সংস্কার কমিশনার কার্যালয়, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের রাজস্ব প্রশাসন, সার্কেল/উপজেলা ভূমি অফিস ও ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসসমূহে online বাজেট ব্যবস্থাপনা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- দেশের জনগণকে হয়রানি মুক্তভাবে, স্বল্প ব্যয়ে, স্বল্প সময়ে ও স্বচ্ছতার সঙ্গে ভূমি সেবা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে সারাদেশে ডিজিটাল ভূমি সেবা চালু করা হয়। ডিজিটাল ভূমি সেবার অংশ হিসেবে ৪৮৮টি উপজেলায় শতভাগ ই-নামজারি চালু করা হয়েছে। উক্ত ই-নামজারি বাস্তবায়ন কার্যক্রমকে অধিকতর গতিশীল করার লক্ষ্যে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন ভূমি অফিসের জন্য ১৪৪৯ টি ল্যাপটপ, ৪৫৩ টি প্রিন্টার, ৪৫৩ টি স্ক্যানার ক্রয়ের নিমিত্ত অর্থ ছাড় করা হয়েছে।
- Land Development Tax Management System, Mutation Review Management System, Rent Certificate Management System ও Misc. Case Management System এর Development এবং TOT প্রশিক্ষণের কাজ সমাপ্ত হয়েছে, যা বাস্তবায়নের পর্যায়ে আছে।
- Land Information Management System (LIMS) সফটওয়্যারের ই-মিউটেশন System, Budget Management System ও Employee Information Management System উপজেলা/সার্কেল/ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসসমূহে সফলতার সাথে চালু রয়েছে।

৫.১.৬.৩ নির্ণীত চ্যালেঞ্জসমূহ

- আধুনিক ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণার্থে ভূমি সংস্কার বোর্ড বিধিমালা, ২০০৫ হালনাগাদ না থাকায় সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।
- মাঠ পর্যায়ের কিছু কিছু উপজেলা/সার্কেল ও ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসের ভৌত অবকাঠামো না থাকায় সেখানে সুষ্ঠু ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে।

- রাজস্ব প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ে অনুমোদিত জনবলের মধ্যে অনেক পদ শূন্য থাকায় ভূমি সংক্রান্ত স্বাভাবিক সেবা প্রদানে সমস্যা হচ্ছে।

৫.১.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

- সরকারের ভিশন ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতায় ভূমি সংস্কার বোর্ড কর্তৃক জনগণের দোরগোড়ায় উন্নত ভূমি সেবা পৌঁছে দেয়ার লক্ষ্যে ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। বর্তমানে ৪৮৮ উপজেলায় ই-নামজারি চালু আছে। অবশিষ্ট ২১ টি উপজেলায় ই-নামজারি চালুপূর্বক এ কার্যক্রমে শতভাগ অর্জন নিশ্চিত করা হবে।
- রাজস্ব প্রশাসনের কার্যক্রমকে সুষ্ঠু ও গতিশীল করার নিমিত্ত সকল পর্যায়ের অফিসের নিজস্ব ভবন নিশ্চিতের লক্ষ্যে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- Land Development Tax Management System, Mutation Review Management System, Rent Certificate Management System ও Misc. Case Management System চালু করে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা হবে।
- সহকারী কমিশনার (ভূমি)গণের আবাসিক সমস্যা নিরসনকল্পে 'বাসভবন নির্মাণ প্রকল্প' গ্রহণ করা হবে।
- ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তাগণের আবাসিক সমস্যা নিরসনকল্পে 'বাসভবন নির্মাণ প্রকল্প' গ্রহণ করা হবে।
- অনলাইনে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের লক্ষ্যে দেশের অনধিক ১০(দশটি) জেলার ১০ (দশ)টি মৌজায় ভূমি উন্নয়ন কর ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যারের প্রথম পাইলটিং অক্টোবর/২০২০ মাসে, ৬১ জেলার ৪৮২টি উপজেলা/সার্কেল/মেট্রো ভূমি অফিসের আওতায় এক বা একাধিক মৌজায় নভেম্বর/২০২০ মাসে দ্বিতীয় পাইলটিং এবং ৬১ জেলার ৩৪৬১ ইউনিয়ন/পৌর ভূমি অফিসের আওতায় এক বা একাধিক মৌজায় তৃতীয় পাইলটিং ডিসেম্বর/২০২০ মাসে চালু করা হবে।
- মুজিববর্ষ উপলক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পার্বত্য জেলা ব্যতীত ৬১ জেলায় অনলাইনে ১০০% (শতভাগ) ভূমি উন্নয়ন কর আদায় কার্যক্রমের শুভ উদ্বোধনের ব্যবস্থা নেয়া হবে।

৫.১.৮ অডিট আপত্তি

প্রতিবেদনাধীন অর্থ বছরে ভূমি সংস্কার বোর্ডের ২০১৬-২০১৭ সনের হিসাব নিরীক্ষা প্রতিবেদনের ০৪ (চার) টি অডিট আপত্তি (আপত্তিকৃত অর্থের পরিমাণ ১৬,৮৪১/- টাকা) নিষ্পত্তি করা হয়। বর্তমানে ভূমি সংস্কার বোর্ডে অডিট আপত্তি পেন্ডিং নেই।

ছবি ৫.১: 'ভূমি সংস্কার বোর্ড এর প্রধান কার্যালয়ে মাননীয় ভূমি মন্ত্রীর মতবিনিময় সভা

২৩ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি রাজধানীর মতিঝিলের বিআইডব্লিউটিএ ভবনে অবস্থিত ভূমি সংস্কার বোর্ড এর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত বোর্ড কর্মকর্তাদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ছবি ৫.২: 'ভূমি সেবায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ই-নামজারির ভূমিকা' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালা

৩১ মার্চ ২০১৯ তারিখে ভূমি সংস্কার বোর্ডের উদ্যোগে রাজধানীর বিয়াম ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত ''ভূমি সেবায় অধিকতর গতিশীলতা আনয়নে ই-নামজারির ভূমিকা'' শীর্ষক এক দিনের কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে

উপস্থিত ছিলেন মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী।

ছবি ৫.৩: ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আয়োজিত ভূমি সংস্কার বোর্ডের সমন্বয় সভা

৫.২ ভূমি আপীল বোর্ড

৫.২.১ ভূমি আপীল বোর্ডের পটভূমি

মানুষ মাত্রই কোন না কোন ভাবে ভূমির উপর নির্ভরশীল। তন্মধ্যে আমাদের কৃষি নির্ভরশীল দেশে ভূমির গুরুত্ব আরো বেশী। ক্রমাগত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে সংকট দিনদিন প্রকটতর হচ্ছে। বিভিন্ন কারণে এদেশে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি আইনের জটিলতা আবহমান কাল ধরে চলে আসছে। ভূমি ব্যবস্থাপনা সুদীর্ঘকাল ধরে এতদাঞ্চলের রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের মুখ্য ভিত্তি হিসেবে পরিচালিত হয়ে আছে। দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো অত্যন্ত গভীরভাবে ভূমি ব্যবস্থাপনর সাথে সম্পৃক্ত। এর রয়েছে সুদীর্ঘ ঐতিহ্য।

অতীতে ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে মূলত কর আদায় ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা বুঝাতো। বর্তমানে ভূমি ব্যবস্থাপনা বলতে শুধু কর আদায়কেই বুঝায় না বরং ভূমি ব্যবস্থাপনার আধুনিকায়নের মাধ্যমে গণমানুষের ভোগান্তি হ্রাসসহ ভূমির সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে একটি দক্ষ প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে বুঝায়। তদানীন্তন ভারতের অংশ হিসাবে এদেশে সর্ব প্রথম ১৭৭৬ সালে ভূমি ব্যবস্থাপনা ও ভূমি রাজস্ব আদায়ের ক্ষেত্রে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক "বোর্ড অব রেভিনিউ" গঠিত হয়। পরবর্তীতে এই বোর্ডের অধীনে সিভিল সার্ভিস সদস্যরা রাজস্ব বিষয়ক নীতি নির্ধারণ, রাজস্ব ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে বিভিন্ন আইন-কানুন প্রণয়ন করতেন এবং "বোর্ড অব রেভিনিউ"-এর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। তখন বোর্ডের প্রধান কাজ ছিল রাজস্ব প্রশাসন সম্পর্কে কালেক্টর এর কার্যাবলী তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করা। এরপর বিভিন্ন সময়ে কমিশনার, কালেক্টর পদ সৃষ্টি এবং রাজস্ব বোর্ড গঠনের মাধ্যমে ভূমি ব্যবস্থাপনার প্রশাসনিক কাঠামোকে দৃঢ় করার পদক্ষেপ নেয়া হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭২ সানে "বোর্ড অব রেভিনিউ" বিলুপ্ত হলে বোর্ডের সকল দায়িত্ব তৎকালীন ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্কার মন্ত্রণালয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আইন প্রণয়নের ফলে রাজস্ব প্রশাসনে নানা জটিলতার সৃষ্টি হয়। তখন জমিদারী প্রথা, নবাব, রাজা ও মহারাজাদের কার্যক্রম ১৭৯৩ সনের স্থায়ী বন্দোবস্ত রেগুলেশন মতে নিয়ন্ত্রিত হতো। যাবতীয় রাজস্ব সংক্রান্ত মামলা ট্রাইব্যুনাল হিসাবে বোর্ড অব রেভিনিউ কাজ করতো। কিন্তু রাষ্ট্রীয় অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন-১৯৫০ বহালের পর কিছু কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া রাজস্ব বিষয়ক প্রায় সকল আইন বাতিল হয়। এছাড়া ২৫ বিঘা পর্যন্ত খাজনা মওকুফ ও হাট-বাজার ইজারা তারিখ/সন প্রদান পদ্ধতি ভিন্নতর হওয়ায় এবং "বোর্ড অব রেভিনিউর" গুরুত্ব কম বিবেচিত হওয়ায় এবং পরবর্তীতে মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ নির্বাহী দায়িত্ব পালনের সুযোগ সৃষ্টি হওয়ায় "বোর্ড অব রেভিনিউ" বিলুপ্ত ঘোষিত হয়।

এ ব্যবস্থাপনায় মাঠ পর্যায়ে ভূমি প্রশাসন পরিচালনা, আপীল নিষ্পত্তি ইত্যাদি অতিরিক্ত দায়িত্ব ভূমি মন্ত্রণালয়ের উপর ন্যস্ত করা হলে তা নীতি নির্ধারণের মূল দায়িত্বের সাথে অতিরিক্ত চাপের সৃষ্টি করে। ফলে পূর্বের "বোর্ড অব রেভিনিউ"-এর মত একটি বোর্ড গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। পরবর্তীতে ভূমি সংক্রান্ত যাবতীয় জটিলতা নিরসনকল্পে ১৯৮০ এর দশক অনুরূপ বোর্ডের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়ায় ১৯৮১ সনের ১৩ নং আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" সৃষ্টি করা হয়। ১৯৮২ সালের শেষ দিকে "ভূমি প্রশাসন বোর্ড" এর কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তীতে জাতীয় ভূমি সংস্কার কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৮৯ সানের ১৬ মার্চ ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ ও ভূমি সংস্কার বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ অনুযায়ী ভূমি প্রশাসন বোর্ডকে ভেঙ্গে যথাক্রমে ভূমি আপীল বোর্ড ও ভূমি সংস্কার বোর্ড নামে দুটি বোর্ডের সৃষ্টি হয়।

ভূমি রাজস্ব মামলায় জনগণের সুবিচার প্রাপ্তি, মামলার দ্রুত নিষ্পত্তি এবং মামলার ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভূমি আপীল বোর্ড অধ্যাদেশ, ১৯৮৯ (অধ্যাদেশ নং ২, ১৯৮৯) এর মাধ্যমে ভূমি আপীল বোর্ড গঠিত হয়। উক্ত অধ্যাদেশ পরবর্তী জাতীয় সংসদে পাস হয় ও ৩১ মে, ১৯৮৯ তারিখে মহামান্য রাষ্ট্রপতির

সম্মতি লাভ করে এবং ভূমি আপীল বোর্ড আইন ১৯৮৯ (আইন নং ২৪, ১৯৮৯) নামে অভিহিত হয়। এভাবেই ভূমি আপীল বোর্ডের সৃষ্টি হয়।

৫.২.২ ভূমি আপীল বোর্ডের রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- বাদী/বিবাদী উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণ ও দলিলপত্র পরীক্ষা পূর্বক বিরোধ নিষ্পত্তির আদেশ প্রদান;
- যথা সম্ভব শুনানির দিন কম ধার্য করে স্বল্প সময়ে স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ বিচারিক সুবিধা প্রদান;
- মামলা নিষ্পত্তির পর স্বল্পতম সময়ে বাদী/বিবাদীকে আদেশের কপি প্রদান;
- দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগাত নিরীহ জনগণের ভোগান্তি লাঘব করা;
- ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে জনগণের দোরগোড়াই সেবা পৌঁছে দেয়া।

৫.২.৩ কার্যাবলী

- ভূমি সংক্রান্ত মামলা (রাজস্ব সম্পর্কীয়);
- নামজারি জমাখারিজ মামলা;
- সায়রাত ও জলমহাল সংক্রান্ত মামলা;
- ভূমি রেকর্ড সম্পর্কিত মামলা;
- ভূমি উন্নয়ন কর সার্টিফিকেট মামলা;
- খাস জমি বন্দোবস্ত সংক্রান্ত মামলা;
- পি.ডি.আর. এ্যাক্টের অধীনে দায়েরকৃত রিভিশন/আপীল মামলা;
- অর্পিত, পরিত্যক্ত ও বিনিময় সম্পত্তি বিষয়ক মামলা;
- ওয়াকফ/দেবোত্তর সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা (উক্ত সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসনিক বিষয় ব্যতীত);
- অধস্তন ভূমি আদালতসমূহের কার্যক্রম পরিদর্শন, অণুবীক্ষণ ও মূল্যায়ন;
- ভূমি সংক্রান্ত আইন, আদেশ ও বিধি সম্পর্কে সরকার কর্তৃক প্রেরিত বিষয়াদিতে পরামর্শ দান;এবং
- সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ন্যস্ত অন্যান্য দায়িত্ব পালন।

৫.২.৪ জনবল

টেবিল ৫.২: ভূমি আপীল বোর্ডের জনবল

ক্রমিক নং	পদের নাম (কর্মকর্তা)	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১	চেয়ারম্যান (সরকারের সচিব)	০১	০১	
২	সদস্য (অতিরিক্ত সচিব)	০২	০২	
৩	সচিব (উপসচিব)	০১	০১	
৪	শাখা প্রধান (সিনিয়র সহকারী সচিব)	০৩	০৩	
৫	চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব (সি:সহ:সচিব)	০১	০১	
৬	শাখা প্রধান (সহকারী সচিব)	০২	০২	
৭	লাইব্রেরিয়ান	০১	-	০১
	মোট	১১	১০	০১

ক্রমিক নং	পদের নাম (কর্মকর্তা)	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
ক্রমিক নং	পদের নাম (কর্মচারী)	মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা	কর্মরত পদের সংখ্যা	শূন্য পদের সংখ্যা
১	উচ্চমান সহকারী	০৮	০৭	১টি পদ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সংরক্ষণ করা হয়েছে।
২	সাঁটলিপিকার কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৪	০৪	--
৩	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর	০৫	০২	০৩
৪	সহকারী লাইব্রেরিয়ান	০১	--	০১
৫	হিসাব সহকারী	০১	০১	--
৬	ক্যাশিয়ার	০১	-	০১
৭	গাড়ি চালক	০৫	০৪	০১
৮	বার্তা বাহক	০১	০১	--
৯	ক্যাশ সরকার	০১	০১	--
১০	ডি,এম,ও	০১	০১	--
১১	দপ্তরী	০১	০১	--
১২	অফিস সহায়ক	১০	০৮	০২
	মোট	৩৯	৩০	০৯

৫.২.৫ মানব সম্পদ

ই-কেইস ম্যানেজমেন্ট, ই-লাইব্রেরি; ই-তথ্য ভান্ডার তৈরি, ই-ফাইলং সিস্টেম কার্যক্রমের অগ্রগতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান (ভূমি আপীল বোর্ডের বিজ্ঞ বিচারকগণ কর্তৃক সরেজমিনে সকল অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি)-গণকে নিয়ে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের নিবিড় প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গুনগত মানসম্পন্ন বিচারিক সেবা প্রদান নিশ্চিত করা); চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালত/অফিস এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর আদালত/অফিস নিবিড় পরিদর্শণ ও পরীবিক্ষণ করা হয়েছে; Annual Performance Agreementএর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন; এবং ডিজিটালাইজেশনের মাধ্যমে মামলার তথ্য আদান প্রদানের অগ্রগতি অর্জন।

৫.২.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম

৫.২.৬.১ সাধারণ কার্যক্রম

- ভূমি আপীল বোর্ডের ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৫৭২টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে;
- প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান, (ভূমি আপীল বোর্ডের বিজ্ঞ বিচারকগণ কর্তৃক সরেজমিনে সকল অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (রাজস্ব), জেলা প্রশাসক, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব), সহকারী কমিশনার (ভূমি)-দের নিয়ে বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ের নিবিড় প্রায়োগিক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং গুনগত মানসম্পন্ন বিচারকি সেবা প্রদান নিশ্চিত করা হয়েছে;
- চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দ কর্তৃক ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) আদালত/অফিস এবং উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি)-এর আদালত/অফিস নিবিড় পরিদর্শণ ও অনুবীক্ষণ ও মূলায়ন করা হয়েছে এবং এতে জনগণের বিচারিক সেবার মান উত্তোরত্তর বৃদ্ধি হয়েছে;
- Annual Performance Agreement এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন।

৫.২.৬.২ বিশেষ সফলতা

- ই-কেইস ম্যানেজমেন্ট, ই-তথ্য ভান্ডার সিস্টেমের ব্যবহার।

৫.২.৬.৩ উদ্ভাবনী কার্যক্রম

- বোর্ডের কর্মকর্তা কর্মচারীদের PIMS চালুর উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

৫.২.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

- ভূমি আপীল বোর্ড সম্পূর্ণ জিওবি অর্থায়নে "এস্টাব্লিশিং ইন্টিগ্রেটেড ডিজিটাল নেটওয়ার্ক ইন দি কেইস এপ্লিকেশন ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অব অল ল্যান্ড রেভিনিউ আদালত অব বাংলাদেশ" [Establishing Integrated Digital Network in the Case Application Management System (CAMS) of All Land & Land Revenue Adalats of Bangladesh (LALRAB)]-শীর্ষক একটি উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ হয়েছে।

৫.২.৮ অডিট আপত্তি

টেবিল ৫.৩: ভূমি আপীল বোর্ডের অডিট আপত্তি

মন্ত্রণালয়/সংস্থার নাম	অডিট আপত্তির সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	ব্রডসীটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তির সংখ্যা	মন্তব্য
ভূমি আপীল বোর্ড	১৯	৪৩.১৭	০৯	নাই	পেন্ডিং ১৯টি অডিট নিষ্পত্তির প্রচেষ্টা চলছে।

ছবি ৫.৪: ভূমি মন্ত্রণালয় ও ভূমি আপীল বোর্ডের মাঝে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর

২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমি সচিবকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন ভূমি আপীল বোর্ডের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান। মাননীয় ভূমিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ৫.৫: ভূমি ভূমি আপীল বোর্ডের চেয়ারম্যান নেত্রকোণা জেলা প্রশাসনে কোভিড-১৯ প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভায় সভাপতিত্ব করছেন।

৫.৩ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের

৫.৩.১ ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের পটভূমি

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের (১৮৮৫) অধীন ভূমির মালিকানা সম্পর্কিত ম্যাপ ও খতিয়ান প্রণয়ন কাজ পরিচালনার লক্ষ্যে ১৮৮৮ সালে ভূমি রেকর্ড দপ্তর নামে কোলকাতায় একটি স্বতন্ত্র দপ্তর গঠন করা হয়। তখন জরিপ কাজ সার্ভে অব ইন্ডিয়ার উপর ন্যস্ত ছিল। ১৯১৯ সাল হতে ভূমি রেকর্ড দপ্তর Department of Land Record নামে পরিবর্তিত হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরবর্তী সময়ে ১৯৫৩ সালে বর্তমান স্থানে (তেজগাঁও) এ পরিদপ্তরটি স্থানান্তর করা হয়। ১৯৭৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান একে অধিদপ্তরে উন্নীত করেন এবং এটির নামকরণ করা হয় ডিপার্টমেন্ট অব ল্যান্ড রেকর্ডস এন্ড সার্ভে। ১৯৫৩ সালে বর্তমান অবস্থানে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরের পর ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত এর অফিস প্রধান ছিলেন একজন উপসচিব এবং ১৯৭৫ সাল হতে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত একজন যুগ্ম-সচিব এর প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ১৯৯১ সাল হতে বর্তমান সময় পর্যন্ত অতিরিক্ত সচিবগণ এ অধিদপ্তরের অফিস প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। পরবর্তীতে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের পদটি গ্রেড-১ পদে উন্নীত করা হয়েছে।

৫.৩.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- **রূপকল্প (Vision)** - জনবান্ধব ভূমি মালিকানা তথ্য প্রতিষ্ঠা।
- **অভিলক্ষ্য (Mission)** - দক্ষ, প্রযুক্তিনির্ভর ও টেকসই ভূমি জরিপ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে ভূমি মালিকদের সঠিক মালিকানা তথ্য নিশ্চিতকরণ।

৫.৩.৩ কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ (Strategic Objectives):

অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ:

১. কার্যকর ভূমি স্বত্ব ব্যবস্থাপনা।
২. ভূমি জরিপ কাজে দক্ষতা বৃদ্ধি।

আবশ্যিক কৌশলগত উদ্দেশ্য সমূহ:

১. দক্ষতার সঙ্গে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।
২. দক্ষতা ও নৈতিকতার উন্নয়ন।
৩. তথ্য অধিকার ও স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ বাস্তবায়ন।
৪. কার্যপদ্ধতি ও সেবার মানোন্নয়ন।
৫. কর্ম পরিবেশ উন্নয়ন।

৫.৩.৪ কার্যাবলী

১. ডিজিটাল পদ্ধতিতে সমগ্র দেশের প্রতিটি মৌজার স্বত্বলিপি ও মৌজা ম্যাপ প্রণয়ন।
২. প্রণীত স্বত্বলিপি ও মৌজাম্যাপ সংরক্ষণ ও সরবরাহকরণ।
৩. পর্যায়ক্রমে সকল মৌজায় জিওডেটিক কন্ট্রোল পয়েন্ট স্থাপন ।
৪. ভূমি জরিপের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান।

৫. বিসিএস (প্রশাসন), (পুলিশ), (বন), (রেলওয়ে) ক্যাডারভুক্ত কর্মকর্তা ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ প্রদান।
৬. আন্তর্জাতিক সীমানা পিলার নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংরক্ষণ ও মেরামত।
৭. আন্তর্জাতিক যৌথ সীমানা সম্মেলন অনুষ্ঠান এবং যৌথভাবে আন্তর্জাতিক সীমানা পরিদর্শন।

৫.৩.৫ জনবল

টেবিল ৫.৪: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অফিসভিত্তিক জনবল

জনবল সংখ্যা	অধিদপ্তর	সেটেলমেন্ট প্রেস	জোনাল অফিসসমূহ	দিয়ারা ও আঞ্চলিক সেটেলমেন্টঅ ফিসসমূহ	উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৬	৭
মঞ্জুরিকৃত	৩৪০	৪৬৮	৩৫৭	১০৬	৬৩৭১	৭৬৪২
কর্মরত	১৯৩	২৩২	১৩৩	৫৫	১৯২০	২৫৩৩
শূন্য	১৪৭	২৩৬	২২৪	৫১	৪৪৫১	৫১০৯

টেবিল ৫.৪: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের শ্রেণিভিত্তিক জনবল

জনবল সংখ্যা	১ম শ্রেণির পদ	২য় শ্রেণির পদ	৩য় শ্রেণির পদ	৪র্থ শ্রেণির পদ	মোট
১	২	৩	৪	৫	৭
মঞ্জুরিকৃত	৪৯০	৬৮৬	৪৪৮৩	১৯৮৩	৭৬৪২
কর্মরত	২২৮	৩৭৪	১১২০	৮১১	২৫৩৩
শূন্য	২৬২	৩১২	৩৩৬৩	১১৭২	৫১০৯

৫.৩.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরে ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের কর্তৃক পরিচালিত অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ কার্যক্রম হিসেবে মোট ৩২টি কোর্স পরিচালিত হয় এবং মোট ৯৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থী উক্ত কোর্সসমূহে অংশগ্রহণ করেন।

টেবিল ৫.৫: অভ্যন্তরীণ-প্রশিক্ষণের কোর্সসমূহের বিস্তারিত:

ক্রঃ নং	কোর্স সংখ্যা	মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ ঘন্টা
১	২	৩	৪
১	২টি	৬০ জন	৩৮৪০ ঘন্টা
২	১ টি	২১ জন	৫০৪ ঘন্ট
৩	২ টি	৭৮ জন	১২৪৮ ঘন্টা
৪	২ টি	৭২ জন	১১৫২ ঘন্টা
৫	৮ টি	২১১ জন	১,২৬,৬০০ ঘন্টা
৬	৪ টি	১০০ জন	৩২,০০০ ঘন্টা
৭	২ টি	৪০ জন	৬,৪০০ ঘন্টা
৮	৪ টি	১০৪ জন	১৬,৬৪০ ঘন্টা
৯	১ টি	২০ জন	৩২০ দিন

ক্রঃ নং	কোর্স সংখ্যা	মোট অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা	প্রশিক্ষণ ঘন্টা
১০	১ টি	৩৫ জন	৫৬০ ঘন্টা
১১	১ টি	৪০ জন	১৬০০ ঘন্টা
১২	১ টি	৪০ জন	৬৪০ ঘন্টা
১৩	১ টি	৪৫ জন	৩৬০ ঘন্টা
১৪	১ টি	৪৫ জন	৩৬০ ঘন্টা
১৫	১ টি	৩৮ জন	৩০৪ ঘন্টা
	৩২ টি	৯৪৯ জন	১,৯২,৫২৮ ঘন্টা

টেবিল ৫.৬: বিসিএস অফিসারগণের সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ

অর্থ বছর	কোর্সের নাম	অংশগ্রহণকারী	অংশগ্রহকারীর সংখ্যা
১	২	৩	৪
২০১৯-২০২০	১১৯-১২২তম সার্ভে ও সেটেলমেন্ট কোর্স	বিসিএস ক্যাডারভূক্ত (প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে) ও	২০১৯-২০২০

৫.৩.৬ ২০১৯-২০ অর্থ-বছরের কার্যক্রম ও অর্জন

(১) জোনাল সেটেলমেন্ট এবং দিয়ারা সেটেলমন্টে এর আওতায় বর্তমানে সারা দেশে সনাতন জরিপের পাশাপাশি ডিজিটাল জরিপ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ঢাকা, যশোর, ফরিদপুর, খুলনা, বরিশাল, বগুড়া, রংপুর, দিনাজপুর, সিলেট, টাঙ্গাইল, কুমিল্লা, নোয়াখালী, রাজশাহী, পাবনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর চট্টগ্রামসহ ১৭টি জোনে জরিপ কাজ চলমান আছে। নবসৃষ্ট পটুয়াখালী ও কুষ্টিয়া জোনে জনবল নিয়োগ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ সাপেক্ষে সবগুলো জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ আরম্ভ করা হবে। বর্তমান জনবল ও ডিজিটাল যন্ত্রপাতির উপর নির্ভর করে ঢাকা জোনের সাভার, পলাশ, সিংগাইর, সাটুরিয়া, হরিরামপুর, গাজীপুর সদর, গজারিয়া উপজেলায় ডিজিটাল জরিপ চলমান আছে। জামালপুর, রাজশাহী, রংপুর জোনে ডিজিটাল পদ্ধতিতে জরিপ কাজ চলমান আছে। এ ছাড়া ফরিদপুর, খুলনা, সিলেট ও নোয়াখালী জোনের যে সকল মৌজার জরিপ হয়নি সেগুলোতে ডিজিটাল জরিপের কাজ শুরু হবে। অধুনালুপ্ত ১১টি ছিট মহলের ৩৪টি মৌজার জরিপের সকল স্তরের কাজ শেষে রেকর্ড ও নক্সা জেলা প্রশাসনসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দপ্তরে হস্তান্তর করা হয়েছে।

(২) ২০১৯-২০ বছরে সারাদেশে ৪ লক্ষ খতিয়ানের শুদ্ধকপি প্রস্তুত করা হয়েছে। এ সময়ে বিভিন্ন জোন হতে প্রেরিত ১০ লক্ষ খতিয়ানের তথ্য সেটেলমেন্ট প্রেসের কম্পিউটার সিস্টেমে এন্ট্রি করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ-বছরে খতিয়ান মুদ্রণ করা হয়েছে ৭ লক্ষ ১৫ হাজার এবং ম্যাপ মুদ্রণ করা হয়েছে ৩ লক্ষ ১৩ হাজার কপি। এ সময়ে ২২০০ মৌজার চূড়ান্ত প্রকাশনা দেয়া হয়েছে এবং কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে ২৯২০ মৌজার স্বত্বলিপি (খতিয়ান ও মৌজা ম্যাপ)। এ ছাড়া, জনগণের জন্য সেবা সহজলভ্য ও উন্মুক্তকরণের অংশ হিসেবে ১ কোটি ৪৬ লক্ষ আর.এস. খতিয়ান ওয়েবসাইটে আপলোড করে উন্মুক্ত করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিভিন্ন জোন থেকে প্রাপ্ত ২ লক্ষ ৯ শত ৮৩টি মৌজা ম্যাপ স্ক্যান করে আপলোড করা হয়েছে।

(৩) অনলাইন ভূমি জরিপ সফটওয়ার প্রস্তুত কাজ সম্পন্নের নিমিত্ত প্রাথমিকভাবে সফটওয়ারে স্ট্যাটিক ম্যাপ (Static Map) সংযোগসহ খতিয়ান প্রণয়নের জন্য যে যে বিষয়/মডিউল অন্তর্ভুক্ত করা যায় তা ইতোমধ্যে সম্পন্ন করা হয়েছে এবং ডাইনামিক ম্যাপ (Dynamic Map) সংযোগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। বর্তমানে সিস্টেমটি ঢাকা জোনে চলমান ডিজিটাল জরিপ কাজ সফলতার সাথে ব্যবহার করা হচ্ছে।

(৪) আন্তর্জাতিক সীমান্ত রক্ষণাবেক্ষণের অংশ হিসেবে ২০১৯-২০ অর্থবছরে বাংলাদেশ-ভারত ১টি যৌথ সীমান্ত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ ছাড়া ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১৫টি যৌথ সীমান্ত পরিদর্শন এবং ৫৪০টি বিভিন্ন ধরনের সীমান্ত পিলার মেরামত করা হয়।

(৫)দক্ষিণ কোরিয়ার উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা Economic Development Cooperation Fund (EDCF) এর কারিগরি ও আর্থিক সহায়তায় দেশের ৩টি সিটি কর্পোরেশন, ১টি পৌরসভা ও ২টি উপজেলায় প্লট-টু ভূমি জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল ম্যাপ ও খতিয়ান প্রস্তুতকরণের জন্য ৩৫১.৮৬ কোটি টাকা ব্যয় প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ চলছে।

(৬) 'ভূমি ভবন নির্মাণ' প্রকল্পের অধীনে ভূমি ভবন নির্মাণের কাজ এ পর্যন্ত ৭০% সমাপ্ত হয়েছে।

(৭) Ease of Doing Businees এর Ranking উন্নীতকরণের অংশ হিসেবে ভূমির শ্রেণিবিন্যাসে ১১২৪ থেকে ১৪টিতে রূপান্তর করা হয়েছে।

৫.৩.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ভূমি জরিপ ডিজিটাইজেশনের কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। নিয়োগ বিধিমালা জনপ্রশাসনের অনুমোদনক্রমে প্রণয়নের মাধ্যমে সকল শূন্য পদ পূরণ করে এবং প্রশিক্ষিত করে অধিদপ্তরের কার্যক্রমে গতিশীলতা আনয়ন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা, অনলাইন রিভিশনাল সেটেলমেন্ট খতিয়ান (RSK) সিস্টেম তৈরী করা। ভারতের সাথে ৪টি সেক্টরের বিদ্যমান সীমানা পিলার পুনঃনির্মাণ/মেরামতের যৌথ কর্মসূচী প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নেয়া। সীমানা নির্ধারণ কাজে Gnss (Global Navigation Satellite System) এর ব্যবহার এবং স্ট্রিপ ম্যাপ হালনাগাদ করার জন্য HRSI (High Resolution Satellite Imagery) ব্যবহার করার বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান। এতদ্ব্যতিত তথ্য প্রযুক্তি সমৃদ্ধ যুগোপযোগী ধারণা যেমন-সুশাসন, ই-গর্ভনেন্স, গণখাতে ক্রয়নীতি, বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম তৈরী করা ও বাস্তবায়নের পরিকল্পনা। ২০২০-২১ মেয়াদে জুডিসিয়াল সার্ভিস এবং বি সি এস ক্যাডারভূক্ত মোট ২৪০ জন কর্মকর্তা/কমর্চারীকে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। আধুনিক যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করণ, সার্ভে ও সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণের স্থায়ী একাডেমী নির্মাণ, ভুমি ভবন, আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং ২০টি জোনাল সেটেলমেন্ট অফিস ভবন নির্মাণের পরিকল্পনা আছে। ভূমি রেকর্ড ও সার্ভে ব্যবস্থায় ডিজিটাইজেশনের লক্ষ্যে ডিজিটাল পদ্ধতিতে ভূমি জরিপ করার জন্য ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের ডিজিটাল জরিপ পরিচালনার সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প শীর্ষক ১২১৫৪.৮৬ লক্ষ টাকা ব্যয় জিওবি খাতে একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৩.৮ অডিট আপত্তি

অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য (০১ জুলাই ২০১৮ থেকে ৩০ জুন ২০১৯ পর্যন্ত)

টেবিল ৫.৬: ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তরের অডিট আপত্তি

ক্রমিক নং	মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের নাম	অডিট আপত্তি		ব্রডশিটে জবাবের সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তি		অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তি	
		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)		সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সংখ্যা	টাকার পরিমাণ (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
১.	ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর	৮১	০.৮৩৯৯	৮১	২৬	০.১০৯৯	৫৫	.৭৩০০
২.	জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ	৩১১	০.৪৩২৯	৩৩১	২৯৯	০.১২৫৬	৩২	০.৩০৭৩
০৯মোট		৪১২	১.২৭২৮	৪১২	৩২৫	.২৩৫৫	৮৭	১.০৩৭৩

ছবি ৫.৬: সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী

১৭ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী, এমপি রাজধানী ঢাকার অদূরে সাভারে অবস্থিত অফিসার্স ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (ওটিআই) মসজিদ সংলগ্ন মাঠে, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস এর প্রশাসন, পুলিশ, বন ও রেলওয়ে ক্যাডার এবং বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস কর্মকর্তাগণের ১১৯তম সার্ভে এন্ড সেটেলমেন্ট প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

ছবি ৫.৭: বাংলাদেশ-ভারত ৩য় যৌথ সীমান্ত সম্মেলনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষর

২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে বাংলাদেশ ল্যান্ড রেকর্ড এন্ড সার্ভে ডিপার্টমেন্টের ডিরেক্টর জেনারেল মোঃ তসলীমুল ইসলাম, এনডিসি এবং সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার সার্ভেয়ার জেনারেল লে. জেনারেল গিরিশ কুমার, ভিএসএম নিজ নিজ দেশের পক্ষে বাংলাদেশ-ভারত ৩য় যৌথ সীমান্ত সম্মেলনের কার্যবিবরণী স্বাক্ষর করছেন।

ছবি ৫.৮: নভেম্বর ২০১৯ খ্রি. মাসে রৌমারী, কুড়িগ্রাম সীমান্তে যৌথ পরিদর্শন

৫.৪ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)

৫.৪.১ ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পটভূমি

ভূমি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত জনবলকে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক ১৯৮৭ সালে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" নামে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। প্রথম দফায় কর্মসূচির মেয়াদ নির্ধারণ করা হয় ১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯ অর্থবছর। শুরুতে গণভবন, শেরেবাংলানগর, ঢাকায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। পরবর্তীতে কর্মসূচির মেয়াদ ১৯৮৯-৯০ এবং ১৯৯০-৯১ অর্থবছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয় এবং ভূমি সংস্কার বোর্ড, ১৪১-১৪৩ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকায় এর কার্যক্রম পরিচালিত হতে থাকে। কর্মসূচির মেয়াদ পুনরায় ১৯৯১-৯২ ও ১৯৯২-৯৩ অর্থ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়। ইতোমধ্যে ভূমি ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের গুরুত্ব অনুধাবন করে সরকার "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" কে স্থায়ী রূপ দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এ লক্ষ্যে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি" ০১-০৬-১৯৯৩ তারিখ হতে রাজস্ব বাজেটে স্থানান্তরিত হয়ে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" নামকরণ হয়। সে সময় থেকে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কার্যক্রম ভূমি মন্ত্রণালয়ের নিজস্ব ভবন ৩/এ নীলক্ষেত, কাঁটাবন, ঢাকা-১২০৫ এ পরিচালিত হয়েছে। ২০১৩ সাল হতে ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, এর নিজস্ব ভবন, নীলক্ষেত, কাঁটাবন ঢাল, ঢাকা-১২০৫ এ বৃহত্তর পরিসরে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

৫.৪.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

- ভিশন: বাংলাদেশের টেকসই উন্নয়ন ও সুশাসন নিশ্চিতকরণের জন্য ভূমি ব্যবস্থাপনার উৎকর্ষ সাধন।
- মিশন: ভূমি ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত মানবসম্পদের যোগ্যতা ও দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে গতিশীল ভূমি ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ।

৫.৪.৩ কার্যাবলী

ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বার্ষিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচির আওতায় কেন্দ্র কর্তৃক বিভিন্ন মেয়াদে ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়। কোর্সগুলো নিম্নরূপ:

১) উচ্চতর ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব/সার্বিক/এলএ/শিক্ষা ও আইসিটি) ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

২) বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: সহকারী কমিশনার (ভূমি) গণকে পদায়নের পূর্বে ভূমি ব্যবস্থাপনার মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে অবহিতকরণের নিমিত্ত এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।এটি৩০ (ত্রিশ) দিন মেয়াদী কোর্স হিসেবে অনুমোদিত আছে।

৩) ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সহকারী কমিশনার, সহকারী কমিশনার (ভূমি), আর.ডি.সি, জিসিও এবং বিসিএস পুলিশ ক্যাডারের সহকারী পুলিশ সুপারগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৪) ভূমি অধিগ্রহণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কোর্স: ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তা এবং অতিরিক্ত ভূমি অধিগ্রহণ কর্মকর্তাদের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়।

৫) বিশেষ ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর দপ্তরসংস্থার কর্মকর্তা ও / কর্মচারীগণের (কানুনগো, সার্ভেয়ার, ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ ভূমি উপ-সহকারী কর্মকর্তা, নামজারি সহকারী, বেঞ্চ সহকারী, রাজস্ব সহকারী, অফিস সহকারী) জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৬) বেসিক কম্পিউটার কোর্স: ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর অধীন দপ্তর / সংস্থায় কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণের জন্য এ প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজন করা হয়।

৭) জেলা ও বিভাগ পর্যায়ে "ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স" নামে ইউনিয়ন ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ উপ-সহকারী ভূমি কর্মকর্তা, নামজারী সহকারী, সার্টিফিকেট সহকারী, সার্ভেয়ার ও অফিস সহকারীসহ সমপর্যায়ের কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের জন্য ১ সপ্তাহব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্সের আয়োজন করা হয়ে থাকে।

এছাড়া কেন্দ্র কর্তৃক নিম্নোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়:-

(ক) কোর্সকে যুগোপযোগী করার জন্য নতুন বছরের শুরুতে কোর্স কারিকুলাম রিভিউ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

খ) এসডিজিসহ বিভিন্ন সমসাময়িক বিষয়ে গোলটেবিল আলোচনা/সেমিনার আয়োজন করা হয়।

গ) ডিসট্যান্ট লার্নিং: বিভাগীয় ও জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কালে যেসব বিষয়ে উপযুক্ত বক্তা পাওয়া যায়না সেসব ক্ষেত্রে কেন্দ্র থেকে ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে কতিপয় বিষয়ে সেশন নেয়া হয়ে থাকে।

৫.৪.৪ জনবল

টেবিল ৫.৭: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জনবল

ক্রমিক নং	পদবী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
১	পরিচালক	১	১
২	উপ-পরিচালক	২	২
৩	সহকারী পরিচালক	৫	৫
৪	প্রকাশনা কর্মকর্তা	১	--
৫	সহকারী প্রোগ্রামার	১	১
৬	হোস্টেল সুপার	১	১
৭	সহকারী লাইব্রেরীয়ান	১	১
৮	প্রধান সহকারী	১	১
৯	হিসাব রক্ষক	১	১
১০	কম্পিউটার অপারেটর	১	--
১১	লাইব্রেরী সহকারী কাম-ক্যাটালগার	১	১
১২	সাঁট-মুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পি. অপারেটর	১	--
১৩	নাজির কাম ক্যাশিয়ার	১	১
১৪	গাড়ীচালক	১	--
১৫	অফিস সহকারী-কাম-কম্পি. মুদ্রাক্ষরিক	৩	২
১৬	ইলেকট্রিশিয়ান	১	১
১৭	ক্যাশ সরকার	১	১
১৮	অফিস সহায়ক	৬	৬
১৯	নিরাপত্তা প্রহরী	২	২
২০	পরিচ্ছন্নতা কর্মী	১	১

ক্রমিক নং	পদবী	অনুমোদিত পদ	কর্মরত
		আউটসোর্সিং	
২১	প্লাম্বার	০১	০১
২২	লিফট ম্যান	০১	০১
২৩	বাবুর্চি	০১	০১
২৪	ক্লাস এটেনডেন্ট	০২	০২
২৫	সহকারী বাবুর্চি	০১	০১
২৬	নিরাপত্তা প্রহরী	০১	০১
২৭	হোস্টেল বয়	০২	০২
	সর্বমোট =	৪২	৩৭

সাংগঠনিক কাঠামো বহির্ভূত উপরোক্ত ৪২ জন ছাড়াও বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে অতিরিক্ত ১৫ টি পদে (১৭তম হতে ২০তম গ্রেড) অর্থ বিভাগের অনুমোদনক্রমে (স্মারক নং-০৭.১৫২.০০০.৩১.০০.০০০.(ভূমি-৮).৯৮-৩১৫, তাং ০২/০২/২০২০) আউটসোর্সিং নীতিমালা-২০১৮ মোতাবেক আউটসোর্সিং পদ্ধতিতে জনবল নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে।

৫.৪.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন

কেন্দ্রে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রতি বছর ৬০ জনঘন্টা অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়ে থাকে।

৫.৪.৬ ২০১৯-২০ কার্যক্রম

ক) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক ২০১৯-২০ অর্থ বছরে নিম্নবর্ণিত ভাবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

টেবিল ৫.৮: ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের প্রশিক্ষণ অর্জন

ক্র:নং	প্রশিক্ষণার্থীর পর্যায়	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা মোট
০১	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ভূমি সহকারী কর্মকর্তা/ উপ-ভূমি সহকারী কর্মকর্তা	১০২২
০৩	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসি ল্যান্ড/ আরডিসি/ এলএও/ এএলএও/ এএসপি	২৩০
০৪	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কানুনগো/সার্ভেয়ার	১৪৮
০৫	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত অফিস সহকারী/ নামজারী সহকারী	৪৫০
০৬	প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ইউএনও/ এডিসি(রাঃ)/ এডিসি (এলএ) /এডিশন্যাল এসপি	৯৭
	মোট =	১৯৪৭

খ) প্রশিক্ষণ ছাড়াও যেসব বিষয়ে যেসব বিষয়ে কর্মশালা ও সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে

১) উদ্ভাবন বিষয়ক ১ দিনের কর্মশালা আয়োজন করা হয়েছে।

২) ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ভবনের ৬ষ্ঠ তলা হতে ১২তম তলা পর্যন্ত সম্প্রসারিত অংশের শুভ উদ্বোধন।

৩) কেন্দ্রের ০৪ জন কর্মচারীকে বিভিন্ন পদে পদোন্নতি প্রদান এবং ০৬ টি শূন্যপদে নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন।

৫.৪.৬.১ বিশেষ উদ্ভাবনী

১) প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এস এম এস প্রদানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্স শুরুর পূর্বে অনলাইন নিবন্ধন ও কোর্স নির্দেশিকা সম্পর্কে অবহিতকরণ।

চার্ট ৫.১: বার্ষিক কর্ম-সম্পাদন চুক্তি অনুসারে অর্জন (প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা)

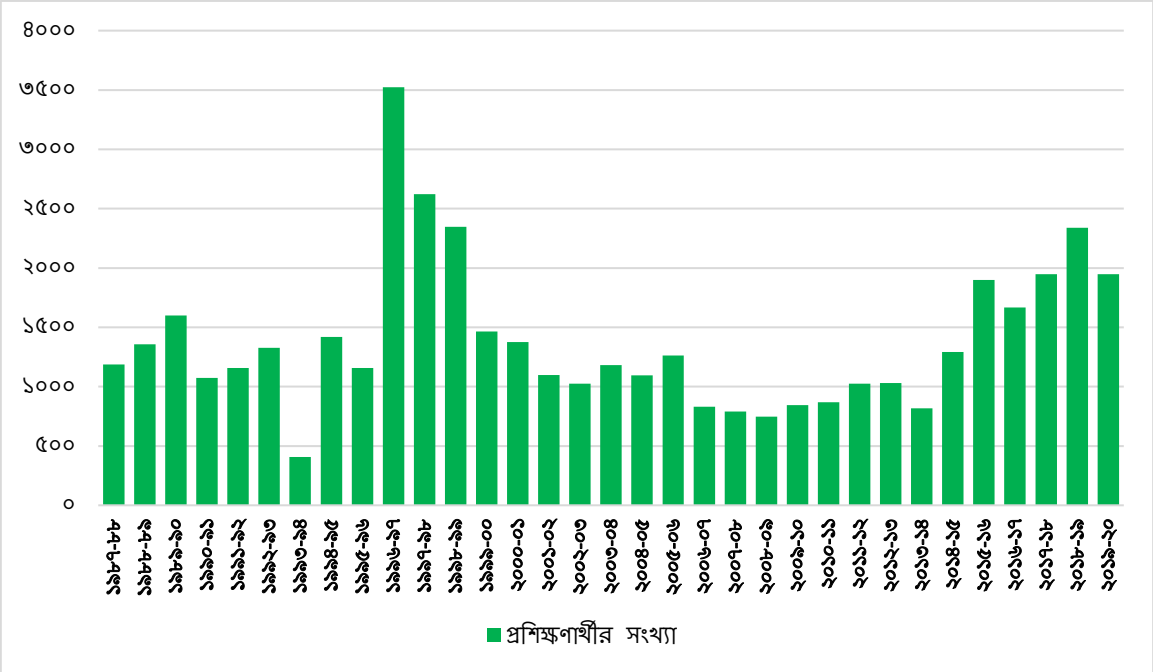

৫.৪.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ক) প্রশিক্ষণসংক্রান্ত

১. প্রতি অর্থবছর কেন্দ্রে ১২০০ জন কর্মকর্তা/কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

২. প্রতি অর্থবছর বিভাগীয় পর্যায় ঢাকা ব্যতীত ৭ বিভাগে ১১২০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান।

৩. প্রতি অর্থবছর জেলা পর্যায়ে ৪৮০ জন কর্মচারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।

৪. ঢাকা ব্যতীত ৭টি বিভাগে "বিভাগীয় ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র" স্থাপন। ।

খ) অবকাঠামো ও উন্নয়ন সংক্রান্ত

২. "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ একাডেমী আইন" প্রণয়ণপূর্বক ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে "ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ একাডেমিতে" রূপান্তর করা।

৩. দেশের এবং দেশের বাইরের সমগোত্রীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিজ্ঞতা বিনিময় করে একাডেমিকে তথ্য প্রযুক্তি নির্ভর, যুগোপযোগী ও আধুনিকায়ন করা হবে।।

গ) তথ্যপ্রযুক্তি সংক্রান্ত

১. ই-লাইব্রেরী স্থাপন।

২. ১টি ব্যাকআপ সার্ভার স্থাপন।

৩. অতিথি বক্তা ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু করা।

৪. ডরমিটরি ব্যবস্থাপনা সফটওয়্যার চালু করা।

৫. Zoom Apps-এর পদ্ধতি ব্যবহার করে প্রশিক্ষণ প্রদান করা।।

৫.৪.৮ অডিট আপত্তি

কোন অডিট আপত্তি নেই।

ছবি ৫.৯: সার্ভে 'ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)'-এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত ভবন উদ্বোধন
১১ মার্চ, ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ঢাকার নীলক্ষেতে অবস্থিত 'ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (এলএটিসি)'-এর উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারিত ভবন (৬ষ্ঠ হতে ১২ তলা) উদ্বোধন করছেন।

ছবি ৫.১০: বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স উদ্বোধন

০৮ জুলাই ২০১৯ তারিখে ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী রাজধানীর কাঁটাবনে অবস্থিত ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে চার সপ্তাহের '১১ তম বেসিক ভূমি ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কোর্স'-এর উদ্বোধন করেন।

ছবি ৫.১১: এলএটিসি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দের ইন্দোনেশিয়ার ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক মন্ত্রণালয় পরিদর্শন

এলএটিসি প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাবৃন্দের ইন্দোনেশিয়ার 'মিনিস্ট্রি অফ এগ্রারিয়ান অ্যাফেয়ার্স এন্ড স্পেশিয়াল প্ল্যানিং' পরিদর্শনের সময় ব্রিফিং এ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের পরিচালক মো: আব্দুল হাই। সাথে আছেন মন্ত্রণালয়ের অন্যতম সংস্থা 'ডাইরেক্টরেট জেনারেল অফ এগ্রারিয়ান ল রিলেশনস' এর সচিব আসকানি (সর্বডানে)।

৫.৫ হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর

৫.৫.১ পটভূমি

জমিদারী অধিগ্রহণ ও প্রজাস্বত্ব আইন, ১৯৫০ এর ২য় অধ্যায় এবং মধ্য স্বত্বসমূহ ৪র্থ অধ্যায়ে বিলুপ্ত ঘোষণার পর রাজস্ব আদায় ও সরকারি কোষাগারে ইহা জমা প্রদান নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে অর্থবছর ওয়ারী অডিটকার্য পরিচালনার ব্যাপারে হিসাব মহানিয়ন্ত্রক অপারগতা প্রকাশ করলে তৎকালীন বোর্ড অব রেভিনিউ ও রাজস্ব বিভাগ, হিসাব মহানিয়ন্ত্রক এবং অর্থ বিভাগ এর সাথে পরামর্শক্রমে অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে ১৯৫৪ সালে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হয়।

৫.৫.২ রূপকল্প ও অভিলক্ষ্য

রূপকল্প (Vision): দক্ষ, স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক সুষ্ঠু অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থাপনা।

অভিলক্ষ্য (Mission): দক্ষ, স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতামূলক নিরীক্ষার মাধ্যমে আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি যথাযথ খাতে জমা প্রদান, অর্থ আত্মসাৎ ও অপচয় রোধ করা এবং সরকারি সম্পত্তির সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা ও স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণ।

৫.৫.৩ কার্যাবলী

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর কর্তৃক ভূমি মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত দপ্তর/অধিদপ্তর/বোর্ডসহ রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের ম্যানেজমেন্ট ও সেটেলমেন্ট বিভাগের নিম্নবর্ণিত অফিসসমূহের অর্থবছরওয়ারী আয়-ব্যয় এর নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন করে থাকে:

১. জেলা প্রশাসকের দপ্তরের রাজস্ব শাখা, এলএ শাখা, অর্পিত ও পরিত্যক্ত সম্পত্তি শাখা এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ের ভূমি অফিসসমূহ ;

২. ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর এবং এর অধীনস্থ জোনাল ও উপজেলা সেটেলমেন্ট অফিসসমূহ ;

৩. ভূমি সংস্কার বোর্ড এর অধীনস্থ বিভাগীয় দপ্তরসমূহ ;

৪. ভূমি আপীল বোর্ড ;

৫. ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ;

৬. গুচ্ছগ্রাম প্রকল্প ; এবং

৭. কোর্ট অব ওয়ার্ডস (ভাওয়াল রাজ) এর কার্যক্রম।

ঢাকা জেলার হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব) দপ্তরে অডিট রিপোর্ট অনলাইনে দাখিলের লক্ষ্যে "অনলাইনে অডিট রিপোর্ট দাখিল" উদ্ভাবনী কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

৫.৫.৪ জনবল

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের অর্গানোগ্রাম অনুযায়ী জনবলের পদওয়ারী বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হলো:

টেবিল ৫.৯: হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের জনবল

নং	পদের নাম	শ্রেণি	মঞ্জুরিকৃত পদ সংখ্যা	বিদ্যমান পদ সংখ্যা	শূন্য পদ সংখ্যা
১	হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১ম শ্রেণি	০১টি	০১টি	-
২	সহকারী হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)	১ম শ্রেণি	১০টি	১০টি	-
৩	হিসাব তত্ত্বাবধায়ক (রাজস্ব)	২য় শ্রেণি	৭৭টি	৭৩টি	০৪টি
৪	নিরীক্ষক (রাজস্ব)	৩য় শ্রেণি	৯০টি	৭৭টি	১৩টি
৫	সাঁটলিপিকার-কাম-কম্পিউটার অপারেটর	৩য় শ্রেণি	০১টি	০১টি	-
৬	অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক	৩য় শ্রেণি	২০টি	১১টি	০৯টি
৭	গাড়িচালক	৩য় শ্রেণি	০১টি	০১টি	-
৮	অফিস সহায়ক	৪র্থ শ্রেণি	৭৯টি	৭৩টি	০৬টি
সর্বমোট =			**২৭৯টি**	**২৪৭টি**	**৩২টি**

৫.৫.৫ মানব সম্পদ উন্নয়ন

২০১৯-২০ অর্থবছরে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের ১৭০ (একশত সত্তর)জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে অডিট ব্যবস্থাপনা, কম্পিউটার, প্রশাসনিক কার্যাবলী এবং ভূমি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ।

২০১৯-২০২০ অর্থ বছরের ৩য় শ্রেণির অফিস সহকারী-কাম-কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক পদে ০১(এক) জন কে পদোন্নতি প্রদান করা হয়েছে।।

৫.৫.৬ ২০১৯-২০ অর্থ বছরের কার্যক্রম

(ক) ভূমি মন্ত্রণালয়ের অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা সংস্থা হিসেবে হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তর রাজস্ব প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের সেটেলমেন্ট ও ম্যানেজমেন্ট বিভাগের রাজস্ব খাতভুক্ত ৪৪৯৮টি অফিসের নিরীক্ষাকার্য সম্পাদন শেষে ২০১৯-২০ অর্থবছরে ১০০৫টি রিপোর্ট দাখিল করা হয়। উক্ত অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ বিভাগওয়ারী নিম্নরূপ :

টেবিল ৫.১০: ২০১৯-২০ সনে রাজস্ব হিসাব নিরীক্ষার সাথে জড়িত টাকার বিভাগ ওয়ারী বিবরণ

ক্রমিক নং	বিভাগের নাম	আত্মসাৎকৃত টাকার পরিমাণ	রাজস্ব ক্ষতির পরিমাণ
১.	ঢাকা বিভাগ, ঢাকা	২১,৬৯,৫৭০/-	২,২৮,৭১,২১২/-
২.	ময়মনসিংহ বিভাগ,ময়মনসিংহ	১২,১৭,২৫৯/-	৬,৬৭,৫৬৪/-
৩.	চট্টগ্রাম বিভাগ, কুমিল্লা	১০,৯৮,৭৯৯/-	৭,৬৬,৩৬০/-
৪.	সিলেট বিভাগ, সিলেট	৬২,৫৩৯/-	১,৮৪,৪৯,৭৬১/-
৫.	রাজশাহী বিভাগ, রাজশাহী	৩৮,৯৭,২৮২/-	৮১,৭২৩/-
৬.	রংপুর বিভাগ, রংপুর	২৮,৪৫,৯৩৭/-	৮৮,৪২৬/-
৭.	বরিশাল বিভাগ, বরিশাল	১,১০,৪২,৪১১/-	৭১,৪০৪/-
৮.	খুলনা বিভাগ, খুলনা	১৯,৬১,৯১৯/-	১,৪২,৯২৪/-
৯.	বিশেষ প্রতিবেদন	১,৫৪,০০,১৭৫/-	১,৬৫,০০,০০০/-

৫.৫.৭ ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

অডিট রিপোর্ট যথাসময়ে দাখিল এবং অডিট আপত্তির জবাব স্বল্প সময়ের মধ্যে পাওয়ার লক্ষ্যে অত্র দপ্তরের আওতাধীন প্রশাসনিক বিভাগীয় অফিসসহ জেলা পর্যায়ে বিদ্যমান অফিসে আইটি নেটওয়ার্ক স্থাপনের

কাজ অব্যাহত রয়েছে। ইতিমধ্যে সদর দপ্তরে ই-নথির কার্যক্রম চলমান রয়েছে। ভবিষ্যতে ই-নথির কার্যক্রম অত্র দপ্তরের আওতাধীন বিভাগীয় এবং জেলা পর্যায়ের অফিসে সম্প্রসারণ করা হবে।

৫.৫.৮ অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি

হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের জুন/২০২০ মাস পর্যন্ত ম্যানেজমেন্ট, সেটেলমেন্ট এবং ভি,পি হিসাবসমূহের অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তির সংখ্যা নিম্নরূপ:

টেবিল ৫.১১: হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের অডিট আপত্তি

ক্রমিক নং	অডিট আপত্তির সংখ্যা (বকেয়াসহ)	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সংখ্যা	নিষ্পত্তিকৃত অডিট আপত্তির সাথে জড়িত টাকার পরিমাণ
১	৩৬৬৪টি	১৭৭০টি	৩,৬৫,৮৫,১৯৪/-

ছবি ৫.১২: ভূমি মন্ত্রণালয় ও হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) দপ্তরের মাঝে ২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর
২০১৯-২০ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে ভূমি সচিবকে চুক্তিপত্র হস্তান্তর করছেন ভূমি হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব)। মাননীয় ভূমিমন্ত্রী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিবিধ কার্যক্রমের ফটোগ্যালারি

ছবি ৬.১: মিনিস্টার-ইন-ওয়েটিং হিসেবে দায়িত্ব পালন ভূমিমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন

দক্ষিণ কোরিয়ার প্রধানমন্ত্রী ই নাগ-ইয়ান (Lee Nak-yon) ১৩ জুলাই, ২০১৯ তারিখে তিন দিনের সফরে বাংলাদেশে এলে মাননীয় ভূমিমন্ত্রী তাঁর মিনিস্টার-ইন-ওয়েটিং হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

চিত্র ৬.২: ওআইসি সম্মেলনে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে ভূমিমন্ত্রীর যোগদান

ভূমিমন্ত্রী সাইফুজ্জামান চৌধুরী ২২ মার্চ ২০১৯ তারিখে তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত ইসলামিক সম্মেলন সংস্থা (ওআইসি)-এর এক্সিকিউটিভ কমিটির মন্ত্রী পর্যায়ে ওপেন এন্ডেড সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের দলনেতা হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। তুরস্কের রাষ্ট্রপতি রিসেপ তায়িপ এরদোয়ানের সাথে ভূমিমন্ত্রী (ডান দিকের ছবি)।

চিত্র ৬.৩: কুয়েতের জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী
২০ ফেব্রুয়ারি ২০১৯ তারিখে কুয়েতের জাতীয় ও স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে ঢাকায় নিযুক্ত কুয়েতের রাষ্ট্রদূত আদেল মোহাম্মদ হায়াৎ কর্তৃক আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে আজ ভূমিমন্ত্রী যোগদান করেন।

চিত্র ৬.৪: ইন্দোনেশিয়া স্বাধীনতার বার্ষিকী অনুষ্ঠানে ভূমিমন্ত্রী
২২ আগস্ট ২০১৯ তারিখে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতার ৭৪তম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে ঢাকায় নিযুক্ত রাষ্ট্রদূত ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রদূত রিনা পি সোয়েমারনো কর্তৃক আয়োজিত অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ভূমিমন্ত্রী যোগদান করেন।

চিত্র ৬.৫: যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ
বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর সাথে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

চিত্র ৬.৬: দক্ষিণ কোরীয় রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ
বাংলাদেশে নিযুক্ত দক্ষিণ কোরীয় রাষ্ট্রদূত লি জ্যাং কেযান ৭ অক্টোবর ২০২০ তারিখে মাননীয় ভূমিমন্ত্রীর সাথে তাঁর কার্যালয়ে এক সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।

চিত্র ৬.৭: শুদ্ধাচার ও উত্তমচর্চা বিষয়ক সেমিনার
ভূমি সচিব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে খুলনা জেলায় স্বচ্ছ, দক্ষ, জবাবদিহি ও জনবান্ধব ভূমিসেবা ব্যবস্থাপনায় নিশ্চিতকরণে শুদ্ধাচার ও উত্তমচর্চা বিষয়ক সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন।

চিত্র ৬.৮: শুদ্ধাচার ও উত্তমচর্চা বিষয়ক মতবিনিময় সভা
ভূমি সচিব মোঃ মাকছুদুর রহমান পাটওয়ারী ৭ জুলাই ২০১৯ তারিখে নারায়নগঞ্জ জেলায় ভূমি প্রশাসনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে শুদ্ধাচার বিষয়ক মতবনিময় করেন।

পরিশিষ্ট ক

Allocation of Business of Ministry of Land

1[30] MINISTRY OF LAND

1. Rights in and over land and water and laws regarding land tenure excluding management of tank and other closed fisheries up to the area of 20 acres and fisheries which are under development scheme and such other fisheries which will be included in future in the development scheme of the Ministry of Fisheries and Livestock.
2. State acquisition and management.
3. Transfer, alienation of Government land, devolution of land by escheat and otherwise.
4. Constitution, organisation, jurisdiction and power of land procedure in rent and revenue courts and fees taken therein.
5. Disposal of Government land and alienation of land revenue.
6. Residences of officers employed in Settlement and Khasmahal work.
7. Demarcation of boundaries.
   [2][7A. Repairs and maintenance of boundary marks.]
8. Assessment and collection of land revenue and rents.
9. Maintenance of land records, survey for revenue purpose and record-of-rights and survey and settlement operations.
10. Management of government land.
11. Waste land.
12. Court of Wards and encumbered and attached estates.
13. Revenue sales.
14. Certificate procedure under Public Demands Recovery Act.
15. Land revenue, tauji and accounts.
16. Road and public works cess, education cess and local rates.
17. Alluvial lands.
18. Establishments relating to settlement, khasmahal, partition and road cess, and local rates, valuation and revaluation offices.
19. Loans to land holders and other notables.
20. Treasury troves, escheats and revenue agents.
21. Recovery of loans.
22. State purchase operation.
23. Requisition and compulsory acquisition of land.
24. Reclamation and colonisation of waste land in general.

25. Pre-1947 compensation claims.
26. Vested and non-resident property.
27. Unclassed state forest.
28. Miscellaneous revenue matters not administered by any other Ministry/Division.
29. Secretariat administration including financial matters.
30. Administration and control of sub-ordinate offices and organisations under this Ministry.
31. Liaison with International Organisations and matters relating to treaties and agreements with other countries and world bodies relating to subjects allotted to this Ministry
32. All laws on subjects allotted to this Ministry.
33. Inquiries and statistics on any of the subjects allotted to this Ministry.
34. Fees in respect of any of the subjects allotted to this Ministry except fees taken in courts.

1Amended vide S.R.O. No. 231-law/2008-CD-4/5/2008, Dated 24 July 2008.

[2] Amended vide Cabinet Division Notification No. CD-4/16/89-Rules (Part-2)/106, Dated 23 September 1999.

পরিশিষ্ট খ

Ministry Of Land in SDG Mapping

Ministry Of Land's Responsibility in achieving SDG as per SDG Mapping designed by the General Economics Division (GED) of Bangladesh Planning Commission and endorsed by SDGs Implementation and Monitoring Committee, Prime Minister's Office.

Ministry of Land is one of the 'Co-Lead' ministries in achieving the following target:

- 15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world

Ministry of Land is an 'Associate Ministry' in achieving the following targets:

1. 1.4 By 2030, ensure that all men and women, in particular the poor and the vulnerable, have equal rights to economic resources, as well as access to basic services, ownership and control over land and other forms of property, inheritance, natural resources, appropriate new technology and financial services, including microfinance
2. 2.3 By 2030, double the agricultural productivity and incomes of small-scale food producers, in particular women, indigenous peoples, family farmers, pastoralists and fishers, including through secure and equal access to land, other productive resources and inputs, knowledge, financial services, markets and opportunities for value addition and non-farm employment
3. 2.4 By 2030, ensure sustainable food production systems and implement resilient agricultural practices that increase productivity and production, that help maintain ecosystems, that strengthen capacity for adaptation to climate change, extreme weather, drought, flooding and other disasters and that progressively improve land and soil quality
4. 5.a Undertake reforms to give women equal rights to economic resources, as well as access to ownership and control over land and other forms of property, financial services, inheritance and natural resources, in accordance with national laws

5. 9.1 Develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure, including regional and trans-border infrastructure, to support economic development and human well-being, with a focus on affordable and equitable access for all

6. 11.3 By 2030, enhance inclusive and sustainable urbanization and capacity for participatory, integrated and sustainable human settlement planning and management in all countries
7. 11.7 By 2030, provide universal access to safe, inclusive and accessible, green and public spaces, in particular for women and children, older persons and persons with disabilities
8. 12.2 By 2030, achieve the sustainable management and efficient use of natural resources
9. 15.1 By 2020, ensure the conservation, restoration and sustainable use of terrestrial and inland freshwater ecosystems and their services, in particular forests, wetlands, mountains and drylands, in line with obligations under international agreements
10. 15.2 By 2020, promote the implementation of sustainable management of all types of forests, halt deforestation, restore degraded forests and substantially increase afforestation and reforestation globally
11. 15.3 By 2030, combat desertification, restore degraded land and soil, including land affected by desertification, drought and floods, and strive to achieve a land degradation-neutral world
12. 15.4 By 2030, ensure the conservation of mountain ecosystems, including their biodiversity, in order to enhance their capacity to provide benefits that are essential for sustainable development

পরিশিষ্ট গ

ভূমি মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার অনলাইন সেবা সমূহ

১। ভূমি মন্ত্রণালয় - minland.gov.bd

(ক) জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো - land.gov.bd

(খ) ভূমি অধিকার প্রতিকার ব্যবস্থাপনা - hotline.land.gov.bd

(গ) ভূমি মন্ত্রণালয় – ই লাইব্রেরি (ই বুক পোর্টাল) - ebook.minland.gov.bd

(ঘ) ভূমি মন্ত্রণালয়ের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম - www.facebook.com/minland.gov.bd

২। ভূমি সংস্কার বোর্ড - www.lrb.gov.bd

৩। ভূমি আপীল বোর্ড - www.lab.gov.bd/

(ক) ভূমি কেইস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম - 137.59.48.75/blabdev/default.aspx

(খ) ভূমি আপীল বোর্ড ই লাইব্রেরি - 137.59.48.75/librarydev

৪। ভূমি রেকর্ড ও জরিপ অধিদপ্তর - www.dlrs.gov.bd

(ক)ডিজিটাল রেকর্ডরুম - http://drr.land.gov.bd/

৫। ভূমি প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র - www.latc.gov.bd

৬। হিসাব নিয়ন্ত্রক (রাজস্ব) এর দপ্তর - www.coa-revenue.gov.bd

*জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো – 'land.gov.bd' এর এন্ড্রয়েড এপ '**ভূমিসেবা (VumiSeba)**' গুগল প্লে স্টোরে আছে।

** জাতীয় ভূমি তথ্য ও সেবা কাঠামো - land.gov.bd এ ই-নামজারি ও আর এস খতিয়ান সহ যাবতীয় ভূমি সেবা সমূহ পাওয়া যায়।

ভূমি সেবা হটলাইন - ১৬১২২